হিরোইন
মরফিন
আফিং
পেথিডিন
মিথাডোন
অনুবাদ

হিরোইন, মরফিন, আফিং, পেথিডিন, মিথাডোন

[এ পুস্তিকা নেশা সম্পর্কীয় পুস্তকের চতুর্থ খন্ড। এর আলোচ্য বিষয় হিরোইন, মরফিন, আফিং, পেথিডিন, মিথাডোন প্রভৃতি। এবং এ সমস্ত মাদকদ্রব্য গ্রহণ বা সেবনজনিত রোগ-ব্যাধি।

এ প্রবন্ধে প্রশ্নকর্তা দেবু অর্থাৎ দেবব্রত ভট্টাচার্য বদ্যির ঘনিষ্ঠ সাহিত্যসহযোগী।]

সতুবদ্যি

বাউলমন প্রকাশন
২৮, বালিগঞ্জ গার্ডেন্স
কলিকাতা—৭০০ ০১৯

প্রকাশক ঃ

Acc No - 15424

দেবব্রত ভট্টাচার্য
বাউলমন প্রকাশন
২৮, বালিগঞ্জ গার্ডেন্স
কলিকাতা ঃ ৭০০০১৯

প্রথম প্রকাশ ঃ আশ্বিন, ১৩৯৩

প্রচ্ছদ ঃ সমীর ঘোষ

মুদ্রক ঃ
টি. ঘোষ
লিপিমালী প্রেস
২জি, নিলমণি মিত্র রো
কলিকাতা-৭০০০০২

বিনিময় ছয় টাকা

ভূমিকা

অন্ধকার রাত। লোডশেডিং। টালির ঘরের ভিতরে টিমটিমে কেরোসিনের আলো। সামনে গলির মোড়ে ছায়ায় দাঁড়িয়ে দুটি লোক। আবছা আলোয় একজনের দেহরেখা বোঝা যায়। আর একজনের শুধু দেখা যায় নাকটা—নাকের ডগায় কেরোসিনের আলো পড়ে চকচক করে।

ছোকরা গলির রাস্তা দিয়ে ঘরের দরজার দিকে এগোয়। সামনে পিছনে তাকায় ভয়ে ভয়ে চোরের মত। ডাইনে বাঁয়ে টলে যেন মোদো মাতাল, টালির ঘরে নড়বড়ে তক্তপোষে ঝিমোয় লোকটা। ছোকরা ঢুকতেই নড়েচড়ে বসে।

দ্যাখ সিল্কের শাড়ী—। 'ক'পুরিয়া দেবে বল?' বগল থেকে পুঁটুলি নামিয়ে খবরের কাগজের ঢাকনা খুলে ছোকরা কেরোসিনের আলোর সামনে শাড়ীটা বিছিয়ে ধরে। 'পাঁচ পুরিয়া ব্রাউন।'

'পাঁচ পুরিয়া? পাঁচশ টাকা? মোটে? শাড়িটার দিকে তাকিয়ে দেখেছ? বিল্টুপুরের বালুচরী।'

'পুরানো শাড়ী, চোরাই মাল। এর বেশী হবে না।'

'আমার নিজের মায়ের শাড়ী, চোরাই হোল?'

'না তো কি? ইচ্ছে হয় দাও নয় তো পথ দ্যাখ।'

ছোকরা শাড়ীখানা ছুঁড়ে ফেলে দেয়। পাঁচখানা পুরিয়া নিয়ে দরজা পেরোয়।

গাছতলার দেহরেখা মুখ ফেরায় ছেলেটির দিকে। ছেলেটি এগোয় আর মাথাটা ঘোরে ছোকরার গতিপথে।

লণ্ঠনের আলো থেকে ছোকরা পা বাড়ায় লোডশেডিং-এর ছায়ায়। ছেলেটা আবার যায় আলোর দিকে। যায় ওই নড়বড়ে তক্তপোষের সামনে। আগের ছেলেটা কি? না। এবার ওর বগলে একটা টেরিকটের প্যান্ট। 'ক' পুরিয়া দেবে?'

'দুটো', নিস্পৃহ উত্তর আসে তক্তপোষের উপর থেকে। পুরিয়া হাতে ছেলেটা ফেরে। গাছতলার দেহরেখার মুখ অনুসরণ করে ছেলেটার গতিপথ। স্টেনলেস স্টীলের থালা আসে, আসে অন্নপ্রাশনের রুপোর চামচ। বদল হয় পুরিয়ার সঙ্গে।

গাছতলার দেহরেখার দৃষ্টি অনুসরণ করে তরুণের অপসরণ, নাকটা নড়ে না। শুধু মাঝে মাঝে ডগায় আলো পড়ে চকচক করে।

'সোনা এনেছি। একশোর কমে হবে না।'

'দেখি?'

'সোনা কোথায় ? এত লোহা ?'

'দ্যাখ, লোহার গায়ে জড়ানো রয়েছে সোনার তার।'

'বড্ড সরু। কিন্তু সোনা না পিতল কি করে বুঝব ?'

'পিতল ? আমার মা পিতল পরবে ? জানিস আমার ঠাকুরমা বউবরণ করে এই নোয়া পরিয়ে দিয়েছিল মায়ের হাতে।

'কি করে জানব ? কোথায় পেলি নোয়াটা ?'

'আমার পাশে এসে শুয়েছিল মা, আমাকে পাহারা দেবে। কাঁদতে কাঁদতে নিজেই ঘুমিয়ে পড়েছে। রোগা হাত থেকে নোয়াটা খুলেই প্রায় এসেছিল। টানতেই চলে এল আমার হাতে। কত পুরিয়া দেবে ?'

'পঁচিশ।'

'মোটে পঁচিশ ? সোনার দাম জানো ? একশ' পঁচিশ টাকায় সোনা পওয়া যায় ?'

'কি ওজন, কতটা খাদ, বুঝব কি করে ? আমার কাছে কি নিক্তি আছে না কষ্টি-পাথর আছে ?'

'তা বলে মোটে পঁচিশ পুরিয়া—একশ' পঁচিশ টাকা ?'

'চোরাই মাল—এর চাইতে বেশী কে দেবে ?'

পুরিয়া হাতে ছেলেটা ফেরে। দেহরেখার দৃষ্টি অনুসরণ করে অপসরণ।

অলকে কুসুম সে দেয়নি, শিথিল কবরীও বাঁধে নি। শুধু কাজল বিহীন সজল নয়নে চাইতে এসেছে একটা পুরিয়া। একটান না দিলে গায়ের ব্যথায় ও মরে যাবে। চোখে জল, নাকে জল ও আর বাঁচবে না।

'পাঁচটা টাকা লাগবে।'

'টাকা নেই।'

'তাহলে কি এনেছিস ? শাড়ী ? বাসন ?'

'কিছু আনি নি—এনেছি নিজেকে ? আমাকে নেবে ? একটা পুরিয়া হলেই হবে ?'

'ধুৎ ঝুলো মাই, বুড়ী মাগী, তোকে কে নেবে পাঁচ টাকায় ?'

'আমি বুড়ী মাগী ? কুড়ি বছর হয় নি আমার। আমার ঝুলো মাই ? দেখবি ?'

মেয়েটা নোংরা আঁচল বুকের উপর থেকে এক টানে সরিয়ে দেয়। কেরোসিনের টিম টিমে আলোয় কিছু দেখা যায় না। কিন্তু লাফিয়ে ওঠে ছ'ফুট জোয়ান। কাঁধে গামছা, মাথায় টিকি, গলায় পৈতে—বলে, 'আমি নেব। আমাকে দিবি ?'

গাছতলায় দেহরেখা তাকিয়ে থাকে। সে আর ফেরে না।

'আপনি এখানে দাঁড়িয়ে আছেন ?' নাক বলে দেহরেখাকে।

'আমার ছেলেকে খুঁজছি।'

'কত রাত দাঁড়িয়ে থাকবেন ?'

'কি করব ? আমার ছেলে।'

'একটাই ছেলে বুঝি ?'

'আর একটা ছিল।'

'কি হোল তার ?'

ছেলেটার ছিল মাথার গোলমাল।'

'কি রকম ?'

ইস্কুলে থাকতে বলত, এ পৃথিবী মন্দ, এদেশ মন্দ, এ সমাজ মন্দ, এ সরকার মন্দ। সব ভাঙতে হবে—ভাল করে গড়তে হবে। কথা বলতে বলতে থেমে যায় দেহরেখা।

'তারপর কি হোল ?'

'কি আর হবে ? ছেলেটা নকশাল হয়ে গেল। ধরল পুলিশে।' অনেকক্ষণ শব্দ নেই। সামনের ঘরে কেরোসিনের আলো পিটপিট করে। নাক আবার খোঁচায়।

'তারপর ?'

'তা তো জানি না। লোকে বলে পুলিশে পিটিয়ে মেরে ফেলেছে। আমি লাশ দেখি নি। শুনেছি নিমতলায় গাদার মড়ায় পুড়িয়ে দিয়েছে।'

নির্জন গলি আবার শব্দহীন। মাঝে মাঝে আলো পড়ে। কালো নাকটা চক-চকিয়ে ওঠে।

'তোমার ছেলে বুঝি এখানে আসবে ? কালো নাক আবার খোঁচায়।'

'বড় ছেলেটা হারিয়ে গেল। এটা তখন খুব ছোট। একে মানুষ করেছিলাম খুব সাবধানে। ভাল খাইয়েছি, ভাল পরিয়েছি। মন্দ লোকের সঙ্গে মিশতে দিইনি।'

'মন্দ লোক মানে ?'

'ওই বস্তির বাজে লোকের কথা বলছি। সারাদিন খাই খাই করে। বাংলায় কিচির মিচির করে। ইংরাজী স্কুলে ইংরাজী ভাষায় পড়েছে, প্যান্টুল পরে ইস্কুল গিয়ে ইংরাজীতে কথা বলেছে। জীবনের মন্দ দিক ওকে দেখতে দিইনি।'

'রাজা শুদ্ধোদনও তাই করেছিল।'

'কি করেছিল ?'

'জ্যোতিষরা ভয় দেখিয়েছিল ছেলে বিবাগী হয়ে যাবে। রাজা ছেলেকে মন্দ জিনিষ দেখতে দেয় নি।'

'কি দিয়েছিল ?'

'ভাল খেতে দিয়েছে, ভাল পরতে দিয়েছে, গায়িকারা গান গেয়েছে, রূপসীরা রঙ্গ দেখিয়েছে।'

'কি হোল ?'

'রঙ তার মনে লাগল না। ছেলেটা বিবাগী হয়ে গেল।'

'ছেলেটা অনেক নম্বর নিয়ে বারো ক্লাশ পাশ করলো। সায়েবী কলেজে দিলাম বি, কম পড়বে। সি, এ হবে ম্যানেজমেন্ট পাশ করবে।'

দেহরেখা থামে। না হাঁপায় না। অন্ধকারে আনমনা হয়ে যায়। বোঝা যায় না ওই ঘন অন্ধকারে কি দ্যাখে চোখ চেয়ে।

'স্বপ্ন দেখেছিলাম বড় কাজ করবে। অনেক টাকা রোজগার হবে। সুন্দরী বউ আসবে। নাতিদের সঙ্গে খেলা করব।'

বার বার থামে দেহরেখা।

'মনে রঙ লাগল না। নেশা ধরল না। বিবাগী হয়ে পালাল জীবন থেকে। নেশা ধরল।'

'কি নেশা ?'

'অনেক নেশা। অনেক নাম। কিছু জানি, কিছু জানি না। কিছু বুঝি, কিছু বুঝি না। সিগারেট, বিড়ি, তামাক, হুইস্কি, ব্রান্ডি, বীয়ার, স্ম্যাক্‌স্‌, হিরোইন, ব্রাউন সুগার। এখন ওর শেষেরটাই পছন্দ।'

'ছাড়তে চায় না ?'

'চাইলেও পারে না।'

'নেশা যেন কুকুরের গলার বক্‌লেস। কয়েক ঘণ্টা বাদে ব্যথায় ছটফট করে, চোখ দিয়ে জল পড়ে…'

'কাঁদে ? কেন ?'

'বুঝি না—নেশা চেয়ে কাঁদে—না পেয়ে কাঁদে। জানি না। দুদিন ওকে দেখি নি। তিনরাত দেখিনি। শুনেছি বেশী নেশায় লোকে মরে, নেশা না পেলেও বাঁচে না। একবার যদি দেখতে পেতাম ছেলেটাকে।'

ঘন অন্ধকারে দেহরেখা চোখ চেয়ে দ্যাখে।

'এই অন্ধকারে ওকে দেখবে কি করে ?'

'না, অন্ধকারে নয়—আলোয়—ওই আলোয়।'

দেহরেখা আঙুল দিয়ে দেখায় টালির ঘরের আলোর দিকে। 'এখানে ও আসে, আসে নেশার জন্যে, আসে পালিয়ে—আমার কাছ থেকে পালায়, পালায় মায়ের কোল থেকে, পালায় জীবন থেকে… ।'

দেহরেখা থেমে যায়। অন্ধকারে তাকিয়ে থাকে। দৃষ্টি দেখা যায় না—শুধু অন্ধকার।

'আপনি ?' দেহরেখা প্রশ্ন করে।

'আমি ঘুরে বেড়াই রক্তের খোঁজে—শুনেছি এখানে অনেক লোক মরছে তাইতে এসেছিলাম… ।'

'রক্ত কি ল্যাবরেটরীতে বিক্রী করেন ?'

'না, অত অল্প রক্তে হয় না।'

'তাহলে ? গবেষণা ?'

'না—আরও বেশী লাগে।'

'কেমিক্যাল ?—ফার্টিলাইজার ?'

'না, তার চাইতেও বেশী—অনেক বেশী রক্ত চাই।'

'কি করেন এত রক্ত দিয়ে ?'

'খাই, মানুষের রক্ত আমি খাই।'

'মানুষের রক্ত খান? মানুষটাকে মেরে খান? না খেয়ে মারেন?'

'কোনোটাই করি না—আর কেউ মারলে আমি খাই।'

'কতদিন হোল খাচ্ছেন?'

'সে অনেক দিন।'

'কি রকম?'

'দিন তারিখ তো মনে নেই। বহু যুগ আগে সেই যখন চণ্ডী হলেন রণচণ্ডী। শানিত অস্ত্রে ধ্বংস করলেন অসুর বংশ।'

'বংশ ধ্বংস? জেনোসাইড (Genocide) নাকি?'

'তা জানি না তবে তখন অনেক রক্ত খেয়েলিাম। ডুবে ডুবে খেয়েছি, একটা গোটা জাত ধ্বংস। রক্তের বন্যা বয়ে গিয়েছিল।'

'সে তো বহুদিন আগে—এতদিন খাওনি?'

'খেয়েছি বই কি। উঠতি বয়েসের ছেলেরা চিরকালই গোলমেলে? বড় হলেই ভাবে আগের সব মন্দ। চারিদিকে দেখতে পায় অন্যায় আর অবিচার। তারা খালি চায় লড়াই করতে। শুধু চায় ভাঙতে।'

'হ্যাঁ, আমি দেখেছি। বাছুরের যখন শিঙ গজায় তখন তারা চারদিকে গুঁতিয়ে বেড়ায়। ভাবে গুঁতিয়ে বেড়ানোই বোধহয় শিঙের কাজ। বাছুরের মা জানে শিঙটা আসলে ঢুঁ মারার জন্যে নয়। শিঙের আসল ব্যবহার জানে গরুর মালিক। তারা শিঙে দড়ি লাগিয়ে খুঁটোর সঙ্গে বেঁধে রাখে। বাছুর কিন্তু বোঝে না—পুরুষানুক্রমে তারা গুঁতোয় আর গুঁতোয়।'

'দুষ্টু বাছুর মাঝে মাঝে জবাই করতে হয়, তাছাড়া মালিক বাঁচেনা। হ্যাঁ, রাম রাবণের যুদ্ধে রক্তে সাঁতার কেটেছি।'

'তারপর?'

'তারপর আর নেই। এখনকার যুদ্ধ শুধু আগুন। রক্ত শুকিয়ে যায়, পুড়ে যায় ছাই হয়ে—।'

'এখানে এলেন?'

'শুনেছিলাম অনেক উঠতি বয়েসের ছেলেকে মারা হচ্ছে। মরছে তারা ঝাঁকে ঝাঁকে। কিন্তু এসে দেখি বিষের মরণ, রক্ত পড়ে না—'

'আপনি কে?' দেহরেখা ঘন অন্ধকারে চোখ চেয়ে বুঝতে চেষ্টা করে।'

'আমি? আমি কাগভুষণ্ডী।'

লোডসেডিং শেষ হয়। চারদিক আলোয় ঝলমলিয়ে ওঠে। আমি দেখি চকচকে কালো নাকটা আসলে নাকই নয়, বিশাল এক মাংস খেকো দাঁড়কাকের লম্বা ঠোঁট থেকে আলো ঠিকরে পড়ছে।

সতুবদ্যি

হিরোইন, মরফিন, আফিং, পেথিডিন, মিথাডোন

দেবু ঃ এবার কি আফিঙ, হিরোইন নিয়ে আলোচনা করবেন ?

বদ্যি ঃ কেন ? সন্দেহ আছে নাকি ?

দেবু ঃ আছে বই কি ? যতবারই আমি হিরোইনের কথা তুলেছি, আপনি এড়িয়ে গিয়েছেন—তুলেছেন অন্য প্রসঙ্গ।

বদ্যি ঃ কথাটা মিথ্যা নয়। হিরোইন অর্থাৎ আফিঙের প্রসঙ্গ আমাদের নিয়ে যায় আধুনিক সাম্রাজ্যবাদ অর্থাৎ আধুনিক-প্রযুক্তিবিদ্যা-নির্ভর ধনিক-রাষ্ট্র-ভিত্তিক সম্পদ-শিকার প্রচেষ্টার ঊষাকালে। আমার কৈশোর আর যৌবন কেটেছে ইংরাজ সাম্রাজ্যের অধীন ভারতে হিটলার মুসোলিনীর বিভৎসার ছায়ায়। এখন যাবার বেলায় ক্ষুধার্ত ভারতে পারমাণবিক বিভৎসার ছায়ায় দাঁড়িয়ে বর্বরতার ঊষাকালের দিকে ফিরে তাকাতে ইচ্ছা করেনি। সেই পলায়নী বৃত্তিই হয়তো মনের তলা থেকে বাধা দিয়েছে আফিঙের প্রসঙ্গ তুলতে।

আমি বদ্যি, বিভৎসায় ভয় পাই না—শুধু ক্লান্তি এসে বাধা দেয়। আসলে সম্পদ শিকারীদের প্রথম রাসায়নিক অস্ত্র আফিঙ।

দেবু ঃ কিন্তু এর আগে আপনি বলেছেন মানুষের সঙ্গে আফিঙের পরিচয় প্রায় পাঁচ-ছয় হাজার বছরের পুরানো, আপনি কি বলতে চান, তখন থেকেই আফিঙের ব্যবহার হয়েছে অস্ত্র হিসাবে ?

বদ্যি ঃ অস্ত্র হিসাবে তো বটেই। তবে সে অস্ত্র ব্যবহার করা হয়েছে রোগ যন্ত্রণার বিরুদ্ধে, অসহনীয় জীবন যন্ত্রণার বিরুদ্ধে। অন্তত আড়াই হাজার বছর আগে থেকে যে মানুষ রোগ যন্ত্রণার বিরুদ্ধে আফিঙ ব্যবহার করেছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। গ্রীক লেখক থিওফ্রেসটাসের (খৃষ্ট পূর্ব তৃতীয় শতক) লেখায় আফিঙের উল্লেখ রয়েছে।

কিন্তু আফিঙ নিয়ে ইউরোপীয় সম্পদ-শিকারীদের বিভৎসার সুরু বোধ হয় ১৬১৫ খৃষ্টাব্দের পর থেকে।

দেবু ঃ ১৬১৫ খৃষ্টাব্দ বলছেন কেন ?

বদ্যি ঃ আমার মনে হয় আফিঙের ইতিহাস আলোচনার সময়ই সে ব্যাখ্যা করা ভাল।

দেবু ঃ বেশ। কিন্তু আর একটা প্রশ্ন থেকে যায়। আহিফেন শব্দ সংস্কৃত।

তাহলে খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে গ্রীক লেখক কি করে আহিফেন শব্দ ব্যবহার করলেন ?

বদ্যি ঃ তাম্রকূট যে রকম সংস্কৃত—আহিফেনও তেমনি। দুটো শব্দই অর্বাচীন। কোনোটাই সংস্কৃত নয়। আফিঙ শব্দের ব্যুৎপত্তি গ্রীক।

দেবু ঃ এই হাজার হাজার বছর ধরে আফিঙের ব্যবহার সম্পর্কে কিছু বলবেন ?

বদ্যি ঃ আফিঙই মানুষের হাতে প্রথম বেদনানাশক। শতাব্দীর পর শতাব্দী মানুষ ব্যথা বেদনার জন্য আফিঙ ব্যবহার করেছে। ব্যবহার করেছে সুনিদ্রার জন্য। কখনো কখনো কেউ হয়ত আফিঙে নেশাগ্রস্ত হত, এমন কি, আফিঙ খেয়ে মৃত্যুও অজানা ছিল না। কিন্তু গত দেড়শ বছরে আফিঙ যে ভয়াবহ রূপ নিয়েছে আফিঙের ইতিহাসে তার তুলনা নেই।

দেবু ঃ ইতিহাস বলতে আপনি নিশ্চয়ই আফিঙের ইতিহাসের কথাই বলছেন, কিন্তু সে রকম ইতিহাস আছে কি ?

বদ্যি ঃ আছে বই কি ? মানুষের প্রাচীনতম চিকিৎসাপদ্ধতিগুলির ইতিহাস থাকবে না ? সেলফের ওই লাল ফাইলটা বার করুন। ওতে আমার কিছু টোক্ আছে। পেয়েছেন ? হ্যাঁ, এবার পড়ুন।

দেবু ঃ পপির সঙ্গে মানুষের পরিচয়ের (Poppy আফিঙ উৎপাদক গাছগুলির সাধারণ নাম) সাক্ষ্য লিখিত ইতিহাসের সুরু থেকেই পাওয়া যায়। সুমেরীয় লিপিতে পপির উল্লেখ আমরা পাই (খৃঃ পূঃ ৫০০০ থেকে ৪০০০) মেসোপটেমিয়ার আমল থেকে। চিকিৎসা বিষয়ক আসিরীয় ফলকে ভেষজ হিসাবে পপির উল্লেখ রয়েছে। হোমারের লেখায় (খৃঃপূঃ ৯০০) দেখা যায় প্রাচীন গ্রীসে আফিঙ ব্যবহার করা হোত। বিখ্যাত গ্রীক চিকিৎসক হিপোক্রেটিস (Hippocrates খৃঃ পূঃ ৪০০) আফিঙ ব্যবহার করেছেন।

রোম্যানদের আফিঙের সঙ্গে পরিচয় বোধহয় ভূমধ্যসাগরের পূর্বতীরে অভিযানের সময়। আফিঙের গুণাবলীর উৎসাহী সমর্থক ছিলেন গ্যালেন (বিখ্যাত চিকিৎসক এবং প্রামাণ্য গ্রন্থ প্রণেতা—খৃঃ ১৩০-২০০)। শতাব্দীর পর শতাব্দী ইউরোপীয় চিকিৎসকদের কাছে গ্যালেনের মত ছিল আপ্ত-বাক্য। রোম্যান সাম্রাজ্যের পতনের পর ইস্‌লামীয় সভ্যতা ছিল এই চিকিৎসাবিদ্যার ধারক ও বাহক। আরবদের মাধ্যমেই চীন, ভারত এবং পারস্যের আফিঙের সঙ্গে পরিচয় হয়। বাসেল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক প্যারাসেলসাস (১৪৯৩-১৫৪১) লডেনাম ব্যবহার চালু করেন। (Laudanum টিংচার ওপিয়াম)। লীডেন বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন শাস্ত্রের অধ্যাপক লেমর্ট (Lemort ১৭০২-১৭১৮) উদরাময়ে আফিঙঘটিত একটি ওষুধ আবিষ্কার করেন।

আধুনিক চিকিৎসাবিদ্যায় আফিঙের যে সমস্ত ব্যবহার বিজ্ঞানসম্মত বলে স্বীকৃত, ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকেই সে ব্যবহার প্রচলিত।

আরব চিকিৎসকরা উদরাময়ের জন্য আফিঙ ব্যবহার করতেন। কিন্তু বিষক্রিয়ার ভয়ে ইউরোপে আফিঙ ব্যবহার কমে যায়। অনেকে মনে করেন ইউরোপে আফিঙের

জনপ্রিয়তা ফিরিয়ে আনার কৃতিত্ব বিখ্যাত চিকিৎসক প্যারাসেলসাসের (Paracelsus ১৪৯৩-১৫৪১) প্রাপ্য।

১৬৮০ সালে সিডেনহ্যাম (Sydenham) লিখেছেন, "মানুষের কষ্ট লাঘবের জন্য সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর যে কটি ভেষজ দান করেছেন সেগুলির ভিতর আফিঙের মত কার্যকর এবং সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য কোনো ভেষজই নয়।"

কিন্তু নেশাগ্রস্ত হবার বিপদ সম্পর্কে কোনো উল্লেখ তো দেখছি না।

বদ্যি ঃ প্রাচীন কাল থেকে আফিঙ ব্যবহার করা হচ্ছে। সুতরাং আফিঙের নেশা মানুষের অজানা থাকবার কথা নয়। অন্যদিকে আফিঙের বিকল্প কোনো বেদনানাশক তখন ছিল না বললেই চলে। ফলে তখন আফিঙ ছিল সর্বরোগহর মহৌষধ।

সেইজন্যই বোধহয় আফিঙের নেশা নিয়ে কেউ মাথা ঘামায়নি। জোনস্ (১৭০১) নামে একজন ইংরেজ চিকিৎসক আফিঙের অতিরিক্ত ব্যবহার নিয়ে একটা প্রবন্ধ লিখেছিলেন বটে কিন্তু আধুনিক যুগের আগে আফিঙের নেশা নিয়ে কোনো দুশ্চিন্তার লিখিত সাক্ষ্য আমার নজরে পড়ে নি। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকেও আফিঙের নেশা নিয়ে পাশ্চাত্য দেশে কোনো উৎকণ্ঠা বোধহয় ছিল না।

চিকিৎসকরা অবাধে আফিঙঘটিত ওষুধের ব্যবস্থাপত্র দিতেন। ওষুধগুলি ব্যবস্থাপত্র ছাড়াই দোকানে বিক্রীও হোত। সমাজের প্রতিটি শ্রেণী এ ওষুধ ব্যবহার করত, বোধ হয় সব চাইতে বেশী ব্যবহার হোত স্ত্রীরোগে। সেই জন্যই আফিঙখোর স্ত্রীলোকের সংখ্যা ছিল আফিঙখোর পুরুষের প্রায় তিনগুণ।

দেবু ঃ এর আগে আপনি বলেছেন বৃটিশ সম্পদ-শিকারীরা চীনে আফিঙের চোরাকারবার সুরু করে ১৬১৫ সালের পর থেকে। যদি তারা আফিঙের নেশা সম্পর্কে সচেতন না হোত তাহলে তারা একাজ সুরু করল কেন?

বদ্যি ঃ দেখুন অত সহজে আফিঙ পাওয়া সত্ত্বেও ইউরোপীয়দের কাছে আফিঙ কখনো বিরাট একটা সমস্যা হয়ে দেখা দেয় নি, আসলে হিরোইন বাজারে আসবার আগে মদই ছিল ওদের কঠিনতম সমস্যা। এখন অবশ্য মদ রয়ে গিয়েছে তার উপর বাড়তি আপদ জুটেছে হিরোইন, কোকেন ইত্যাদি। অন্যদিকে চীনে কিন্তু আফিঙ রীতিমত জাতির বিরুদ্ধে একটা যুদ্ধাস্ত্র হয়ে দাঁড়ায়। ইংরেজরা তথা ইউরোপীয়ানরা আফিঙের বিষক্রিয়া সম্পর্কে কিন্তু সচেতন হয় প্যারাসেলসাসের আগে অর্থাৎ পঞ্চদশ শতাব্দী সুরু হওয়ার আগে। সুতরাং চীনে এই শ্বেতাঙ্গ সম্পদ-শিকারীরা শিকারের উদ্দেশ্যেই সচেতন ভাবে আফিঙ ব্যবহার করেছে—এ বিষয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই।

এখানে অন্য একটা অদ্ভুত ব্যাপার উল্লেখ করা যায়। মদ কিন্তু চীনে কোনো দিনই বিরাট কোনো সমস্যা সৃষ্টি করে নি।

দেবু ঃ আমরা এতক্ষণ আফিঙ নিয়ে আলোচনা করছি কিন্তু আপনি ব্যাখ্যা করেন নি—আফিঙ ব্যাপারটা কি?

বদ্যি ঃ পপি গাছ পৃথিবীর বহু দেশে জন্মায়। এর বৈজ্ঞানিক নাম প্যাপেভার-

সোমনিফেরাম (Papaver somniferrum)। সব চাইতে বেশী আফিঙ যে কটি দেশে উৎপন্ন হয় ভারত তাদের ভিতর একটি। পপি অর্থাৎ আফিং গাছের কাঁচা ফল থেকে এক রকম সাদা কষ বার হয়, তারই নাম আফিঙ। এই কষ শুকিয়ে গেলে কখনো হয় গাঢ় বেগুনে রঙ, কখনো হয় একেবারে কালো। অপরিশোধিত আফিঙের প্রায় এক চতুর্থাংশ থাকে উপক্ষার (Alkaloid)। আফিঙে উপক্ষার থাকে অনেকগুলি।

দেবু ঃ যেমন ?

বদ্যি ঃ মরফিন (morphine শতকরা দশভাগ), কোডিন (Codeine শতকরা ০.৫ ভাগ), থিবেইন (Thebaine ০·২ ভাগ), প্যাপাভেরিন (Papavarine শতকরা এক-ভাগ), নোস্কাপিন (Noscapine শতকরা পাঁচ ভাগ)। তবে এগুলির ভিতরে মরফিনই প্রধান এবং আফিঙের নেশার জন্য দায়ী প্রধানতঃ এই মরফিন।

অথচ যে পাঁচটি উপক্ষারের নাম করা হোল সেগুলি ছাড়াও আরো অন্তত পনেরোটি উপক্ষার রয়েছে আফিঙে।

দেবু ঃ তাহলে মরফিনের সঙ্গে পরিচয়ের প্রয়োজন সব চাইতে বেশী। শত্রু হোক, মিত্র হোক আফিঙের প্রধান সেনাপতি মরফিন।

বদ্যি ঃ তবে আজকাল আফিঙের সেনাবাহিনীর সৈন্য সংখ্যা অনেক। স্বাভাবিক-ভাবে প্রাপ্ত উপক্ষার ছাড়াও একই ধরনের কাজ করে এরকম অনেক রসায়ন এখন রয়েছে। তাদের কোনোটা স্বাভাবিক কোনোটা সংশ্লেষিত (Synthetic) আবার কোনোটা আংশিক সংশ্লেষিত (Semi-Synthetic)।

১৮০৫ সালে আফিঙকে বিশ্লেষণ করে সার্টার্নার নামে একজন বিজ্ঞানকর্মী বিশুদ্ধ একটি রাসায়নিক পদার্থ আবিষ্কার করেন। গ্রীক নিদ্রাদেবী মরফিউসের নাম অনুসারে এই বিশুদ্ধ পদার্থটির তিনি নাম দেন মরফিন। অন্যান্য উপক্ষার আবিষ্কৃত হয় তারপর।

দেবু ঃ ঘুম পাড়ানোই কি মরফিনের একমাত্র ক্রিয়া ?

বদ্যি ঃ না, তা কেন হবে ? মরফিনের দেহমনের উপর ক্রিয়ার তালিকা বেশ লম্বা।

বেদনা দূর করা এবং ঘুম পাড়ানোর কথা আগেই বলা হয়েছে। মরফিনের বেদনা-হরণ ক্রিয়ার বিশেষত্ব ঃ সম্পূর্ণ অচেতন না করেও মরফিন বেদনা দূর করতে পারে। আবার অনেক সময় বেদনা সম্পূর্ণ দূর হয় না—কিন্তু বেদনা সহ্য করার ক্ষমতা বাড়ে।

নিদ্রালুভাব শুধু বেদনার্ত রোগীদেরই হয়—তা নয়। বেদনাহীন সুস্থ স্বেচ্ছা-সেবীদের উপর মরফিন প্রয়োগ করলেও একই ক্রিয়া দেখা যায়। অবশ্য এ তথ্য প্রযোজ্য চিকিৎসার জন্য যে পরিমাণ মরফিন প্রয়োগ করা হয় সেই পরিমাণের ক্ষেত্রেই। এ ছাড়া কয়েকটি ক্রিয়া লক্ষ্যণীয়। মরফিনে একদিকে যেমন মেজাজের পরিবর্তন হয় অন্যদিকে তেমনি হয় আনন্দময় প্রশান্তি (Euphoria)।

দেবু ঃ যার রোগ নেই সে মরফিন নিলে কি একই রকম অনুভূতি হয় ?

বদ্যি ঃ না, সব সময় নয়। অনেকেরই গা বমি বমি হয়। কেউ কেউ বমিও করে।

তাছাড়া হতে পারে নিদ্রালুভাব, মনঃসংযোগে অক্ষমতা এবং অনীহা। মানসিক ক্রিয়ায় অসুবিধা, দৈহিক কর্মক্ষমতা এবং কর্মের হ্রাসপ্রাপ্তি, দৃষ্টিশক্তির তীক্ষ্ণতা হ্রাস, আলস্য ইত্যাদি। মরফিনের পরিমাণ বাড়ালে বেদনাবোধ হ্রাস পায় এবং বিষক্রিয়া বাড়ে।

প্রাক্তন নেশাগ্রস্তদের মানসিক ঘোলাটে ভাব কম হয় কিন্তু আনন্দময় প্রশান্তি হয় অনেক বেশী। এই প্রশান্তির অভিজ্ঞতা যাদের আছে তাদের ক্ষেত্রে মাত্রা বাড়ালে প্রশান্তিও বাড়ে।

তীব্র বেদনা অনেক সময় সাধারণ মাত্রায় মরফিন দিলে কমে না—তখন মাত্রা বাড়ানো যেতে পারে।

দেবু ঃ কতটা ?

বদ্যি ঃ সাধারণ মাত্রার দেড় থেকে দু'গুণ অনেক সময়ই দেয়া হয়, অবশ্য মাত্রা বাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে বমি এবং বিষক্রিয়ার আশঙ্কাও বাড়ে।

দেবু ঃ মরফিনে বেদনা লোপের সঙ্গে কি অন্য বোধও লোপ পায় ?

বদ্যি ঃ না, পায় না। সব চাইতে মজার ব্যাপার হল—দৃষ্টি, শ্রুতি ইত্যাদি সব রকম বোধই অক্ষত থাকে।

দেবু ঃ এর আগে আপনি বলেছিলেন মরফিন অর্থাৎ আফিঙ উদরাময় রোগে উপকারী।

বদ্যি ঃ হ্যাঁ, আফিঙে অর্থাৎ মরফিনে উদরাময় কেন—কাশিও বন্ধ হয়। কাশি কিংবা উদরাময় কিন্তু কোনো রোগ নয়—এগুলি রোগলক্ষণমাত্র। মূল রোগ এবং তার কারণ দূর না করে লক্ষণমাত্র দূর করার ফল মারাত্মক হতে পারে। উদরাময় কিংবা কাশি অনেক সময় দেহ থেকে রোগবিষ বার করে দেওয়ার প্রচেষ্টা। সেক্ষেত্রে অজ্ঞাতসারে এ প্রচেষ্টা বন্ধ করার অর্থ হয়ত মৃত্যুর দ্বার উন্মুক্ত করা।

দেবু ঃ মরফিনে মৃত্যু কি করে হয় ?

বদ্যি ঃ আফিঙ, মরফিন এই বিষগুলি শ্বাসযন্ত্রকে অবদমিত করে। বেশী পরিমাণ মরফিনের অর্থ বেশী মাত্রায় শ্বাসক্রিয়া অবদমন। ফল—শ্বাসক্রিয়া বন্ধ হয়ে মৃত্যু।

দেবু ঃ আপনার কথায় মনে হচ্ছে সভ্যতার উদয় এবং আফিঙ আবিষ্কার প্রায় সমসাময়িক। এতদিনেও কি তার কোনো বিকল্প বার হয় নি ?

বদ্যি ঃ কেন বার হবে না ? আজকাল হাজার হাজার বেদনাহর বাজারে রয়েছে। কিন্তু এখনো শ্রেষ্ঠ বেদনানাশক মরফিন। মরফিনের বিকল্প বেদনাহরগুলির ভিতরে সব চাইতে কুখ্যাত হিরোইন (Heroin)।

দেবু ঃ হ্যাঁ, এখন হিরোইনই বোধ হয় এদেশে সব চাইতে ভয়াবহ নেশা।

বদ্যি ঃ শুধু এদেশে কেন? বহু পাশ্চাত্য দেশেই হিরোইন একটা বিরাট সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। দু'একটা তথ্য দিলে বুঝতে পারবেন ব্যাপারটা কত ভয়াবহ। আমেরিকায় ১৯৭৭ সালে ১৮ থেকে পঁচিশ বছর বয়স্কদের শতকরা ২ থেকে ৩ জন হিরোইন খেয়েছে, ১৯৭০-৭৩ সালে হিরোইনে আসক্ত আমেরিকানের সংখ্যা পাঁচ লক্ষেরও বেশী ছিল। ১৯৭১ সালে ভিয়েতনামে আক্রমণকারী আমেরিকান সৈন্যদের ভিতরে শতকরা বেয়াল্লিশ জন হিরোইন খেয়েছে।

দেবু ঃ হিরোইন পদার্থটা কি? মরফিনের সঙ্গে তার সম্পর্কই বা কি আর কিই বা তার পার্থক্য?

বদ্যি ঃ এর আগে আমরা বলেছি মরফিন আজও সর্বশ্রেষ্ঠ বেদনাশক কিন্তু তা বলে আমরা অর্থাৎ চিকিৎসকরা কখনোই মরফিনকে আদর্শ বেদনানাশক বলে মেনে নিই না।

দেবু ঃ দাঁড়ান, দাঁড়ান—আদর্শ বেদনানাশক এবং শ্রেষ্ঠ বেদনানাশকের পার্থক্যটা বুঝলাম না।

বদ্যি ঃ শ্রেষ্ঠ বেদনানাশক কথাটা তুলনামূলক। আপাতত যতগুলি বেদনানাশক চিকিৎসকদের হাতে রয়েছে চিকিৎসকদের মতে মরফিনই তাদের ভিতর সব চাইতে ভাল। কিন্তু আদর্শ বেদনানাশকের অবস্থান চিকিৎসকের কল্পনায়। যে সমস্ত বেদনানাশক আমরা ব্যবহার করি তার প্রত্যেকটির একাধিক দোষ রয়েছে। আমাদের আদর্শ-বেদনানাশকে সেরকম কোনো দোষ থাকবে না।

দেবু ঃ সেরকম ওষুধ আবিষ্কার করা কি সম্ভব?

বদ্যি ঃ আমি বলতে পারব না। তবে সেরকম ভবিষ্যৎবাণী যে আমার পক্ষে সম্ভব নয় সেটা বলতে পারি।

দেবু ঃ বেদনানাশকের কি কি দোষে আপনার আপত্তি?

বদ্যি ঃ দেখুন—দোষের তালিকা দীর্ঘ। তাছাড়া ভেষজের গুণাগুণ বিচার করা আমার কাজ নয়—কাজটা ভেষজবিজ্ঞানীদের। তবে আমার কাছে সব চাইতে বড় সমস্যা নেশাগ্রস্ত হওয়া।

এই আদর্শ বেদনাহরের সন্ধানে জার্মান বেয়ার (Bayer) কোম্পানীর গবেষণার ফলশ্রুতি হিরোইন। ১৮৯৮ সালে বেয়ার কোম্পানী তার গবেষণার এই ফল আন্তর্জাতিক বাজারে উপস্থিত করেন। আমার যতদূর মনে পড়ে তখন বেয়ার কোম্পানীর প্রচারপত্রে দাবী করা হয়েছিল আফিঙ কিংবা মরফিনের তুলনায় হিরোইনে নেশাগ্রস্ত হবার আশঙ্কা অনেক কম।

দেবু ঃ হিরোইন তৈরী হয় কি থেকে? অর্থাৎ হিরোইন কারখানায় কি কি কাঁচা মাল প্রয়োজন?

বদ্যি ঃ এর আগে আমরা বলেছিলাম মরফিনের চাইতে ভাল বেদনাহরের সন্ধানে ভেষজবিজ্ঞানীরা শুধু সংশ্লেষিত (purely synthetic) এবং আংশিক সংশ্লেষিত

(Semi-Synthetic) ভেষজ তৈরী করেছেন। হিরোইন বানানোয় প্রধান কাঁচামাল মরফিন। সুতরাং একে বলা হয় আংশিক সংশ্লেষিত ভেষজ। এর রাসায়নিক নাম ডাই-এ্যাসেটিল মরফিন (Di-acetyl morphine)। অতএব হিরোইন তৈরীর জন্য প্রয়োজনীয় দুটি প্রধান কাঁচামালের ভিতরে একটি মরফিন এবং অন্যটি এ্যাসেটিক এ্যাসিড।

দেবু ঃ আমি কবিতা লিখি, রসায়ন শাস্ত্র বুঝি না, তাই বলছিলাম কার্যক্ষেত্রে সুবিধা অসুবিধাগুলি ব্যাখ্যা করলে আমাদের মত সাধারণ মানুষের পক্ষে বোঝা সহজ হয়।

বিদ্যা ঃ হিরোইন মরফিনের চাইতে অনেক বেশী শক্তিশালী। কতটা বেশী এ নিয়ে ভেষজ বিজ্ঞানীদের ভিতর মতভেদ আছে। এ সম্পর্কে সর্বনিম্ন অনুমান ঃ সমপরিমাণ মরফিনের তুলনায় হিরোইনের শক্তি মরফিনের ২·৮৮ গুণ। সর্বোচ্চ অনুমান দশগুণ।

সুতরাং হিরোইন বেদনাহরণ করে অনেক তাড়াতাড়ি এবং অনেক বেশী পরিমাণে।

হিরোইনের ক্রিয়া পরীক্ষা করলে দেখা যায় হিরোইন রক্ত এবং মস্তিষ্কের বাধা অন্য বহু ওষুধের তুলনায় অতিক্রম করে তাড়াতাড়ি।

দেবু ঃ সেই জন্যই কি মরফিনের তুলনায় হিরোইনের ক্রিয়া দ্রুত ?

বিদ্যা ঃ শুধু তাই নয়। দ্রুত নেশাগ্রস্ত হবার কারণও দ্রুত বাধা অতিক্রম।

দেবু ঃ তাহলে আপনি বলতে চাইছেন আপনাদের দৃষ্টিভঙ্গি অর্থাৎ নেশাগ্রস্ত হবার আশংকার দিক থেকে স্বাভাবিক আফিঙ কিংবা মরফিনের তুলনায় হিরোইন অনেক বেশী বিপদজনক ?

বিদ্যা ঃ শুধু আমরাই নই পৃথিবীর কোনো চিকিৎসকই বোধ হয় আজকাল আর হিরোইন ব্যবহার করেন না। আইনত হিরোইন তৈরী পৃথিবী থেকে প্রায় উঠেই গিয়েছে।

দেবু ঃ রক্ত এবং মস্তিষ্কের অন্তর্বর্তী বাধাটা কি ব্যাপার ?

বিদ্যা ঃ দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সার্বিক সমন্বয় এবং নিয়ন্ত্রণের জন্য স্নায়ুতন্ত্র অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। স্নায়ুতন্ত্রের প্রধান কেন্দ্র মস্তিষ্ক। বহিরাগত রসায়ন থেকে আত্মরক্ষার জন্য আমাদের দেহে এমন একটি ব্যবস্থা রয়েছে যার ফলে রক্তবাহিত বহু রসায়নের মস্তিষ্কে প্রবেশে বাধা হয়। হিরোইনের ক্ষেত্রে এ বাধা অতিক্রম করা মরফিনের তুলনায় সহজ।

দেবু ঃ মানুষের আবিষ্কৃত আর কি বিকল্প আপনারা ব্যবহার করেন ?

বিদ্যা ঃ এগুলির ভিতরে বোধ হয় আপনাদের কাছে সব চাইতে পরিচিত নাম পেথিডিন (Pethidine)।

দেবু ঃ এটাও কি আংশিক সংশ্লেষিত ?

বিদ্যা ঃ না এটা পূর্ণ সংশ্লেষিত। ১৯৩৮ সালে ইস্‌ল্যাব (Eislab) এবং সাউম্যান (Schauman) পেথিডিন আবিষ্কার করেন। এর বৈজ্ঞানিক নাম মেপারিডিন

(meperidine)। এ ওষুধের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া প্রায় মরফিনেরই মত। দশ মিলিগ্রাম মরফিনের ক্রিয়া প্রায় একশ মিলিগ্রাম পেথিডিনের সমান।

আর একটি সংশ্লেষিত ভেষজ পাশ্চাত্য দেশে বিশেষ করে ব্রিটিশ যুক্তরাজ্যে খুবই জনপ্রিয়। এর নাম মিথাডোন (Methadone)।

দেবু ঃ কেন—বলুন তো ?

বদ্যি ঃ এ ওষুধও বেদনানাশক। আফিঙ, মরফিন, হিরোইন ইত্যাদিতে নেশাগ্রস্তদের নেশাবিরতি লক্ষণ মিথাডোন বহুক্ষণ পর্যন্ত দমন করে রাখতে পারে। তাছাড়া ইনজেকশান না দিয়ে মুখে খেলেও এ ওষুধ একই রকম ক্রিয়াশীল এবং বার বার ব্যবহার করলে এর ক্রিয়াশীলতা অক্ষুণ্ণ থাকে।

দেবু ঃ মিথাডোনে লোকে নেশাগ্রস্ত হয় না ?

বদ্যি ঃ প্রথমে হয় না বলেই ধারণা ছিল এবং সেইজন্যই অনেক দেশে বিশেষ করে গ্রেট বৃটেনে, মরফিন, হিরোইন ইত্যাদি মাদকাসক্তদের মিথাডোন নেবার উপদেশ দেয়া হয়। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে মিথাডোনে নেশাগ্রস্ত হবার আশংকা কিছু কম নয়।

দেবু ঃ আমাদের দেশে কি মিথাডোন ব্যবহার করা হয় ?

বদ্যি ঃ না। এদেশে মিথাডোন ব্যবহার করা হয় বলে আমার জানা নেই।

দেবু ঃ তাহলে আমাদের দেশে এখন আফিঙ জাতীয় মাদকগুলির ভিতরে নেশাগ্রস্তরা কোনটা পছন্দ করে ?

বদ্যি ঃ চার-পাঁচ বছর আগেও সব চাইতে জনপ্রিয় ছিল আফিঙ। মরফিন, পেথিডিনের নেশা তখনো অনেকে করতেন। কিন্তু তাদের সংখ্যা ছিল অল্প। এই জাতীয় নেশার মাধ্যম সাধারণত ইনজেকশান। সেইজন্য ডাক্তার, নার্স, ডাক্তারদের নানা ধরণের সহকারী, হাসপাতালের কর্মী, রাসায়নিক, বিজ্ঞানকর্মী ইত্যাদি বিভিন্ন পেশার মানুষই ছিলেন এই নেশার শিকার।

কিন্তু এখন আগুনের মত সারা দেশে ছড়িয়ে পড়েছে হিরোইনের নেশা, আমাদের দেশে বেশীর ভাগ নেশাগ্রস্তই হিরোইনের ধোঁয়া গ্রহণ করেন। অশিক্ষিত পিছিয়ে পড়া এই দেশে ইনজেকশানের অসুবিধা। অথচ হিরোইনের নেশা মরফিন পেথিডিনের তুলনায় তিনগুণ তীব্র। আফিঙের তুলনায় এ নেশার তীব্রতা অন্তত ত্রিশগুণ বেশী। আফিঙ খেলে যকৃতে বিপাক হবার পর রক্তে প্রবেশ করে আরও কম। সে বিবেচনায় হিরোইন আফিঙের তুলনায় একশো থেকে দেড়শোগুণ শক্তিশালী।

দেবু ঃ আপনি কি বলতে চান নেশা হিসাবে এগুলি একই রকম ?

বদ্যি ঃ একেবারে একরকম একথা আমি বলছি না। কোনোটাতে হয়ত নেশাটা তাড়াতাড়ি হয় আবার কোনোটাতে হয় দেরী, কোনোটাতে পরিমাণ লাগে বেশী আবার কোনোটাতে লাগে কম। নেশাটা কিন্তু একই রকম।

দেবু ঃ অর্থাৎ আপনি বলতে চান এগুলির ভিতরে পার্থক্য পরিমাণগত, গুণগত নয়।

বদ্যি ঃ ঠিক তাই। সেইজন্য আমি শুধুমাত্র মরফিন নিয়েই আলোচনা করছি। আসলে পরিমাণগত পার্থক্য বাদ দিলে মাদকগুলির চরিত্র একই। আফিঙ থেকে পাওয়া আর একটি উপক্ষার কোডিনের উল্লেখ এর আগেই করা হয়েছে। আফিঙ প্রমুখ অন্য মাদকের তুলনায় কোডিনে নেশাগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা কম কিন্তু কোডিনে আসক্ত রোগীর চিকিৎসাও আমাদের করতে হয়।

আসলে আফিঙ, হিরোইন, কোডিন প্রত্যেকেরই ক্রিয়াশীল প্রধান মাদক মরফিন। কোডিন এবং হিরোইন রাসায়নিক যৌগ (Chemical Compound)। কিন্তু দেহের ভিতরে রাসায়নিক পরিবর্তনের ফলে এগুলিও আংশিকভাবে মরফিনে রূপান্তরিত হয়।

দেবু ঃ দাঁড়ান, দাঁড়ান। এর আগে আপনি বলেছেন হিরোইনের ক্রিয়া মরফিনের চাইতে দ্রুত। কিন্তু এখন বলছেন হিরোইন ক্রিয়াশীল হবার আগে মরফিনে রূপান্তরিত হয়।

দুটো তথ্যে গরমিল রয়েছে মনে হয়।

বদ্যি ঃ হ্যাঁ, রয়েছে বৈকি। তবে এ সম্পর্কে ভেষজ বিজ্ঞানীদের ধারণা হিরোইন মরফিনে রূপান্তরিত হয় মস্তিষ্কের ভিতরে অথচ হিরোইন মস্তিষ্ক এবং রক্তের মধ্যবর্তী বাধা অতিক্রম করে দ্রুততর। ফলে মস্তিষ্কের উপরে হিরোইন থেকে উৎপাদিত মরফিনের ক্রিয়াও হয় দ্রুততর।

দেবু ঃ কোডিনও কি বে-আইনী বিক্রী হয়?

বদ্যি ঃ ঠিক তা নয়। কোডিনের কাহিনী একটু অন্য রকম। চিকিৎসাশাস্ত্রে কোডিনের কোনো প্রয়োজন নেই। অর্থাৎ কোডিন কোনোরকম রোগীরই প্রয়োজনে লাগবার কথা নয়। কিন্তু প্রয়োজন আছে ব্যবসায়ীদের। আফিঙ ব্যবসায়ীরা ভাবতে পারেন মরফিনের যদি বাজার সৃষ্টি করা যায় তাহলে কোডিনের বাজার কেন তৈরী হবে না?

কোডিন ব্যবহার করা হয় প্রধানত দুভাবে, কাশির ওষুধের সঙ্গে আর বেদনাহর ওষুধের সঙ্গে।

অথচ কাশির ওষুধ কিংবা কাশির সিরাপের বিশেষ কোনো প্রয়োজন আজকালকার চিকিৎসাশাস্ত্র স্বীকার করে না।

দেবু ঃ সে কি? আমরা তো ছেলেবেলা থেকে কাফ সিরাপ আর কাফ মিকশ্চার খেয়ে এসেছি।

বদ্যি ঃ এর আগেই উল্লেখ করা হয়েছে—কাশি প্রধানত দেহের আত্মরক্ষার অস্ত্রগুলির একটি। শ্বাসতন্ত্রের ভিতর অবাঞ্ছিত কিছু থাকলে সেগুলিকে বার করে দেয়ার একটি বিশেষ উপায় কাশি। সুতরাং ওষুধ দিয়ে জোর করে কাশি অর্থাৎ দেহের আত্মরক্ষার প্রচেষ্টাকে বন্ধ করে দিলে দেহের লাভ না হয়ে ক্ষতিই হবার কথা।

দেবু ঃ কিন্তু যদি তার শ্বাসতন্ত্র কিংবা অন্য কোনো তন্ত্রের অসুখের দরুন কাশি হয়?

বদ্যি ঃ তাহলে চিকিৎসা করতে হবে সেই অসুস্থতার। কাশির চিকিৎসা সেখানে শুধু অনর্থকই নয়—বিপদজনকও বটে।

দেবু ঃ কোনো কঠিন ব্যাধি ছাড়াই গলা শুকিয়ে কাশি হতে পারে না ?

বদ্যি ঃ নিশ্চয়ই পারে। তবে সেক্ষেত্রে তাল মিছরি কিংবা ঐরকম কোনো মিষ্টি দিয়ে গলা ভিজানোই যথেষ্ট—অন্য কোনো ওষুধের প্রয়োজন হয় না।

দেবু ঃ আপনি কি বলতে চান কাশির চিকিৎসায় আপনাদের পূর্বপুরুষ বদ্যিরা যে ব্যবস্থাপত্র দিতেন তার পর কোনো উন্নতিই হয়নি ?

বদ্যি ঃ আমি জাতবদ্যি। এ তথ্য অস্বীকার করব কেন ? উন্নতি হয় নি। তবে অবনতি হয়েছে যথেষ্ট।

কোডিন দিয়ে কাশি বন্ধ করার চেষ্টা হয়। তার সঙ্গে সাধারণত থাকে এফেড্রিন কিংবা ওই জাতীয় কোনো ওষুধ। এগুলি আবার মানসিক উত্তেজক। দুইএর সমন্বয়ে তৈরী হয় কাশির ওষুধ।

আজও এদেশে কাশির ওষুধের নেশা বেশ বিপদজনক ব্যাধি। দুঃখের বিষয় বহু ডাক্তারও এ ওষুধের ব্যবস্থাপত্র দিয়ে থাকেন।

কোডিনের নেশার দ্বিতীয় মাধ্যম বেদনানাশক।

দেবু ঃ সেটা কি ব্যাপার ?

বদ্যি ঃ ভেষজবিজ্ঞানীরা বেদনানাশকগুলিকে দুটি প্রধান ভাগে ভাগ করে থাকেন, মরফিন প্রমুখ গোষ্ঠী এবং এ্যাসপিরিন প্রমুখ গোষ্ঠী।

এ্যাসপিরিন প্রমুখ গোষ্ঠী বেদনা নাশ করে কিন্তু ঘুম পাড়ায় না। অন্যদিকে এ গোষ্ঠী সাময়িকভাবে জ্বর কমায়।

দেবু ঃ সাময়িকভাবে বলছেন কেন ?

বদ্যি ঃ কিছুক্ষণ বাদেই কাঁপিয়ে আবার জ্বর আসে। অন্যদিকে মরফিন প্রমুখ গোষ্ঠী ঘুম পাড়াতে পারে কিন্তু জ্বর কমাতে পারে না।

অনেক ওষুধব্যবসায়ী অন্য বিশেষ কোনো ওষুধ এ্যাসপিরিন গোষ্ঠীর ওষুধের সঙ্গে মিশিয়ে বিক্রী করেন। উদ্দেশ্য ঃ

বিশেষ মিশ্রণ এবং পেটেন্ট নামের সাহায্যে একটা একচেটিয়া বাজার সৃষ্টি করা। ফলে লাভ বাড়ে এবং বাজারও নিশ্চিত হয়।

এই বিশেষ মিশ্রণে যদি নেশা ধরে তাহলে বাজার আরও নিশ্চিত। খরিদ্দার সারা জীবনের মত বাঁধা হয়ে রইল।

মরফিনের তুলনায় অল্প হলেও রোগীকে নেশাগ্রস্ত করার ক্ষমতা কোডিনের রয়েছে।

সুতরাং ঝানু ব্যবসায়ীর কাছে এ্যাসপিরিনের সঙ্গে মিশ্রণের উপাদান হিসাবে কোডিন আদর্শ রসায়ন।

দেবু ঃ এর আগে যদিও আপনি কিছু কিছু উল্লেখ করেছেন তবুও আবার জিজ্ঞাসা করছি আফিঙ, মরফিন প্রমুখ রসায়নের প্রধান বিপদ কি ?

বদ্যি ঃ বিপদগুলিকে অনেক ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন, ব্যক্তিগত, সামাজিক এবং রাজনৈতিক। দু'একটা ব্যক্তিগত বিপদের কথা এর আগে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে মূল বিপদ নেশা, প্রধান বিপদ নেশা এবং মারাত্মক বিপদ নেশা।

দেবু ঃ একজন রোগীর নেশাগ্রস্ত হতে কতদিন লাগে?

বদ্যি ঃ এ প্রশ্নের উত্তর অনেকগুলি অবস্থার উপর নির্ভর করে।

দেবু ঃ যেমন?

বদ্যি ঃ কেউ কেউ তাড়াতাড়ি নেশাগ্রস্ত হন। কেউ হন দেরীতে। আবার মরফিন কিংবা পেথিডিনের তুলনায় হিরোইনে নেশাগ্রস্ত হয় অনেক তাড়াতাড়ি। কেউ বলেন, পর পর পাঁচ বার হিরোইন নিলে যে কোনো লোকের দৈহিক নির্ভরতা সৃষ্টি হবে। অর্থাৎ নেশাগ্রস্ত হবার জন্য প্রয়োজনীয় সময় নির্ভর করে মাদকের চরিত্র এবং খাদকের চরিত্র দু'য়েরই উপর। তাছাড়া নির্ভর করে মাদকদাতার চরিত্রের উপর। চিকিৎসক যদি প্রয়োজনীয় মাত্রায় এক কিংবা দু'সপ্তাহ অবিচ্ছিন্নভাবে মরফিন ইন্‌জেকশান প্রয়োগ করেন তাহলেও অনেক সময় রোগী মরফিনে নেশাসক্ত না হতে পারে। চিকিৎসার জন্য যাদের উপর মরফিন প্রয়োগ করা হয় তাঁদের একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ নেশাগ্রস্ত হন। কিন্তু মোট চিকিৎসিতের তুলনায় চিকিৎসার ফলে নেশাগ্রস্তের সংখ্যা খুবই অল্প। এমন কি, যাঁরা চিকিৎসার জন্য নিজের উপর মরফিন প্রয়োগ করেন তাঁদের ভিতরে প্রায় সবাই রোগমুক্তির পর মরফিন পরিত্যাগ করেন। অন্য দিকে ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময় আমেরিকান আক্রমণকারী সৈন্যবাহিনীতে হিরোইন প্রচলিত হয়। তার ফলে তাদের প্রায় অর্দ্ধাংশ নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে।

আরও মজার ব্যাপার ঃ দেশে ফিরবার পর এদের প্রায় অর্দ্ধেকই হিরোইনের নেশা নিজে নিজে ছেড়ে দেয়। কোনো চিকিৎসকের সাহায্য তাদের প্রয়োজন হয় নি।

দেবু ঃ আপনার মতে এই তথ্য থেকে আমরা কি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারি?

বদ্যি ঃ আমার নিজস্ব কোনো সিদ্ধান্ত নেই। তবে যুক্তিসহ বিচার করতে হলে আক্রমণকারী আমেরিকার সৈন্যদের কতকগুলি দিক ভাবা যেতে পারে। অন্যান্য সম্পদ-শিকারীদের মত আমেরিকানরাও দেশে বিদেশে নিজেদের হিংস্র নখদন্ত লুকিয়ে মানবতার ভেকধারী রূপ প্রচার করেছে। এতদিন পর্যন্ত যারা নিজেদের সরকারের মিথ্যা প্রচারে বিভ্রান্ত সেরকম লক্ষ লক্ষ আমেরিকান যুবক ভিয়েতনামে এসে যেন আয়নায় নিজেদের স্বরূপ দেখতে পেল। আক্রমণকারী আমেরিকান যুবকদের অন্ততঃ অর্ধেকের এ রূপ পছন্দ হয় নি। অথচ সামরিক বাহিনী ছেড়ে পলায়ন অত সহজ নয়। হিরোইনের নেশায় তাদের মানসিক পলায়নের পথ উন্মুক্ত।

যে কটি পরিবার সম্পদ শিকারের সিংহভাগ ভোগ করেন তাঁদের সন্তানরা কখনো এরকম যুদ্ধে প্রাণ দিতে আসে না। যারা যোগ দিতে যায় সামান্য অর্থের বিনিময়ে তাদের মৃত্যুর মুখোমুখি হতে হয়। আবার প্রাণ বাঁচাতে হলে তাদের দিনগত পাপক্ষয়

হবে হত্যা, ধ্বংস আর ধর্ষণে। এ জীবন সবার পছন্দ নয়। হিরোইন তাদের এ পথ থেকে সাময়িক অপসরণের পথ দেখিয়েছে, যেমন দেখিয়েছে মদ, গাঁজা, চরস।

যে সৈন্যরা জীবন দিতে এসেছিল তাদের বেশীর ভাগই ছিল কৃষ্ণাঙ্গ কিংবা দরিদ্র শ্বেতাঙ্গ। দেশে ফিরে গেলেও তাদের সুস্থ জীবনের আশা ছিল স্বল্প।

সুতরাং একদিকে যেমন তারা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সাময়িক, মানসিক পলায়নের জন্য আশ্রয় নিয়েছে হিরোইনের তেমনি অন্যদিকে দেশে ফিরেও তারা মুখোমুখি হয়েছে সৈন্যপূর্ব জীবনের পরিস্থিতির। বহু ঘরেফেরা সৈনিক হিরোইন ছাড়তে পারে নি। নেশার আগুন তারা ছড়িয়ে দিয়েছে সারা দেশে। যাদের সঙ্গতি ছিল তারা চেষ্টা করেছে। সুস্থ পরিবেশে যারা গিয়েছে নেশা তারা ছেড়েছে চিকিৎসকের সাহায্য ছাড়াই।

দেবু ঃ হিরোইনের আলোচনা থেকে আমরা জড়িয়ে পড়েছি সাম্রাজ্যবাদের আলোচনায়। অনেকটা ধান ভানতে শিবের গীতের মত।

বদ্যি ঃ না—তা নয়। আমার মনে হয় এ আলোচনা খুবই প্রাসঙ্গিক, লুণ্ঠন আর সম্পদ-শিকারের সংক্ষিপ্তসার হল যুদ্ধাস্ত্র আর নরহত্যা, হিরোইন আর কোকেন।

ভিয়েতনাম যুদ্ধ এবং তার পরবর্তী সময়ে হিরোইন এবং অন্যান্য মাদক নিয়ে আমেরিকার সামাজিক পরিবেশে যে পরীক্ষা নিরীক্ষা হয়েছে, বিস্তার এবং গভীরতার দিক দিয়ে আধুনিক যুগে তার তুলনা নেই।

দেবু ঃ আপনি 'আধুনিক যুগ' এই বিশেষণ যোগ করলেন কেন ?

বদ্যি ঃ চীন লুণ্ঠনের জন্য শ্বেতাঙ্গ সম্পদ শিকারীরা আফিঙ প্রসারের প্রচেষ্টায় চীনে যে অবস্থার সৃষ্টি করেছিল আমার মনে পড়েছিল সেই অবস্থার কথা।

দেবু ঃ আপনি বলছিলেন সিদ্ধান্তের কথা।

বদ্যি ঃ কতগুলি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে ইচ্ছা হয়। তবে সেগুলি বৈজ্ঞানিক বিচারসহ কিনা বলতে পারব না।

দেবু ঃ যেমন ?

বদ্যি ঃ নেশা হবার সম্ভাবনা এবং নেশাগ্রস্ত হবার জন্য প্রয়োজনীয় সময় এই দুইয়ের সঙ্গেই মানুষটির ব্যক্তিত্বের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে।

দেবু ঃ নেশাগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা, এরকম ব্যক্তিত্বের সংজ্ঞা দিতে পারেন ?

বদ্যি ঃ না, আমি পারি না। কোনো মানসিক চিকিৎসক পারেন বলেও আমি জানি না।

দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত ঃ শুধু ব্যক্তি নয়, পরিবেশও এজন্য দায়ী।

দেবু ঃ পরিবেশ বলতে আপনি কি বোঝেন ?

বদ্যি ঃ প্রথমতঃ নেশা সরবরাহের উপযুক্ত পরিবেশ থাকতে হবে। মাদক হতে হবে সহজপ্রাপ্য।

দেবু ঃ মাদক সহজপ্রাপ্য হবে এরকম পরিবেশ সম্পর্কে আর একটু ব্যাখ্যা করবেন ?

বদ্যি ঃ চীনে মাদক প্রসারের ইতিহাস আলোচনার সময় এ বিষয়ে ব্যাপক আলোচনা হবে।

দেবু ঃ বেশ এ আলোচনা তা হলে আপাতত মুলতুবী থাক।

বদ্যি ঃ আর প্রয়োজন এমন পরিবেশ যে, লোকটির মনে হবে বাস্তব থেকে পলায়ন তার পক্ষে একমাত্র উন্মুক্ত পথ।

তার মনে হবে বিরুদ্ধ পরিবেশে দাঁড়িয়ে জীবনের সপক্ষে লড়াই করা অসম্ভব। সুতরাং নেশার মাধ্যমে পলায়নই একমাত্র পথ।

তাছাড়া, নেশার বিস্তারে সামাজিক মনোভাব এবং বন্ধুবান্ধবের প্রভাবও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

দেবু ঃ নেশার ভূমিকায় আপনি নেশার সংজ্ঞা দিয়েছিলেন। তবুও আবার জিজ্ঞাসা করছি ঃ আফিঙ, মরফিন প্রমুখ মাদকে নেশাগ্রস্ত বলতে আপনারা কি বোঝেন ?

বদ্যি ঃ এ নেশা তথা সমস্ত নেশারই প্রধানত দুটো প্রকাশ ঃ

(১) মানসিক নির্ভরতা, (২) শারীরিক নির্ভরতা।

দেহ এবং মনের দুটি বিচ্ছিন্ন পৃথক সত্তায় আমরা বিশ্বাস করি না। এ বিভাজনের একমাত্র যুক্তি সমস্যাটা বোঝার সুবিধা।

এর আগে আমি বলেছিলাম—নেশাতে একটা আনন্দদায়ক শিথিলতা আসে। তার কারণ ঃ মস্তিষ্কের অবদমনের ফলে নেশাগ্রস্ত তার দায়-দায়িত্ব তথা জীবনের সঙ্গে আবশ্যিকভাবে জড়িত উৎকণ্ঠা থেকে সাময়িক মুক্তি পায়। আনন্দদায়ক শিথিলতা আসলে ইংরাজী euphoria শব্দের বাংলা অনুবাদ।

আফিঙ মরফিন প্রমুখ মাদক গ্রহণের নানা পদ্ধতি রয়েছে। এ পদ্ধতির রূপ বদলায় আরামের পরিমাণ আর নেশাকাংখীর ব্যক্তিত্বের উপর।

দেবু ঃ আনন্দের পার্থক্য কতটা হতে পারে ?

বদ্যি ঃ হতে পারে সামান্য আরাম আবার হতে পারে ত্রিশ থেকে ষাট সেকেন্ড ব্যাপী চরম যৌন তৃপ্তির সমকক্ষ তীব্র আনন্দ, এর পরবর্তী অবস্থা সামান্য কাল স্থায়ী আনন্দদায়ক শিথিলতা। কিন্তু তারপর আসে স্বাভাবিকের চাইতেও বেশী নিরানন্দ অবস্থা। এর সঙ্গে যুক্ত হয় নেশার আনন্দের স্মৃতি। নেশাগ্রস্ত তখন আবার খোঁজে নেশা।

নেশার উপর মানসিক নির্ভরতা দাঁড়িয়ে থাকে দু'পায়ে। আনন্দে আর নিরানন্দে। নেশা এগোয়ও এই দু পায়ে ভর দিয়ে।

তাছাড়া মনের ভিতরে নেশাকে জীইয়ে রাখে নেশার আসন্ন পরিবেশ এবং চা, কফি, সিগারেট।

দেবু ঃ আসন্ন পরিবেশ ?

Acc No – 15424

বদ্যি ঃ অর্থাৎ যে পরিবেশে নেশাগ্রস্তরা নেশা করতেন। নেশা করার সেই আড্ডা। নেশার সরঞ্জাম এবং চা, কফি, সিগারেট।

দেবু ঃ নেশার আড্ডা তো নেশার সরঞ্জামেরই অংশ।

বদ্যি ঃ কিন্তু আড্ডা বলতে নেশাগ্রস্তরা হয়ত বোঝেন যে কোনো একটা বিশেষ জায়গা কিংবা কিছু বিশেষ সঙ্গী কিংবা দুই-ই। তবে অন্য সরঞ্জামের ভূমিকাও রয়েছে।

দেবু ঃ যেমন ?

বদ্যি ঃ একটা উদাহরণ দিলে হয়ত তথ্যটা সরলতর হবে ঃ

এক বৃদ্ধ চীনা এসেছিলেন চন্ডুর নেশা ছাড়াতে।

দেবু ঃ চন্ডুটা কি ?

বদ্যি ঃ তামাকের মত আফিঙের ধোঁয়া খাওয়াকে বলে চন্ডু খাওয়া। এককালে চীনাদের ভিতর এ নেশা খুবই জনপ্রিয় ছিল। তবে চন্ডুখোরের চিকিৎসা বহুদিন করি নি, মনে হয় এ নেশা এখন আগের মত জনপ্রিয় নয়। হ্যাঁ, ভদ্রলোক আমার চিকিৎসাধীনেই হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন। নেশা বন্ধ করার পরদিন তার সুরু হলো কষ্টদায়ক দৈহিক বিরতিলক্ষণ। রোগী তখন উঃ আঃ করছে আর বিছানায় ছটফট করছে। রোগীর বিছানার কাছে চেয়ারে বসে আমি তার সঙ্গে কথা সুরু করলাম, যতটুকু মনে পড়ে কথাটা হয়েছিল অনেকটা এইরকম ঃ

"সাহেব খুব কষ্ট হচ্ছে ? একটু চন্ডু আনিয়ে দেব ?" আসলে অল্প পরিমাণে মাদক দিলে বিরতির কষ্ট কমে।

"এমনিতেই কষ্ট। এখন আর হাসাবেন না—ডাক্তারবাবু। চন্ডু খাওয়া কি অতই সহজ ?"

মনে হলো চন্ডুর অপমানে চীনা সাহেব একটু বিরক্ত।

"কেন ? কলকে আর আফিঙ হলেই তো চন্ডু খাওয়া যায়।"

"ডাক্তারবাবু, আপনারা বই পড়েছেন। শুধু বই পড়ে কি আর নেশা বোঝা যায় ? চন্ডু খেতে লাগে এক গাঁট বাঁশ, লোহার শিক্, গনগনে আগুন, ন্যাকড়া।"

"বাঁশ দিয়ে কি হবে ? চন্ডুর সঙ্গে বাঁশের কি সম্পর্ক ?" আমি বোকা হয়ে যাই।

"লোহার শিক আগুনে গরম হয়ে লাল হবে। বাঁশের গাঁটের উপরে আর নীচে গরম শিক দিয়ে করতে হবে বাঁশীর ছ্যাঁদার মত দুটো ছ্যাঁদা।"

"বাঁশী ?"

"হ্যাঁ—একেবারে বাঁশী। গরম আফিঙ উপরের ছ্যাঁদায় বসিয়ে নীচের ছ্যাঁদা দিয়ে টানলে যদি বাঁশীর মত না বাজে তাহলে নেশা হবে কি করে ?"

"বাঁশীর মত ?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, বাঁশীর মত—। বাঁশীর মত সুর বাঁশীর মত স্বর না হলেই নেশা চমকে যাবে। শুধু আফিঙের ধোঁয়া টানলেই চন্ডুর নেশা হয় ?"

আসলে একজন নেশাগ্রস্তের জীবনের কেন্দ্রবিন্দু নেশা। সেক্ষেত্রে মূল মাদকের গুরুত্ব সর্বাধিক। মূল মাদকই প্রধানত নির্ভরতা সৃষ্টি করে। কিন্তু আনুষঙ্গিক উপকরণও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

দেবু ঃ চা, কফি, সিগারেটের কথা বলছিলেন ?

বদ্যি ঃ হ্যাঁ, নেশাগ্রস্ত প্রত্যেক রোগীই সানাইএর সঙ্গে পোঁ এর মত মূল মাদকের সঙ্গে চা, কফি সিগারেটও খান। প্রধান মাদক যদি তিনি বন্ধ করেন অথচ চা, কফি সিগারেট খেতে থাকেন তাহলে এগুলি তার পান্‌সে জোলো মনে হবে। তাদের মন বার বার চাইবে প্রধান মাদক।

দেবু ঃ তাহলে কি আপনি বলতে চান প্রধান মাদক পরিত্যাগ করতে হলে এগুলিও পরিত্যাগ করা উচিত ?

বদ্যি ঃ উচিত এইজন্য যে এগুলি ত্যাগ না করলে প্রধান নেশার পুনরাগমনের আশংকা রয়ে যায়।

তবে আমার অভিজ্ঞতায় চায়ে এ ধরণের বিপদ তুলনায় অনেক কম।

দেবু ঃ মানসিক নির্ভরতার একটা সঠিক সংজ্ঞা নির্দেশ করা কি সম্ভব ?

বদ্যি ঃ আপাতদৃষ্টিতে কোনো দৈহিক অসুবিধা না থাকা সত্ত্বেও মাদকের প্রতি দুর্নিবার আকর্ষণকে সাধারণত আমরা মাদকের প্রতি মানসিক আকর্ষণ বলি।

দেবু ঃ মাদক নির্ভরতার এই শ্রেণীবিভাগে আপনাদের কি কোনো লাভ হয় ?

বদ্যি ঃ হয় বৈকি। পরিবেশের যে উপাদানগুলি মনকে মাদক অভিমুখী করে আমরা সেই উপাদনগুলি সনাক্ত করতে চেষ্টা করি। ফলে, চিকিৎসাধীন রোগীদের পরিবেশের সেই উপাদানগুলি সম্পর্কে সাবধান করা সম্ভব হয়।

দেবু ঃ কি কি লক্ষণ দেখে আপনারা দৈহিক নির্ভরতার অস্তিত্ব স্বীকার করেন ?

বদ্যি ঃ দুটি প্রধান লক্ষণ উপস্থিত থাকলে আমরা দৈহিক নির্ভরতার অস্তিত্ব স্বীকার করি (১) সহিষ্ণুতা, (২) বিরতিলক্ষণ।

আলোচনার প্রথম অংশে এ সম্পর্কে খানিকটা উল্লেখ করা হয়েছে। তবে এখানে আর একটু বিস্তৃত ব্যাখ্যা দেয়া যেতে পারে। সহিষ্ণুতা—আমরা জানি মরফিন প্রমুখ মাদকগুলি নিম্নলিখিত ক্রিয়া করে ঃ শ্বাসতন্ত্র অবদমন, বেদনাহরণ, প্রশান্তি দান, বমি করানো এবং আনন্দিতভাব সৃষ্টি করা। চিকিৎসাশাস্ত্র অনুমোদিত মাত্রায় মাঝে মাঝে ব্যবহার করলে মাত্রা না বাড়িয়েও বহুদিন পর্যন্ত মরফিন থেকে এ ফল পাওয়া সম্ভব। কিন্তু যদি কেউ তীব্র উত্তেজনা কিংবা স্বপ্নালু ঔদাসীন্য সৃষ্টির জন্য ঘন ঘন এ মাদক ব্যবহার করেন তাহলে তাঁকে অনবরত মাদকের মাত্রা বাড়াতে হবে। অর্থাৎ কম বেশী অবিচ্ছিন্ন ভাবে মাদক ব্যবহার করলে মাদকে সহিষ্ণুতা সৃষ্টি হয়। এইভাবে সহিষ্ণু কিছু কিছু নেশাগ্রস্ত বিরাট পরিমাণ মাদক সহ্য করতে পারেন। একজন মাদকাসক্ত আড়াই ঘণ্টায় ২০০০ মিলিগ্রাম (চিকিৎসার্থ মাত্রা—১০ মিঃগ্রাঃ মরফিন শিরাপথে গ্রহণ

করলেও তার নাড়ীর গতি, রক্তের চাপ কিংবা নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের হার অপরিবর্তিত থাকতে পারে।

মাদকাসক্তের এই ক্ষমতাকে আমরা নাম দিয়েছি সহিষ্ণুতা (tolerance)। অবশ্য সহিষ্ণু নেশাগ্রস্তদের সাধারণের তুলনায় মাদকের মারণমাত্রা বেশী হলেও—তার অস্তিত্ব থাকে।

অর্থাৎ বেশী হলেও তাদের ক্ষেত্রে সবসময়ই এমন একটি মাত্রার অস্তিত্ব থাকে যে মাত্রা অতিক্রম করলে শ্বাসযন্ত্র অবদমিত হবার ফলে মৃত্যু হতে পারে।

তবে একটা কথা জানা উচিৎ ঃ মাদকের সব রকম ক্রিয়ায় একসঙ্গে সহিষ্ণুতা সৃষ্টি হয় না।

হিরোইনে আনন্দদায়ক প্রশান্তির ক্ষেত্রে কিন্তু দেখা যায় এক কিংবা দুসপ্তাহের ভিতরেই নিয়মিত মাদক গ্রহণকারীর এ বোধ পেতে হলে মাদকের মাত্রা বাড়াতে হয়।

বলা যেতে পারে সময় কিংবা পরিমাণের তারতম্য হলেও আফিঙ, মরফিন প্রমুখ সমস্ত মাদক সম্পর্কেই এ তথ্য সত্য।

তাছাড়া, অনেক সময় দেখা যায় এই মাদকগুলির একটিতে সহিষ্ণুতা সৃষ্টি হলে এ গোষ্ঠীর অন্য মাদকগুলিতেও সহিষ্ণুতা আসতে পারে। অন্য মাদকের ক্ষেত্রে গুণগত কিংবা পরিমাণগত পার্থক্য থাকলেও সহিষ্ণুতার অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না।

মাদকবিরতি সম্পূর্ণ হবার পর প্রায়ই সহিষ্ণুতাও অদৃশ্য হয়। এই অবস্থায় মাদকাসক্ত যদি তার আগের মাত্রায় মাদক গ্রহণ করে তাহলে তার মৃত্যু হতে পারে। নেশা-গ্রস্তদের মৃত্যুর এও একটা কারণ।

সংক্ষেপে বলা যায় কোনো মাদকাসক্ত যদি তার মাদকের মাত্রা বাড়াতে থাকে তাহলে চিকিৎসকরা সন্দেহ করবে রোগীর মাদকের প্রতি দৈহিক নির্ভরতা জন্মেছে।

দেবু ঃ আফিঙ, মরফিন প্রমুখ মাদকের বিরতিলক্ষণ এক্ষেত্রে আর একবার বললে আমাদের বুঝতে সুবিধা হবে।

বদ্যি ঃ বিরতিলক্ষণগুলিকে আমরা দুভাগে ভাগ করি। উদ্দেশ্যমুখী এবং উদ্দেশ্যহীন।

দেবু ঃ উদ্দেশ্যমুখী লক্ষণ বলতে আপনি কি বোঝাতে চাইছেন? কি উদ্দেশ্যে এরা এই ধরণের বিরতিলক্ষণ প্রকাশ করে?

বদ্যি ঃ মাদকাসক্তের উদ্দেশ্য একটিই : যে কোনো উপায়ে মাদক সংগ্রহ করা। সেইজন্য এ লক্ষণগুলি নির্ভর করে দর্শকের উপস্থিতি এবং পরিবেশের উপর।

হিরোইনে আসক্তদের চিকিৎসার সময় তাদের এমন একটা হাসপাতালে রাখা হয় যেখানে মাদক কোনক্রমেই প্রবেশ করতে পারে না।

দেবু ঃ সিগারেটও না?

বদ্যি ঃ না—তামাককে কোনো রূপেই সেখানে প্রবেশ করতে দেয়া হয় না। তবে পরিমিত পরিমাণে চা, কফি দেয়া হয়। এই অবস্থায় তারা নানারকম অসুবিধা নিয়ে

নালিশ জানাতে থাকে। হতে পারে সে অসুবিধা পরিবেশ সম্পর্কীয় আবার হতে পারে —সে অসুবিধা দেহ সম্পর্কীয়।

দেবু ঃ কি রকম লক্ষণ হতে পারে ?

বদ্যি ঃ হতে পারে নানা রকম। তবে পর্যবেক্ষক এবং পরিবেশের পরিবর্তন সাপেক্ষ লক্ষণগুলিরও পরিবর্তন হয়।

দেবু ঃ কিছু উল্লেখ করবেন ?

বদ্যি ঃ নানারকম অনুরোধ, উপরোধ, ভান কৌশল, নালিশ, দাবী ইত্যাদি। আসলে এগুলি নির্ভর করে নেশাগ্রস্তদের কল্পনার বিস্তারের উপর। এগুলির উদ্দেশ্য ঃ যে কোনো উপায়ে মাদক সংগ্রহ করা। তবে যখন বুঝতে পারে, হাসপাতালে মাদক সংগ্রহ অসম্ভব তখন এদের অত্যাচার কমতে থাকে।

দেবু ঃ বিরতির সময় উদ্দেশ্যবিহীন আচরণ কি রকম হয় ?

বদ্যি ঃ এ আচরণগুলি সাধারণত পরিবেশ এবং পর্যবেক্ষক নিরপেক্ষ। এগুলি সুরু হয় মরফিন, হিরোইন প্রমুখ মাদকগুলির ক্ষেত্রে শেষ বার মাদক গ্রহণের আট থেকে বার ঘণ্টা পর।

রোগী বার বার হাই তোলে আর ঘামতে থাকে। তার নাক চোখ দিয়ে জল ঝরে। প্রায় বারো চৌদ্দ ঘণ্টা পর রোগী ছটফট করতে করতে এক ধরনের অস্থির ঘুমে আচ্ছন্ন হয়। এ ঘুম কয়েক ঘণ্টাও চলতে পারে কিন্তু ঘুম যখন ভাঙে রোগী তখন আরও অস্থির এবং চঞ্চল। মাদক বিরতি অবস্থা আর একটু অগ্রসর হলে অন্যান্য লক্ষণও প্রকাশ পায়।

দেবু ঃ যেমন ?

বদ্যি ঃ চোখের তারারন্ধ্রের আকার বৃদ্ধি, ক্ষুধামান্দ্য, গায়ের চামড়া কুঁচকে যাওয়া (gooseflesh) অস্থিরতা, কম্পন এবং উত্তেজনা।

দেবু ঃ এরকম অবস্থা কতক্ষণ থাকে ?

বদ্যি ঃ হিরোইন, মরফিন প্রমুখ মাদকের ক্ষেত্রে উদ্দেশ্যবিহীন লক্ষণগুলি আটচল্লিশ থেকে বাহাত্তর ঘণ্টার ভিতরে চরমে পৌঁছায়। রোগী তখন অনেক বেশী উত্তেজনাপ্রবণ এবং প্রায় নিদ্রাহীন এবং ক্ষুধাহীন। প্রবল হাঁচি এবং হাই তোলা আরও বাড়ে। নাক চোখ দিয়ে অঝোরে জল ঝরে। রোগীর দুর্বলতা এবং বিষাদ বৃদ্ধি পায়। তাছাড়া গা বমি বমি করতে পারে এবং বমি হতে পারে। এই সময় খুব পেট কামড়ায় আর দাস্ত হয়। কখনো শীত করে আবার কখনো সর্বাঙ্গ লাল হয়ে প্রচুর ঘাম ঝরতে থাকে। এ সময় রোমাঞ্চ হয়ে টেউয়ের মত চামড়া কোঁচকায়। নেশাগ্রস্তরা এ অবস্থার নাম দিয়েছে টার্কি কিংবা কোল্ড টার্কি (Cold turkey)। তাছাড়া হয় ঃ পেট কামড়ানো, হাতের, গায়ের আর পিঠের মাংসপেশীতে প্রচণ্ড ব্যথা। এ অবস্থার বৈশিষ্ট্য ঃ অনেক রোগী জোরে জোরে হাত পা ছোঁড়ে। নেশাগ্রস্তদের অনেকের ধারণা, এইভাবে লাথি মেরে তারা নেশার অভ্যাসকে বিদায় করছে। এ অবস্থায় পুরুষের বীর্যপাত এবং মেয়েদের রাগমোচন (Orgasm) হতে পারে।

আগে বলা হয়েছে মরফিন প্রমুখ মাদক শ্বাসতন্ত্র অবদমন করে। নেশার বিরতির সময় নিশ্বাস প্রশ্বাস দ্রুততর হয়।

এ অবস্থা কাটিয়ে উঠতে সাত থেকে দশ দিন লাগে। কিন্তু রোগের শেষ সেখানেই নয়। এর পরেও অনেকের মাসের পর মাস শারীরিক এবং মানসিক নানারকম অসুস্থতা থাকতে পারে।

নেশামুক্তদের আবার নেশা সুরু করার এও একটা কারণ।

দেবু ঃ মাদক বিরতির ফলে কি মৃত্যু হতে পারে ?

বিদ্যা ঃ নিশ্চয়ই। এই উপমহাদেশে চিকিৎসার কোনো বন্দোবস্তই নেই। মাদকাসক্তি কিংবা মাদকবিরতি বিপদজনক ব্যাধি, মারাত্মক ব্যাধি। এদেশে আপনি মৃত্যু এড়াবেন কি করে ? তবে সব মৃত্যুর জন্য শুধু বিরতি লক্ষণই দায়ী নয়।

দেবু ঃ তাহলে মাদক সংশ্লিষ্ট অন্য কি কি কারণে মৃত্যু হতে পারে বলতে পারেন ?

বিদ্যা ঃ একদিকে রয়েছে মাদকের মাত্রাধিক্য, যক্ষা, জন্ডিস ইত্যাদি নানারকম সংক্রামক ব্যাধি অন্যদিকে রয়েছে খুন, আত্মহত্যা এবং আকস্মিক দুর্ঘটনায় মৃত্যু এছাড়াও কারণ রয়েছে বহু।

দেবু ঃ খুন ? হিরোইনের সঙ্গে খুনের কি সম্পর্ক ?

বিদ্যা ঃ তাত্ত্বিক ব্যাখ্যার চাইতে দু একটা বাস্তব ঘটনা বোধহয় ব্যাপারটাকে সহজবোধ করতে পারে।

দেবু ঃ বলুন ?

বিদ্যা ঃ শরৎ রায় পড়ত ক্লাস ইলেভেনে। বন্ধুদের সঙ্গে মাঝে মাঝে সিগারেট খেত। হঠাৎ একদিন শরৎ আবিষ্কার করল বন্ধু বসন্ত পালের দেয়া সিগারেট না খেলে ওর খারাপ লাগে। আসলে সেদিন ছিল রবিবার। সোমবার থেকে শনিবার অবধি রোজ স্কুলে দেখা হয়েছে বসন্তের সঙ্গে। বসন্ত রোজই ওকে সিগারেট খাইয়েছে। সোমবার একটা সিগারেট দিয়ে সুরু হয়েছিল, বাড়তে বাড়তে শনিবারে তিনটিতে পেঁছেছে।

রবিবার স্কুল ছুটি। বসন্তের সঙ্গে দেখা হবে না। অথচ বসন্তের সিগারেট ছাড়া ওর চলবে না, সারা দেহ মন যেন ওই সিগারেটের জন্য হাহাকার করছে। পাড়ার দোকান থেকে একই মার্কার সিগারেট—অন্য মার্কার সিগারেট সমস্তই খেয়ে দেখল। কোনো সুবিধা হল না! শেষে বেলা এগারটায় ছুটল বসন্ত পালের বাড়ী। বসন্ত একটা সিগারেটের দাম চাইল পাঁচ টাকা। শরৎ রাগ করে বাড়ী চলে এল। সিগারেটই আর জীবনে খাবে না। একটা সিগারেটের দাম পাঁচ টাকা ? মামদোবাজি ? কিন্তু বিকেল হবার আগেই সুরু হল অসহ্য কষ্ট, তখন বাধ্য হয়ে ছুটতে হোল বন্ধুর বাড়ী।

এমনি চলল দিনের পর দিন। সিগারেটের সংখ্যা কমে না—বরং বাড়ে। দৈনিক তিনটে থেকে বাড়াতে বাড়াতে শরৎ দৈনিক দশটায় পেঁছাল।

বসন্তের কাছে যেন সিগারেটের খনি, কেউ চাইলেই একটা বার করে দিত। প্রথম প্রথম ওই সিগারেট যারা সুরু করত তাদের কাছে বসন্ত পয়সা নিত না—কিন্তু দু চারদিন বাদে খদ্দেরের অভ্যাস হয়ে গেলেই বসন্ত পয়সা চাইত। বিনি পয়সায় একটি সিগারেটও ছাড়ত না।

শরতের সমস্যা দাঁড়াল টাকা।

বাড়ী থেকে চেয়ে চিন্তে, মিথ্যা কথা বলে কিছু দিন পাওয়া গেল। কিন্তু কয়েক-দিন বাদে সে পথও বন্ধ।

এদিকে নেশা বন্ধ হয় না। এ নেশা যেন কুকুরের গলার বকলেশ আর শিকলের মত মানুষকে বেঁধে রাখে। ছাড়াতে গেলেই গলা চেপে ধরবে। বেশী জোর করলে মেরেও ফেলতে পারে।

এখানে সেখানে ধার কর্জ করে কিছু দিন চলল। তারপর সে পথও বন্ধ হল। শোধ না দিলে ধার পাওয়া যায় না।

এর ভিতরে শরতের খানিকটা বুদ্ধি পাকল। আসলে ওটা হিরোইন। বাজারে নাম ব্রাউন সুগার। নেশাখোররা বলে স্ম্যাক। পাইকারী দামে অনেক সস্তায় পাওয়া যায় কয়েক জায়গায়।

অনেক জায়গায় পাওয়া যায় টাকা ছাড়াও। জামা কাপড়, শাড়ী, ব্লাউজ সোবর বদলেই ব্রাউন সুগার মেলে, মেলে ইস্কুলের বইয়ের বদলেও।

শরৎ এমনিভাবে নামতে লাগল ধাপে ধাপে। বন্ধুদের বই নিয়ে ফেরৎ না দেয়াতে বন্ধ হল ইস্কুল যাওয়া, তাছাড়া নেশা করে ইস্কুল যাওয়াও যায় না।

বার বার ও ভেবেছে স্ম্যাক আর খাবে না। নেশা সংগ্রহ করা বড় কষ্ট কিন্তু বন্ধ করা আরও কষ্ট। আট ন' ঘন্টা নেশা না করলে যে যন্ত্রণা হয় তাকেই বোধ হয় বলে যমযন্ত্রণা।

মায়ের সিল্কের শাড়ী চুরি হল, চুরি হল বাবার কাশ্মীরী শাল, বাড়ীর দরজা খোলা রইল শরতের জন্য কিন্তু বন্ধ হল চুরির রাস্তা। সবাই সাবধান, সবাই সন্দেহ করে শরৎকে—মাটা বোকার মত ভাঁ ভাঁ করে কাঁদে।

শরৎ আবার ভাবল স্ম্যাক্ আর খাবে না। কিন্তু গলায় বকলেস বেঁধে হিরোইন ওকে আটকে রেখেছে কুকুরের মত ছাড়বে কি করে?

তখন ও জড়িয়ে পড়ল হিরোইনের ব্যবসায়ে—। পথটা দেখিয়েছিল স্কুলের বন্ধু বসন্ত। ব্যবসাটা বেআইনী কিন্তু নেশার খরচটা এসে যাবে এই ছিল ভরসা।

দেবু ঃ কিন্তু এই নেশাগ্রস্ত অবস্থায় কি বে-আইনী মাদকের ব্যবসা ও চলাতে পারত?

বদ্যি ঃ জানি না?

দেবু ঃ জানেন না?

বদ্যি ঃ কি করে জানব ? ওর শেষ খবর জি, টি রোডের ধারে। লাশটা পেয়েছিল পুলিশ। কয়েকটা আঘাতের চিহ্ন ছিল গায়ে। বাপ মা লাশ সনাক্ত করেছিলেন।

দেবু ঃ খুন ?

বদ্যি ঃ বলতে পারি না। পোস্ট মর্টেম রিপোর্ট দেখি নি। এই অপঘাত মৃত্যুর কারণ হতে পারে অনেক রকম, চোরাকারবারীদের ভিতর বখরা নিয়ে মারামারির কথা মনে পড়ে প্রথম। টাকির ভয়ে স্ন্যাকের পয়সার ধান্ধায় চুরি ডাকাতি করতে গিয়ে ধরা পড়ে মার খাওয়াও বিচিত্র নয়—নেশাখোর লোক গাড়ী চাপা পড়েও মরতে পারে—মরেও হামেশা।

দেবু ঃ যদি গাড়ী চাপা পড়াটা দুর্ঘটনা না হয় ?

বদ্যি ঃ আশ্চর্য কিছু নয়। ইদানীং কিছু কিছু নেশাগ্রস্তের আত্মহত্যার খবর আসছে। একদিকে টাকির অসহনীয় যন্ত্রণা অন্যদিকে মাদক কেনার অর্থের অভাব। অনেকের কাছে মনে হয় এই উভয় সংকট থেকে বাঁচার রাস্তা মৃত্যু।

দেবু ঃ আপনি বলেছিলেন মাত্রাধিক্যে মৃত্যু হয়। সে ব্যাপারটা কিন্তু ভাল করে বুঝলাম না।

বদ্যি ঃ মাদক বিরতির কিছুদিন পর নেশাগ্রস্ত ব্যক্তি আগেকার মত বেশী মাত্রায় হিরোইন নিলে মৃত্যু হতে পারে একথা আগেই বলা হয়েছে।

আর এক রকম মৃত্যুর কারণ নেশাগ্রস্ত ঘোলাটে মাথায় মাদকের পরিমাণ কিংবা প্রয়োজনের পরিমাণ বুঝতে না পারা।

দেবু ঃ নেশাগ্রস্তের জীবনের কেন্দ্রবিন্দু নেশা। নেশা করতে সে ভুল করে না অথচ ভুল করবে মাত্রা নিয়ে ?

বদ্যি ঃ একটা ঘটনা ঃ

মহাদেও প্রসাদ রাই-এর বাড়ী বারানসী জেলায়। চোরাকারবারীদের কাছ থেকে হিরোইন নিয়ে সিগারেটের সঙ্গে টানতো। দিন দুই হ'ল নেশা ভাল হচ্ছিল না, সেদিন কোত্থেকে কিছু মোটা টাকা মিলেছিল, হিরোইনও কিনেছিল এক সঙ্গে অনেকটা, বেচারা পর পর দুতিনটে হিরোইনের সিগারেট টানল কিন্তু নেশা ঠিকমত হল না। তখন সে ভীষণ রেগে নস্যির মত দু নাকে অনেকটা হিরোইন গুঁজে জোর দুখানা টান দিল। দিয়ে বলল, 'আঃ এবার নেশা হয়েছে।'

একটু বাদে সে ঘুমিয়ে পড়ল আরামে, আর জাগল না।

দেবু ঃ আপনি ভেজালের কথা বলছিলেন। মাদকে ভেজাল দিলে তার ক্রিয়া কম হবে। কিন্তু লোকটা মরবে কেন ?

বদ্যি ঃ কারণটা খুব সহজ।

এক গ্রাম হিরোইনের দাম যদি একশো টাকা হয় তাহলে তার সঙ্গে আর একগ্রাম গ্লুকোজ ভেজাল দিলে মোট দাম দাঁড়াবে দুশো টাকা।

কিন্তু নেশাখোর যদি বুঝতে পারে এ হিরোইনে তেমন তার নেই তাহলে খদ্দের

ভেগে যেতে পারে। ব্যবসা বাঁচানোর জন্য তখন হিরোইনে একটা সস্তা বিষ মেশাতে হয়।

দেবু ঃ মেশাতে হয়। কিন্তু মেশায় কি ?

বদ্যি ঃ আমেরিকাতে হাইড্রোসায়ানিক এ্যাসিডের বিষক্রিয়ায় হিরোইন আসক্তরা মাঝে মাঝে মারা যায়।

এদেশে অবশ্য ওই বিষ ব্যবহারের কথা শুনিনি। তবে স্বল্প বিষাক্ত অন্য গরল তারা ব্যবহার করে বলে মনে হয়।

দেবু ঃ হিরোইন আসক্তের মৃত্যু আর কিভাবে হতে পারে ?

বদ্যি ঃ দেখুন এ নেশা সুরু করার অর্থ জীবনের স্বপক্ষে সংগ্রাম থেকে অপসরণ এবং শেষ পর্যন্ত পক্ষ পরিবর্তন করে জীবনের বিপক্ষে অস্ত্র ধারণ করা। মৃত্যুই তার সপক্ষ।

দেবু ঃ এরা কি খুব হিংস্র হয় ?

বদ্যি ঃ মোটেই নয়। আফিঙ হিরোইন প্রমুখ মাদকসেবীরা সাধারণত অত্যন্ত নিরীহ। তবে বিরতিলক্ষণ দেখা দিলে মাদকের জন্য তারা চুরি ডাকাতি ইত্যাদি সবরকম অপরাধই করতে পারে।

দেবু ঃ হিরোইন আসক্তদের মৃত্যুর আশংকার কোনো পরিসংখ্যান আছে ?

বদ্যি ঃ এদেশে কোনো পরিসংখ্যান আছে বলে আমার জানা নেই, তবে বিদেশী কিছু কিছু পরিসংখ্যান পাওয়া যায়।

দেবু ঃ দু' একটা বলবেন।

বদ্যি ঃ খাতাটা খুলুন—দেখুন আমার টোক্ রয়েছে। পেয়েছেন ? এবার পড়ুন।

দেবু ঃ আফিঙে আসক্তদের বিশেষ করে হিরোইনে আসক্তদের সম্ভাব্য আয়ু সাধারণের চাইতে অনেক কম। পরিসংখ্যানে দেখা যায় বয়স্কদের ক্ষেত্রে মৃত্যুর আশংকা সাধারণের চাইতে দু'তিন গুণ বেশী কিন্তু তরুণ বয়স্ক নেশাগ্রস্তদের ভিতরে এ আশংকা সাধারণের চাইতে প্রায় কুড়ি গুণ বেশী। আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রে নগরবাসী নেশাগ্রস্তদের নরহত্যার শিকার হওয়া এবং এই ভাবে মারা যাওয়া অতি সাধারণ ঘটনা। ১৯৬৯ সালে লন্ডনের একটি মাদকাসক্ত-চিকিৎসা কেন্দ্রে ১২৮ জনের একটি দল হিরোইনের ব্যবস্থাপত্র নিতে আসত। এদের নিয়ে দশ বছর একটা সমীক্ষা চালানো হয়। এঁদের ভিতরে ছিলেন তিরানব্বুই জন পুরুষ এবং পঁয়ত্রিশ জন স্ত্রীলোক। সপ্তম বছরে দেখা যায় শতকরা বারোজনের মৃত্যু হয়েছে, দশম বছরে মৃত্যু হয়েছে শতকরা পনের জনের। এদের ভিতরে চৌদ্দজন পুরুষ এবং চারজন স্ত্রীলোক।

আটজন নেশাগ্রস্তের মৃত্যু হয় মাদকের মাত্রাধিক্যে, চারজন মারা যায় ইউরিসিমা রোগে, একজন যায় ব্রাঙ্কোনিউমোনিয়াতে, তিনজন শিকার হয় দুর্ঘটনার এবং বাকি তিন জনের ক্ষেত্রে করোনার রায় দিয়েছিলেন ঃ মৃত্যুর কারণ শুধুমাত্র মাদকাসক্তি। বৃটিশ চিকিৎসাগারগুলিতে এদের মৃত্যুর আশংকা সাধারণের চাইতে কুড়ি গুণ বেশী।

আত্মঘাতের আশংকা সাধারণের তিনগুণ। এদের মৃত্যুর আর একটি কারণ আফিঙ ঘটিত মাদকের সঙ্গে মদ কিংবা অন্য মাদক ব্যবহার।

বদ্যি ঃ আমাদের দেশের কোনো পরিসংখ্যান যদিও আমাদের জানা নেই, তবুও কল্পনায় আপনি খানিকটা জানতে পারবেন।

এদেশে মাদকাসক্তের কোনো চিকিৎসার বন্দোবস্ত নেই, না আছে বিশেষজ্ঞ ডাক্তার, না আছে হাসপাতাল। মৃত্যুর কারণ নিয়ে কোনো করোনার মাথা ঘামায় না। অন্যদিকে হিংসা আর নরহত্যা ক্রমবর্ধমান। আসলে এদেশের জনসংখ্যার অধিকাংশের মত এ হতভাগাদের সাহায্য করার কেউ নেই।

এদেশে যে নেশাগ্রস্ত সে রোগী নয় সে একটি ঘৃণ্য অপরাধী।

সুতরাং, পরিসংখ্যান ছাড়াই বলা যায় এদের মৃত্যুর মুখ্য কারণ নেশা। গৌণ কারণের তালিকা দীর্ঘ। চিকিৎসাশাস্ত্রের পাঠ্যপুস্তকের রোগের তালিকা থেকে সে তালিকার দৈর্ঘ্যের পার্থক্য সামান্য।

দেবু ঃ এ রোগের কোনো চিকিৎসা আছে কি ?

বদ্যি ঃ আছে বই কি ? তবে প্রশ্নটা সাফল্যের।

দেবু ঃ কেন ?

বদ্যি ঃ অন্যান্য নেশার চিকিৎসার মত হিরোইন তথা আফিঙ, মরফিন প্রমুখ মাদকাশক্তির চিকিৎসাকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। ব্যক্তিগতভাবে রোগীর চিকিৎসা এবং সমাজের চিকিৎসা।

শেষেরটি প্রথমটির পরিপূরক। অথচ সেটারই কোনো সম্ভাবনা দেখছি না।

দেবু ঃ রোগীকে আপনাদের কাছে নিয়ে এলে আপনারা কি করেন ?

বদ্যি ঃ আমাদের প্রথম কাজ ঃ

(১) দেহে মাদক প্রবেশ বন্ধ করা ;

(২) মাদকবিরতিলক্ষণের চিকিৎসা।

একাজ সাধারণত সুরক্ষিত হাসপাতালেই করা হয়। সুরক্ষিত শব্দের অর্থ যে হাসপাতালে মাদক প্রবেশ করতে পারবে না এবং যে হাসপাতাল থেকে রোগী পালাতে পারবে না। বিরতিলক্ষণ শুধু কষ্ট দায়কই নয়, বিপদজনকও বটে। এ চিকিৎসার জন্য চাই অভিজ্ঞ চিকিৎসক এবং উপযুক্ত হাসপাতাল।

বিরতিলক্ষণের চিকিৎসার জন্য ব্যবহার করা হয় নানারকম বেদনাহর এবং প্রশান্তি-দায়ক ওষুধ। কিন্তু মুস্কিল হল, এই রোগীরা প্রায়ই নির্ভরশীল হয়ে পড়ে ওই বেদনানাশক এবং প্রশান্তিদায়ক ওষুধে।

দেবু ঃ এ সমস্যার সমাধান কি ?

বদ্যি ঃ আজকাল দেখা যায় আকুপাংচার করলে ওষুধ কম ব্যবহার করে বিরতি লক্ষণের চিকিৎসা করা সম্ভব, সেক্ষেত্রে সমস্যা অনেক সহজ হয়ে যায়।

দেবু ঃ বিরতি লক্ষণের চিকিৎসায় কতদিন লাগে ?

বদ্যি ঃ তিন থেকে পাঁচ সপ্তাহ।

দেবু ঃ তারপর কি করেন ?

বদ্যি ঃ এ রোগীদের অনেকেরই নানারকম মানসিক অসুস্থতা থাকে। বিরতিলক্ষণ যাবার পর আমরা চেষ্টা করি রোগগুলি নির্ণয় করতে, সম্ভব হলে আমরা সে লক্ষণগুলিরও চিকিৎসা সুরু করি।

দেবু ঃ এ চিকিৎসায় মাদকাসক্তদের কতটা লাভ হয় ?

বদ্যি ঃ নেশার হাত থেকে সাময়িক মুক্তি তারা পায়, হয়ত কিছুদিনের জন্য জীবন রক্ষাও হয়।

কিন্তু নেশার প্রতি এদের মানসিক আকর্ষন থাকে বহুদিন, হয়ত আজীবন, হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে তারা আগের পরিবেশেই প্রবেশ করে। সে পরিবেশ তাদের আকর্ষণ করে নেশার দিকে।

দেবু ঃ তাহলে ?

বদ্যি ঃ এর চাইতে ভাল কিছু করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়, তাছাড়া এই ব্যয়বহুল চিকিৎসা শুধুমাত্র বিত্তশালীদের পক্ষেই করা সম্ভব।

এদেশে মাদক সহজপ্রাপ্য। পরিবেশও অনুকূল। এখানে চিকিৎসকের ক্ষমতা সীমিত।

দেবু ঃ কিন্তু আমাদের চাইতে অনেক ধনী দেশেও নেশার অস্তিত্ব রয়েছে, তারা কি করে ?

বদ্যি ঃ ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগোষ্ঠীর দু'একটি নিয়ে আলোচনাই বোধ হয় আপনার প্রশ্নের যথার্থ উত্তর।

প্রথম আলোচনা করা যাক বৃটেনের পরিস্থিতি।

(১) সেখানেও মাদক আমাদের দেশের মতই সহজপ্রাপ্য। চোরাকারবারী এবং পুলিশের চোর পুলিশ খেলা সেখানেও হয় কিন্তু আসক্তদের মাদক পেতে কোনো অসুবিধা নেই।

(২) বৃটেনের পরিবেশও অনুকুল চা, কফি, তামাক, মদ, ইত্যাদি প্রতিটি মাদকেই ওদের সামাজিক অনুমোদন রয়েছে।

(৩) আফিঙ প্রমুখ মাদককে রাসায়নিক অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করে সাম্রাজ্য বিস্তারের চেষ্টা প্রথম বৃটেনই করেছিল এবং অনেকটা সাফল্যও হয়েছিল তাদের। সুতরাং নীতিবোধের বালাই ওদের নেই। কোনো সম্পদ শিকারীর সে বালাই থাকা সম্ভবও নয়।

(৪) বৃটেন ধনী ঃ একথার অর্থ এই নয় যে সে দেশের সবাই ধনী। বেকার, দরিদ্র, আশাহীন মানুষের কোনো অভাব নেই বৃটেনে।

(৫) মাদক বিহীন সমাজ তারা চায়না—সাধারণের সুস্থ চেতনা তাদের সমাজ ব্যবস্থার পক্ষে অনুকূলও নয়।

কিন্তু রাজনৈতিক কারণে মাদকের অপব্যবহার তারা একটা সীমার ভিতরে রাখতে চায়।

সুতরাং, মাদক ব্যক্তি কিংবা সমাজজীবন থেকে সম্পূর্ণ দূর করা সম্ভব কিংবা প্রয়োজন এ কথা তারা বিশ্বাস করে না।

এই পরিপ্রেক্ষিতে তাদের আফিঙ, হিরোইন প্রমুখ মাদক দমনের প্রচেষ্টার পর্যালোচনা করা যাক। তাঁদের মত ঃ—

(১) হিরোইন কিংবা মরফিন ব্যবহারে কোনো আপত্তি নেই। আপত্তি তাদের অসামাজিক এবং সমাজবিরোধী আচরণে।

(২) তাদের অসামাজিক এবং সমাজ বিরোধী আচরণের কারণ এগুলি সংগ্রহ করতে হয় চোরাকারবারীদের কাছ থেকে। ফলে, এগুলির দাম হয় অস্বাভাবিক বেশী। তাছাড়া ভেজাল মাদকে স্বাস্থ্যের আরো গুরুতর ক্ষতি হতে পারে। আইনী উপায়ে মাদক পাওয়া গেলে বে-আইনী মাদক ব্যবসায় উঠে যাবে।

দেবু ঃ সে কি কথা ? সমস্ত মদ্যপায়ী দেশেই আইনী মদের ব্যবস্থা রয়েছে। তাই বলে কি চোরাই মদের কারবার কোথাও বন্ধ হয়েছে ?

বদ্যি ঃ যে মত গুলি আমি প্রকাশ করছি সেগুলি আমার নিজস্ব মত নয়। আমি ব্যাখ্যাতা মাত্র।

এই মত অনুসারে গ্রেট ব্রিটেনের আইন অনুযায়ী যে কোনো ডাক্তার একজন রোগীকে নেশাগ্রস্ত ঘোষণা করতে পারতেন এবং তাকে হিরোইনের ব্যবস্থাপত্রও দিতে পারতেন। অর্থাৎ নেশাগ্রস্ত হবার এবং আইনত মাদক সংগ্রহ করার গণতান্ত্রিক অধিকার বৃটিশ সরকার স্বীকার করেন।

দেবু ঃ এ বিধির ফল ?

বদ্যি ঃ সুফল কিছু হয়নি। কোনো সুফল হওয়া সম্ভব বলেও মনে হয় না।

দেবু ঃ কেন ?

বদ্যি ঃ আফিঙ হিরোইন প্রমুখ মাদকে সহিষ্ণুতা সৃষ্টির কথা আগেই বলেছি। তার ফলে মাদকাসক্তদের প্রয়োজনের পরিমাণ বাড়তেই থাকে। চিকিৎসকরা কিন্তু সে পরিমাণের ব্যবস্থাপত্র দিতে পারেন না।

তাছাড়া, যে লোক নেশা করে গোটা জীবনকেই বেহিসাবী করেছে সে নেশার হিসাব কি করে রাখবে ?

দেবু ঃ বৃটেনের অনুকূল পরিবেশ বলতে কি আপনি শুধুমাত্র সামাজিক অনুমোদনই বোঝাতে চাইছেন ?

বদ্যি ঃ তা কেন ? এসব দেশে অর্থ এবং বিত্তই সামাজিক অবস্থানের নির্দেশক। অর্থাগমের উপায় নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। অন্যদিকে দরিদ্র এবং বেকারের অভাব নেই। সুতরাং মাদকের চোরাকারবারী এবং চোরাবাজারের অসুবিধা হবার কথা নয়।

দেবু ঃ এখন কি, সাধারণ ডাক্তারদের হিরোইনের ব্যবস্থাপত্র দেবার অধিকার কেড়ে নেয়া হয়েছে ?

বদ্যি ঃ প্রায়। হিরোইনের ব্যবস্থাপত্র লেখার অধিকার এখন রয়েছে কয়েকটি বিশেষ চিকিৎসা কেন্দ্রের।

বৃটেনে আর একটি চিকিৎসা পদ্ধতি মিথাডোন প্রয়োগ।

দেবু ঃ মিথাডোন ?

বদ্যি ঃ পূর্ণ সংশ্লেষিত ভেষজ মিথাডোনের কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। মাদকাসক্তির চিকিৎসায় এর প্রয়োগ ঃ

(১) বিরতি লক্ষণ দমনে।

(২) হিরোইন, মরফিন ইত্যাদির বিকল্প মাদকরূপে।

দেবু ঃ বিকল্প মাদকরূপে ব্যবহারে সুবিধা কি ?

বদ্যি ঃ আগে ধারণা ছিল মিথাডোনে সহিষ্ণুতা সৃষ্টি হয় না। তাছাড়া এ ভেষজ মুখে খেলেও কাজ হয়।

দেবু ঃ সত্যিই কি মিথাডোনে সহিষ্ণুতা কিংবা আসক্তি হয় না ?

বদ্যি ঃ হয় বৈকি ? আমেরিকাতে এখন মিথাডোন আসক্তের সংখ্যা আশি হাজারের বেশী।

দেবু ঃ তাহলে ?

বদ্যি ঃ পাশ্চাত্য চিকিৎসকরা মাদক ছাড়া জীবন বোধহয় কল্পনা করতে পারেন না। তাইতে তারা চেষ্টা করেন বেছে নিতে মন্দের ভাল। স্বাভাবিক জীবনযাত্রার জন্য প্রয়োজনীয় নিম্নতম ক্ষমতা নিয়েও যদি নেশাগ্রস্তরা বেঁচে থাকতে পারে তাহলে সেটাই লাভ।

দেবু ঃ আমাদের দেশে কি মিথাডোন ব্যবহার হয় ?

বদ্যি ঃ হয় বলে আমার জানা নেই।

দেবু ঃ এ ছাড়া আর কি ব্যবস্থা আছে মাদকাসক্তি দমনের জন্য ?

বদ্যি ঃ ১৭২৯ সালে চীন প্রথম মাদক নিয়ন্ত্রণ আইন প্রণয়ন করে। এখন এ ধরণের আইন প্রায় সর্বত্রই হয়েছে। শাস্তিও কঠিন। মৃত্যুদন্ড থেকে সুরু করে দীর্ঘ কারাবাস, লক্ষ লক্ষ টাকা জরিমানা ইত্যাদি শাস্তির ব্যবস্থা আছে। কিন্তু ধনতান্ত্রিক জগতে এ সমস্যা বাড়ছে, কমছে না।

দেবু ঃ কোনো বিশেষ হাসপাতালে রেখে চিকিৎসার বন্দোবস্ত নেই ?

বদ্যি ঃ হ্যাঁ, সে চেষ্টা হয়েছে। এবং এখনো হয়। হাসপাতালে আটকে রাখা, সাইকোথেরাপী (Psycho-therapy) সুরক্ষিত আশ্রমে শিক্ষা, শিক্ষা এবং কর্মজীবন ইত্যাদি নানারকম প্রচেষ্টা হয়েছে। আমেরিকাতে নেশার সমস্যা সবচাইতে গুরুতর। চিকিৎসা এবং কর্মজীবনের ভিত্তিতে সাধারণ সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন নেশাগ্রস্তের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমাজ গঠন করে চিকিৎসা এবং সুস্থ জীবনের প্রচেষ্টা আমেরিকায় খুবই বেশী হয়েছে।

আমি জানি, এখনও যুক্তরাষ্ট্রে চিকিৎসার্থে এরকম গোষ্ঠীর সংখ্যা তিনশোর চাইতে বেশী।

দেবু ঃ এই চিকিৎসা প্রচেষ্টায় কোনো ফল হয় নি ?

বদ্যি ঃ ব্যক্তিগতভাবে বহু রোগী নিশ্চয়ই উপকৃত হয়েছেন সন্দেহ নেই। তবে সামাজিক অবস্থা এবং সাম্রাজ্য বিস্তার প্রচেষ্টার ফলে ওদের সমাজ থেকে নেশা দূর করা প্রায় অসম্ভব। এখন আফিঙ হিরোইন প্রমুখ মাদকের সঙ্গে জুটেছে কোকেন। সত্যিই ওরা এখন মাদকাহত। সুতরাং গোটা সমাজের দিক থেকে কোনো উপকার হয় নি।

তবে আমরা চিকিৎসকরা একটা প্রাণ বাঁচালেও খুশী হই।

আমাদের মত দরিদ্র দেশে কিন্তু সে সুযোগও নেই। আশিকোটি লোকের জন্য কোনো ব্যবস্থা প্রায় নেই বললেই চলে।

দেবু ঃ সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন সম্পর্কে কি আপনি একেবারেই নিরাশ ?

বদ্যি ঃ না, একেবারে নিরাশ হলে যুদ্ধ করব কি করে ? তবে বাস্তব অবস্থার বর্ণনা করলাম মাত্র। বাস্তবকে অস্বীকার করে কোনো লাভ নেই। মাদক এবং যুদ্ধাস্ত্র মানুষের একই শত্রুর এপিঠ ওপিঠ। আমরা জানি সামাজিক গঠনের আমূল পরিবর্তন না করলে এ শত্রুকে জব্দ করা যাবে না। কিন্তু তাই বলে আমরা শান্তির স্বপক্ষে সংগ্রাম ত্যাগ করব কি ?

দেবু ঃ এবার আমার প্রশ্ন ঃ আপনি বার বার আফিঙকে সাম্রাজ্যবাদের অস্ত্রাগারের প্রথম রাসায়নিক অস্ত্র বলছেন কেন ?

বদ্যি ঃ এ তথ্যকে দুভাগ করা যায়। প্রথমতঃ, আফিঙঘটিত মাদক রাসায়নিক অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করা হয় কিনা এবং ব্যবহার করা হয়ে থাকলে এ অস্ত্রই সাম্রাজ্যবাদের প্রথম রাসায়নিক অস্ত্র কিনা ?

রাসায়নিক অস্ত্র হিসাবে ব্যবহারের একটা আধুনিক দৃষ্টান্ত দিলে বোধহয় তথ্যটা আপনি বিশ্বাস করবেন। ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময় আমেরিকার যুবশক্তি যখন যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আন্দোলনে উত্তাল তখন আমেরিকার গোয়েন্দা বিভাগ সুপরিকল্পিত ভাবে কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে হিরোইনের নেশা বিস্তার করার চেষ্টা করে।

দেবু ঃ তাতে কোনো ফল হয়েছে কি ?

বদ্যি ঃ হয়েছে বৈকি ? দেশের প্রতিবাদে আমেরিকা যুদ্ধ বন্ধ করে নি। ভিয়েতনামে যুদ্ধ বন্ধ হয়েছে তখনই যখন এই হিংস্র দস্যুদের ভিয়েতনামের জনগন যুদ্ধে পরাস্ত করেছে। অর্থাৎ প্রতিবাদ কখনোই এমন স্তরে উঠতে দেয়া হয়নি যে স্তরে আমেরিকা নিজেই যুদ্ধ বন্ধ করতে বাধ্য হয়।

কিন্তু এই প্রতিবাদের খেসারৎ দিতে হয়েছে আমেরিকান যুবশক্তির। যুদ্ধের শেষে আমেরিকায় হিরোইন আসক্তের সংখ্যা ছিল পাঁচ লক্ষের বেশী।

এক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদের প্রতিআক্রমণের মূল অস্ত্র ছিল আফিঙ ঘটিত মাদক হিরোইন।

দেবু ঃ আপনার দ্বিতীয় বক্তব্য ঃ—সাম্রাজ্যবাদের প্রথম রাসায়নিক অস্ত্র আফিঙ সে সম্পর্কে কিছু বলবেন ?

বদ্যি ঃ গল্পটা তাহলে সুরু করতে হয় তিন চারশ বছর আগে থেকে। সপ্তদশ শতাব্দীতে চীনে মিং রাজত্বের অবসান হয় এবং মাঞ্চু চিং বংশ ক্ষমতা দখল করে। এদের আমলের প্রথম দিকে চীনে শিল্প, বাণিজ্য এবং সংস্কৃতির প্রভূত উন্নতি হয়। তখন পৃথিবীতে তিনটি চীনা পণ্যের বাজার ছিল একচেটিয়া ঃ রেশম, চীনামাটি আর চা। এ ছাড়াও চীনের রপ্তানীযোগ্য পণ্যের অভাব ছিল না। চায়ের একটি বিশেষত্ব মানসিক নির্ভরতা সৃষ্টি।

দেবু ঃ চায়ে কি কোনো দৈহিক নির্ভরতা হয় না ?

বদ্যি ঃ হয় বইকি ? তবে চায়ের দৈহিক নির্ভরতালক্ষণের তীব্রতা এত অল্প যে তার গুরুত্ব খুবই কম। এর আগে আমি বলেছি সভ্যতার উন্মেষের আগে থাকতেই মানুষ কিছু কিছু মাদক ব্যবহার করতে শিখেছে। এই মাদকগুলিকে আবার দুভাগে ভাগ করা যায়। সামান্য এবং বিশেষ। সামান্য ঃ জীবের শক্তির প্রধান উৎস শ্বেতসার। শ্বেতসার থেকে মদ তৈরী করা অত্যন্ত সহজ। খোলা জায়গায় ভেজা শ্বেতসার রেখে দিলে বিনা চেষ্টাতেই শ্বেতসার বিকৃত হয় এবং তার খানিকটা অংশ মদে রূপান্তরিত হয়।

এইজন্য মদ্যপানকে মানব সভ্যতার সামান্য লক্ষণ বলা যেতে পারে।

দেবু ঃ তাহলে আপনি মদ্য পানের এত বিরোধী কেন ?

বদ্যি ঃ সভ্য মানুষ ক্রমোন্নতির চেষ্টা করবে না ? আদিম মানুষ জঙ্গলে থাকত, উলঙ্গ থাকত, এখনো কি তাই থাকতে হবে ? হ্যাঁ, বলছিলাম মাদকের কথা। অনেক গোষ্ঠীতে আবার বিশেষ বিশেষ মাদকের বিকাশ হয়েছে।

দেবু ঃ যেমন ?

বদ্যি ঃ আমেরিকার আদিম অধিবাসীদের ছিল তামাক আর কোকা পাতা, আমাদের দেশে ছিল গাঁজা, ভাঙ আর সিদ্ধি। তেমনি চীনে ছিল চা। ঘটনাচক্রে মৃদু উত্তেজক হিসাবে চায়ের কোনো তুলনা নেই। বিশেষ করে চীনা চায়ের।

দেবু ঃ চীনা চা ?

বদ্যি ঃ অর্থাৎ গরম জলে সামান্য চা পাতা ফেলে সেই গরম জলটা আস্তে আস্তে খাওয়া। অষ্টাদশ শতাব্দীর আগে থেকেই ইউরোপীয়রা চায়ে অভ্যস্ত হতে থাকে। তাছাড়া ধনীদের লোভ ছিল চীনামাটি আর রেশমে। কিন্তু এগুলি কিনতে নগদ টাকার প্রয়োজন। তখনকার দিনে নগদ টাকার অর্থ ছিল সোনা রূপা ইত্যাদি মূল্যবান ধাতু।

চীনারা নিজেদের এমন কোনো অভাব বোধ করত না যে অভাব পূরণ করে

ইউরোপীয় বণিকরা চা, রেশম ইত্যাদি কিনতে পারে। অর্থাৎ ইউরোপীয়দের কাছে চীনের সঙ্গে বাণিজ্য ছিল অবশ্য প্রয়োজনীয়। চীনা পণ্য ছাড়া তাদের চলত না, বিশেষ করে, চা ছাড়া। অন্যদিকে চীনের বহির্বাণিজ্যের বিশেষ কোনো প্রয়োজন ছিল না। কিছু দরকার ছিল না তাদের আমদানীর। কোনো ঔৎসুক্য ছিল না রপ্তানীর।

দেবু ঃ ব্যাপারটা আমাদের কাছে অদ্ভুত। এমন কি, অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে। সত্যিই কি চীন এরকম স্বয়ং সম্পূর্ণ সমৃদ্ধ দেশ ছিল ?

বৌদ্য ঃ আমাদের কাছে যে তথ্য আছে সেগুলি কিন্তু আমার বক্তব্যকে সমর্থন করে।

দেবু ঃ যেমন ?

বৌদ্য ঃ সপ্তদশ শতাব্দীর শেষে চীন রাশিয়া থেকে প্রধানত আমদানী করতো পশম, লোম-ওয়ালা পশুচর্ম, সোনা এবং রুপা। ১৮৩০ থেকে ১৮৪০ এই দশকে দেখা যাচ্ছে চীন কিছু কিছু রুশ বস্ত্র আমদানী করত।

দেবু ঃ এরা এত সোনারুপা আমদানী করত কেন ?

বৌদ্য ঃ এর কারণ একটাই হতে পারে। বিদেশীরা নিশ্চয়ই চীনা পণ্য চাইত অথচ চীনাদের এমন কোনো প্রয়োজন ছিল না যার জন্য তাদের বিদেশীদের দ্বারস্থ হতে হয়। সুতরাং বিদেশীরা চীনাদের কাছে তাদের ঋণ শোধ করত সোনা রুপা দিয়ে। তখনকার চীনের অবস্থা সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে হলে ওই বড় খাতাটা খুলুন আমার কিছু কিছু টোক্‌ পাবেন।

দেবু ঃ মিং যুগের শেষে এবং মাঞ্চু চিং সাম্রাজ্যের উৎকর্ষের যুগে চীনে কৃষি, শিল্প এবং বাণিজ্যের অভূতপূর্ব উন্নতি হয়। বস্ত্রশিল্পের উৎপাদনপদ্ধতি প্রায় আধুনিক কারখানা ভিত্তিক শিল্পোদ্যমের দ্বারপ্রান্তে এসে পৌঁছেছিল।

১৬৮৪ সালের ভিতরে মাঞ্চু চিং সাম্রাজ্য সুসংগঠিত হয়। তখন থেকেই চীনের বৈদেশিক বাণিজ্য বাড়তে থাকে। কিন্তু তারও একশ দেড়শ বছর আগে থেকে ইউরোপীয় সশস্ত্র নৌবাহিনী সপ্তসমুদ্র ভ্রমণ করতে সুরু করেছে। এদের বাণিজ্য প্রচেষ্টাকে চীনারা প্রথম থেকেই সন্দেহের চোখে দেখেছে। তারই ফলশ্রুতি ছিল ক্যান্টন আইন। এই আইন অনুসারে কোনো বিদেশী বাণিজ্য জাহাজ ক্যান্টন ছাড়া অন্য কোনো চীনা বন্দরে প্রবেশ করতে পারত না। অথচ মিং যুগের শেষে এবং চিং যুগের প্রথমে ইউরোপ এবং আমেরিকা থেকে চীনে রুপো এসেছে ২০০,০০০,০০০ টিলেরও বেশী। জাপান থেকে এসেছে আরও ২০০,০০০,০০০ টিল। এছাড়া এসেছে বার্মা ভিয়েতনাম ইত্যাদি অন্যান্য দেশ থেকে। এক টিল প্রায় ১⅓ আউন্স অর্থাৎ ৪০ গ্রাম, বাংলা চার ভরির কাছাকাছি। ইউরোপ সম্পদ শিকারের সন্ধানে বিশ্বপরিক্রমা সুরু করে অনেক আগে থেকেই। পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে তাদের এ গতি নানাভাবে বাড়তে থাকে। ১৬০০ খৃষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ডে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হয় এবং রাজকীয় সনদ লাভ করে।

দেবু ঃ রাজকীয় সনদ ব্যাপারটা কি ?

বদ্যি ঃ এই সনদ অনুসারে ইংল্যান্ডের রাজার প্রজাদের ভিতরে একমাত্র এই কোম্পানীই পূর্ব দেশ এবং ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য করতে পারত।

এছাড়া এই ধরনের বাণিজ্য আর কেউ করলে সে হ'ত আইনত দণ্ডনীয়।

এই কোম্পানী তথা ইউরোপীয় অন্যান্য দেশের এই জাতীয় কোম্পানীগুলির বাণিজ্য পোতগুলি থাকতো অস্ত্র সজ্জিত। সে অস্ত্র আত্মরক্ষা এবং আক্রমন উভয় কর্মের জন্যই ব্যবহার করা সম্ভব হত।

এই জাতীয় কোম্পানীগুলির সঙ্গে তাদের নিজস্ব দেশীয় সামরিক বাহিনীর সমর্থন এবং যোগাযোগ থাকত।

দেবু ঃ কি রকম যোগাযোগ ?

বদ্যি ঃ এ যোগাযোগের বহুরূপ ছিল। ওলন্দাজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর যোগাযোগ ছিল প্রত্যক্ষ। অর্থাৎ এই তথাকথিত বাণিজ্য পোতগুলি ছিল প্রত্যক্ষভাবে রাজকীয় নৌসৈন্যবাহিনীর অংশ।

এরাই ইন্দোনেশিয়াতে ওলন্দাজ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। পরে যখন আমেরিকানরা বাণিজ্য করত তখন তারা প্রয়োজন হলে রাষ্ট্রীয় নৌ এবং সেনাবাহিনীর সাহায্য নিতে পারত।

বৃটিশ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সঙ্গে রাজকীয় বাহিনীর সম্পর্ক ছিল এ দুয়ের মাঝামাঝি।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আর একটি বিশেষত্ব ছিল এদের কর্মচারীরা কোম্পানীর কাছ থেকে হয় কোনো মাইনেই পেত না, নয়তো নামমাত্র মাইনেতে তারা কাজ করত। তাদের প্রধান আয়ের বন্দোবস্ত করতে হত নিজেদের উদ্যোগে। সেজন্য একদিকে এই কোম্পানী সুযোগ পেলে প্রত্যক্ষ লুণ্ঠন করত আবার অন্যদিকে তাদের কর্মচারীরা সুযোগ পেলেই নিজেদের স্বার্থে এবং ব্যক্তিগত লাভের জন্য চুরি ডাকাতি করত।

দেবু ঃ এরকম কোনো ঘটনার দৃষ্টান্ত আছে কি ?

বদ্যি ঃ প্রচুর। একটা ঘটনা উল্লেখ করা যেতে পারে।

১৬৮৬ থেকে ১৬৯০ এই ক'বছর স্যার জোসুয়া চাইল্ডের অনুপ্রেরণায় ইংরাজরা ভারতে প্রত্যক্ষ লুণ্ঠন সুরু করে। সম্রাট ঔরঙ্গজেবের তখন প্রবল প্রতাপ। তবে এই দস্যুতা দমন করার জন্য তাঁকেও সেনাবাহিনী প্রেরণ করতে হয়েছিল।

দেবু ঃ কিন্তু প্রত্যক্ষ বাণিজ্যে ওদের অসুবিধা কি ছিল ?

বদ্যি ঃ ভারত চীন ইত্যাদি সমৃদ্ধ সুসভ্য দেশের সঙ্গে বাণিজ্য করতে গেলে কোনো কিছুর বিনিময়ে তাদের ভারতীয় কিংবা চীনা পণ্য সংগ্রহ করতে হত। কিন্তু ইউরোপের তখন বিনিময়যোগ্য কোনো পণ্য ছিল না।

ইতিহাসে দেখতে পাই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী প্রতিষ্ঠার প্রায় পনের বছর পর এরা চীনে বাণিজ্য সুরু করে। কিন্তু তখনই তারা ভারত কিংবা পারস্য থেকে চীনে আফিঙ

রপ্তানী করত কি না সে সম্পর্কে কোনো উল্লেখ আমি পাইনি। তবে ইতিহাসের গতি এবং ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্যের পরিমাণ এবং অভিমুখ দেখে মনে হয় ১৬১৫ সালের কাছাকাছি কোনো সময় থেকে তারা চীনে আফিঙের চোরাচালান সুরু করে।

দেবু ঃ কি রকম ?

বদি ঃ ১৭০৬ সাল থেকে ১৭৫০ সালের ভিতরে ব্রিটিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর চীন থেকে চা আমদানীর পরিমাণ ৫৪,০০০ পাউন্ড থেকে বেড়ে ২৩,০০,০০০ পাউন্ড ছাড়িয়ে যায়। অথচ ইংল্যান্ড থেকে রুপা রপ্তানী তখন নিষিদ্ধ। ভারত এবং চীন থেকে বৃটেনে সুতী এবং সিল্ক রপ্তানী কোম্পানীর একটা লাভজনক ব্যবসা ছিল। কিন্তু ১৭০০ সাল থেকে ব্রিটেনে এশিয়া থেকে রেশম এবং ছাপা কিংবা রঙ করা সুতী বস্ত্র রপ্তানী নিষিদ্ধ হয়।

অথচ আমদানী তাদের বাড়ছে। এ আমদানীতে বিনিময় মূল্য কোম্পানীকে যোগাড় করতেই হত।

দেবু ঃ দাঁড়ান, আমি একটু চেষ্টা করি তদানীন্তত ব্রিটিশ তথা ইউরোপীয় বণিকদের সমস্যাগুলির তালিকা করতে।

বদি ঃ করুন।

দেবু ঃ কয়েক শতাব্দীর চেষ্টায় ইউরোপের চায়ের নেশা ধরেছে। তাছাড়া ধনীদের তখন প্রয়োজন, রেশম, চীনামাটির বাসন ইত্যাদি।

চীনের এমন কোনো অভাব ছিল না যে অভাব পূরণ করে তার বিনিময়ে প্রাপ্ত অর্থ দিয়ে চীন থেকে আমদানী করা পণ্যের দাম মিটানো যেতে পারে। সুতরাং তখন ইংরাজ তথা ইউরোপীয়দের প্রয়োজন ছিল চীনে এমন বস্তুর অভাব সৃষ্টি করা যে বস্তুর অভাবে সে বস্তুতে অভ্যস্তরা ন্যায়, নীতি, বিচারবুদ্ধি ইত্যাদি মানবিক গুণ স্বচ্ছন্দেই বিসর্জন দিতে পারে।

ব্রিটিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী তথা অন্যান্য ইউরোপীয় সম্পদ শিকারীদের কাছে মনে হয়েছিল এক্ষেত্রে চীনের জন্য সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত পদার্থ আফিঙ।

বদি ঃ হ্যাঁ, আপনার সংক্ষিপ্তসারের সঙ্গে আমার সম্পূর্ণ মতৈক্য রয়েছে তবে আমি এর সঙ্গে আরও কিছু যোগ করতে চাই।

দেবু ঃ বলুন ?

বদি ঃ তখনকার দিনে বৃটেন তথা ইউরোপের নবোত্থিত আগ্রাসী ধনতন্ত্রের প্রয়োজন ছিল বাজারের এবং সেই বাজারের জন্য প্রয়োজন নতুন অভাব সৃষ্টি করা এবং সমৃদ্ধ দেশের অর্থনীতিতে বিশৃংখলা সৃষ্টি করা।

দেবু ঃ বুঝলাম। আপনি কিন্তু মাদক প্রসারের তিনটি কারণ উল্লেখ করেছেন। সামাজিক পরিবেশ, বন্ধুবান্ধবের প্রভাব এবং মাদকপ্রাপ্তির সম্ভাবনা। আমি মেনে নিলাম ব্যক্তি এবং শ্রেণী স্বার্থে শ্বেতাঙ্গ সম্পদশিকারীরা চীনে চোরাপথে আফিঙ

সরবরাহ করেছে। কিন্তু সামাজিক পরিবেশ এবং বন্ধুবান্ধবের প্রভাব সম্পর্কে আপনি কিছু বলেন নি।

বিদ্যা ঃ ওই বইটাতে আমি কিছু কিছু দাগ দিয়ে রেখেছি। আপনি দেখতে পারেন।

দেবু ঃ পড়ি ঃ

মাঞ্চু চিং বংশের রাজত্ব কালে গুরুত্বপূর্ণ পুঁজি নিয়োগকারীরা সবাই ছিলেন সরকারী কর্মচারী। তাঁরা কেউই নিজেদের নাম প্রকাশ করতেন না। চিং যুগের বৃহৎ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলি সরকারী আমলা শ্রেণীর সঙ্গে যুক্ত থাকত এবং সেগুলি পরিচালনায় ছিল সরকারী সহায়তা এবং সমর্থন। আমলাতন্ত্র এবং অন্যান্য উচ্চ শ্রেণীর রাজনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক প্রয়োজনই ছিল তাদের প্রধান বিচার্য বিষয়। ফলে শিল্পক্ষেত্রে যৌক্তিক দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাহত হয়েছে। উদাহরণ ঃ ইয়াং চুর (Yang Chou) লবণ ব্যবসায়ীরা চিং বাণিজ্য নীতির সব চাইতে উৎসাহী সমর্থক ছিলেন। তখনকার দিনের শিল্পী এবং পণ্ডিতদের তাঁরা সাহায্য করেছেন।

চিয়েন লুং (Chein lung) সম্রাট (১৭৩৫-৯৬) দক্ষিণ পূর্বের শহরগুলি পরিদর্শন করতে আসতেন। এই বণিকরা তখন প্রভূত অর্থব্যয় করতেন শুধু সম্রাটকে স্বাগত জানাতে।

কৃষি—মিং বংশের রাজত্বকালের শেষ দিকে হুনানই ছিল প্রধান ধান্য উৎপাদনকারী প্রদেশ। মধ্য চিং যুগে ঝেচুয়ান (Swechwan), কোয়াংসি (Kwangsi) এবং তাইওয়ান (Taiwan) এই তিনটি প্রদেশ ধান্য উৎপাদনে একই রকম গুরুত্ব লাভ করে। স্বল্প উৎপাদনকারী জমিগুলিতে প্রসার লাভ করে গম এবং যব চাষ। আমেরিকা থেকে আগত ভুট্টা, মিষ্টি আলু এবং চীনাবাদাম চাষ বিস্তারের ফলে মধ্য এবং দক্ষিণ চীনের পাহাড়ী জমিগুলি কৃষি ভূমিতে পরিণত হয়। চা, তুলা, তামাক ইত্যাদি বাণিজ্যিক ফসলের চাষ বিরাট ভাবে বিস্তার লাভ করে। উত্তর চীনে বৃহৎ ভূস্বামীর সংখ্যা ছিল অল্প কিন্তু মধ্য চীনে ভূমি ক্রমশই মুষ্টিমেয় কয়েকজন ভূস্বামীর হাতে কেন্দ্রীভূত হতে থাকে। চাষীদের ভিতরে জমি চাষের জন্য প্রতিযোগিতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কৃষক শোষণও ক্রমশ বাড়ে। অভাবগ্রস্ত চাষীদের শোষণে এগিয়ে আসে সুদখোর মহাজনরাও। চিয়েন লুঙ যুগের শেষদিকে তারা খাজনা কমানো এবং খাজনা মকুবের জন্য আন্দোলন সুরু করে।

বাণিজ্যের প্রসারের ফলে দেশের অর্থনীতিতে মুদ্রার প্রভাব বাড়তে থাকে। তার ফল হয় ক্রমশ মূল্যবৃদ্ধি। অষ্টাদশ শতকের শেষে চাল এবং তুলার দাম বাড়ে পাঁচ গুণ।

এদিকে জনসংখ্যা তখন বেড়ে চলেছে দ্রুতহারে। দরিদ্র, ক্ষুধার্ত চাষীরা তখন চীন সাম্রাজ্যের পরিত্যক্ত অহল্যাভূমিতে ছড়িয়ে পড়ছে। এইভাবেই চীনা বসতি

বিস্তার লাভ করে মাঞ্চুরিয়া, তাইওয়ান, পূর্ব কোয়ান্টুং, হাইনান, ঝে চুয়ান, পশ্চিম রূপের মালভূমি হান হো অববাহিকা এবং দক্ষিণ শেনশীতে।

এই নব অভিবাসীদের জীবনে অনিশ্চিতি ক্রমশ বাড়তে থাকে।

বদ্যি ঃ আপনার কি মনে হয় না যে মাদক প্রসারের পক্ষে এ পরিবেশ ছিল আদর্শ ?

দেবু ঃ পরের কারণ আপনি উল্লেখ করেছিলেন সমগোত্রীয় বন্ধুবান্ধবের প্রভাব।

বদ্যি ঃ ইতিহাস বলে ষোড়শ শতাব্দীর ভিতরে আমেরিকার আদিম অধিবাসীদের ধূমপানের অভ্যাস সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে। এর ভিতরে চীনের পরিচয় হয়েছিল আফিঙের সঙ্গে। তারা তামাকের মত আফিঙের ধূমপান করতে শিখলেন। এরই নাম আমরা দিয়েছি চণ্ডু। আমরা দেখেছি চিং বংশের শাসনকালের শেষের দিকে শাসক বণিক শ্রেণীর ভিতরে অলস বিত্তভোগীরাই সংখ্যাগুরু।

অন্যদিকে ক্ষুধার্ত ভূমিহীন চাষীরা তখন সামান্য অন্নের সন্ধানে ছড়িয়ে পড়ছে চীনের অনুর্বর অহল্যাভূমিতে।

প্রথম গোষ্ঠী চণ্ডু খেত অলস জীবনের অবসর বিনোদনের জন্য আর দ্বিতীয় শ্রেণী চণ্ডু খেত অসহনীয় জীবনযন্ত্রণা থেকে সাময়িক নিষ্কৃতির জন্য।

প্রথম গোষ্ঠীর নিশ্চিত আরাম আর দ্বিতীয় গোষ্ঠীর সাময়িক নিষ্কৃতি জনসাধারণের ভিতর মহামারীর রূপ গ্রহণ করতে পারে।

সমগোত্রীয় বন্ধু বান্ধবের এই প্রভাব হতে পারে ভয়াবহ।

এইবার আমার প্রশ্ন, এই পশ্চাৎপটের সঙ্গে আধুনিক ভারত তথা বহুদেশের অবস্থার যথেষ্ট মিল লক্ষ্য করেছেন কি ?

দেবু ঃ লক্ষ্য করেছি। হয়ত এদেশে মাদক মহামারীর সঙ্গে তার একটা কার্য কারণ সম্পর্কও বর্তমান।

বদ্যি ঃ আর একটি সংবাদ পাই, আমেরিকান যুক্ত রাষ্ট্রে মাদক প্রসার এবং আন্তর্জাতিক দুর্দশা বিস্তারের সম্পর্ক সম্বন্ধে। আমেরিকায় রেলপথ নির্মাণের জন্য দরিদ্র চীনা শ্রমিক নিয়ে যাওয়া হয়। তারা তাদের সঙ্গে চণ্ডুর অভ্যাসও নিয়ে যায়। তাদের দুর্দশার সঙ্গে যুক্ত হয় গৃহযুদ্ধে দুর্দশাগ্রস্ত আমেরিকান সৈন্যরা। তারাও অভ্যস্ত হয় আফিঙ প্রমুখ মাদকে।

আমেরিকায় মাদক প্রসারের বহু কারণের ভিতর এ দুটো কারণের গুরুত্ব কম নয়।

দেবু ঃ আপনি বলছেন ১৬১৫ সালে থেকেই ব্রিটিশ সম্পদ শিকারীরা চীনে চোরাকারবার সুরু করে এবং আপনার ধারণা ব্রিটিশ চোরাকারবারীদের পণ্যের ভিতরে আফিঙও ছিল। কিন্তু সে সময় প্রবল প্রতাপ মোগল সম্রাট ভারতে এবং মিং সম্রাট চীনে রাজত্ব করছে, তখনো কি তারা সাম্রাজ্য বিস্তার করছে ?

বদ্যি ঃ না, তখন তারা নিম্নস্তরের সম্পদ শিকারী মাত্র। সম্পদ শিকারীরা একটা বিশেষ স্তরে উন্নীত হলেই শুধু সাম্রাজ্য বিস্তারের চেষ্টা করে। তবে তখনকার

প্রচেষ্টাকে ব্রিটিশের সাম্রাজ্য বিস্তারের প্রচেষ্টার গৌরচন্দ্রিকা বলতে পারেন। এর পরের ঘটনাগুলি দাগ দেওয়া আছে ওই বইটাতে পড়তে পারেন।

দেবু ঃ পড়ি। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে চীনের সঙ্গে বাণিজ্য বৃটিশের অনুকূলে ছিল না। বৃটিশের প্রচেষ্টা তখন ছিল চীনে আফিং রপ্তানী করা এবং তার বিনিময় মূল্যে নিজেদের প্রয়োজনীয় চা রেশম ইত্যাদি পণ্য চীন থেকে আমদানী করা। বৃটিশের এই আফিঙ রপ্তানীর প্রচেষ্টাই উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে চীন বৃটিশ সংঘর্ষের কারণ। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম থেকেই বৃটিশরা চীনে স্বল্প পরিমাণ আফিঙের চোরাচালান করছিল। ১৭৭৯ সালে বৃটিশ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারতের আফিঙ ব্যবসায়ের একচেটিয়া অধিকার লাভ করে (পলাশীর যুদ্ধ—১৭৫৭ সাল)। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনস্থ ভারত সরকার সতেরশো আশীর দশক থেকেই চীনে বে-আইনী আফিঙ ব্যবসায় সুরু করে।

দেবু ঃ বে-আইনী কেন ? তখনকার দিনে কি কোনো মাদক বিরোধী আইন ছিল ? এর আগে আপনি বলেছেন বৃটেনে যে কোনো লোক ব্যবস্থাপত্র ছাড়াই দোকান থেকে আফিঙ ঘটিত মাদক কিনতে পারত।

বদ্যি ঃ হ্যাঁ, ছিল। আমি যতদূর জানি পৃথিবীতে প্রথম মাদক বিরোধী আইন প্রণীত হয় চীনে ১৭২৯ সালে। ১৮১৯ সাল থেকেই চীনে বে-আইনী আফিঙ রপ্তানী দ্রুত বাড়ে। ফলে চীন থেকে রূপা বেরিয়ে যেতে থাকে অত্যন্ত বেশী। চীনের পক্ষে এর আর্থিক এবং সামাজিক ফল হয় ভয়াবহ। পিকিং সরকার বার বার এ ব্যবসায়ের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা জারী করেন। কিন্তু কোনো লাভ হয় না।

দেবু ঃ কেন বলুন তো ?

বদ্যি ঃ ইতিহাসবিদরাই এর কারণ ভাল করে ব্যাখ্যা করতে পারবেন। তবে কয়েকটি কারণ আমার মনে আসে। পণ্ডিতরা আমার মত সমর্থন করবেন কিনা বলতে পারি না।

প্রথম কারণ হতে পারে : চীনা সরকার এই ইউরোপীয় চোরাকারবারীদের সামান্য চোরাকারবারী ভেবেছিলেন। এরা যে আইনত সংগঠিত একটি তথাকথিত সভ্যদেশের সরকারের রাজনৈতিক সমর্থনপুষ্ট এবং সর্বাত্মক সামরিক শক্তির ছত্রছায়ায় ক্রিয়াশীল এ তথ্য বোধ হয় পিকিং সরকার বুঝতে পারে নি।

দ্বিতীয় কারণ হতে পারে : সামন্ততান্ত্রিক মাঞ্চু কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাদেশিক সরকারের উপরে প্রয়োজনীয় প্রাধান্য ছিল না।

তৃতীয় কারণ হতে পারে : চীনের বিত্ত এবং ক্ষমতাশালী শ্রেণীর একটি অংশ সপ্তদশ শতকের প্রথম দিক থেকেই দুটি নেশায় আসক্ত হয় :

(১) বে-আইনী আফিঙের নেশা।

(২) বে-আইনী আফিঙ ব্যবসায় থেকে বিনাশ্রমে সহজ প্রাপ্য অস্বাভাবিক লাভের নেশা।

এই লাভ কিন্তু ষোলআনা বেআইনী ছিল না। তার কারণ মাঞ্চু চিঙ বংশের শেষ দিকে আইনত আমদানী শুল্ক ধার্য করার অধিকার কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে থাকলেও কার্যত শুল্ক ধার্য করত প্রাদেশিক সরকার। এরকম অবস্থা অন্য অনেক সামন্ততান্ত্রিক সাম্রাজ্যেও ছিল।

প্রায় দু'শ বছরের চেষ্টার ফলে আফিঙের ধোঁয়া এবং চোরাকারবারের লাভের নেশায় ক্যান্টনের প্রাদেশিক কর্তারা তখন বীর্যহীন।

দেবু ঃ প্রধান আসামী তাহলে পচনশীল মাঞ্চু সামন্ততন্ত্র।

বদ্যি ঃ পচনশীল সামন্ততন্ত্র এবং চেতনার বিকৃতির সাহায্যে সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন এগুলি পরস্পরের পরিপূরক। এদের ভিতর প্রধান অপ্রধান বিচার সম্ভব নয়। বিচারশালায় একটি হত্যাকারী যদি আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য যুক্তি দেখায় ঃ হত ব্যক্তি অসাবধান এবং দুর্বল ছিল সেইজন্য সে হত্যাকারীর হাতে নিহত হয়েছে। তাহলে কোনো সভ্য দেশের বিচারক কি তাকে মুক্তি দেবে ?

দেবু ঃ আমি পড়ি ঃ

উনবিংশ শতাব্দীর সুরু থেকে দেশীয় বণিকরাই আফিঙের এই চোরাচালানের বাহন হয়ে দাঁড়ায়। শুধুমাত্র কোম্পানীর লাইসেন্স বলেই এদের অন্তঃএশীয় বাণিজ্য পরিচালনা করতে দেয়া হোত। কোম্পানীর রক্ষণাবেক্ষণ ছাড়াও নিজেদের স্বার্থে তারা আফিঙের বাজার অনুশীলন করত। চীনের আফিঙ সম্পর্কীয় নিষেধাজ্ঞা তারা গ্রাহ্য করত না। তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল যেন তেন প্রকারেণ অর্থোপার্জন করা।

আচ্ছা এদেরই কি মুৎসুদ্দি ধনপতি বলে ?

বদ্যি ঃ শুধু এরাই নয় তাদের চীনা সহযোগীরাও ছিল মুৎসুদ্দি ধনপতি।

দেবু ঃ বেশ পড়ি ঃ

১৮৩৪ সালে বৃটিশ পার্লিয়ামেন্ট ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকার রদ করেন এবং উইলিয়াম জন নেপিয়ারকে চীনে বৃটিশ অধ্যক্ষ নিয়োগ করেন। চীনা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তিনি আলোচনা করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সে আলোচনা ফলপ্রসূ হয় নি। কারণ তাঁর পদ্ধতি ছিল চিরাচরিত চীনা রীতি বিরুদ্ধ।

কেন বলুন তো ?

বদ্যি ঃ চীনারা কোনো বিদেশীকেই তাদের সমকক্ষ মনে করত না।

যে কোনো বিদেশীর সম্রাট কিংবা তাঁর প্রতিনিধির সঙ্গে দেখা করতে হলে কর স্বরূপ উপঢৌকন সঙ্গে নিয়ে কুর্নিশ করে দেখা করতে হত। তার কারণ তাঁদের দৃষ্টিতে চীনা সম্রাটই ছিলেন পৃথিবীর একমাত্র সম্রাট। বিদেশীরা সবাই করদাতা বর্বর।

দেবু ঃ এটা তো অন্যায়।

বদ্যি ঃ সব সময় নয়। চীনারা ইংরাজ, ইউরোপীয় কিংবা কোনো আমেরিকানের দরজায় বাণিজ্য প্রার্থী হয়ে যায় নি। তারাই বাণিজ্য প্রার্থী হয়ে গিয়েছিল চীনে। চীনা রীতি অপছন্দ হলে তাদের না যাওয়াই উচিত ছিল।

দেবু ঃ পড়ি ঃ

১৮৩৬ সালে পিকিঙে আফিঙ নিয়ন্ত্রণ শিথিল করার সপক্ষে যথেষ্ট জনমত ছিল। কিন্তু সম্রাট তাও কুয়াঙ (Tao Quang) লিন যে যু (Lin tse tsu) নামে এক দেশপ্রেমিককে আফিঙ বিরোধী অভিযানের দায়িত্ব অর্পণ করেন। লিন শুধু দেশ-প্রেমিকই ছিলেন না, ছিলেন প্রায় চরমপন্থী।

১৮৩৯ সালের মার্চ মাসে তিনি ক্যাণ্টনে পেঁছান এবং কুড়ি হাজার বাক্সেরও বেশী আফিঙ বাজেয়াপ্ত করে সমুদ্রের জলে ফেলে দেন। বৃটেন এবং চীনের ভিতরে যুদ্ধ সুরু হয় সেপ্টেম্বর মাসে।

মাঞ্চু সম্রাটের অধীনে এরকম দেশ প্রেমিক কর্মচারী ছিলেন ?

বদ্যি ঃ মানবতার শত্রুদের কাছে সব চাইতে বড় সমস্যা এটাই, শত চেষ্টাতেও সমগ্র মানব সমাজ থেকে শুভবুদ্ধি লুপ্ত করা যায় না। আমার মনে হয় এই অদ্ভুত চরিত্রের মানুষটি সম্পর্কে আর একটু জানলে মন্দ হয় না।

দেবু ঃ বেশ।

বদ্যি ঃ দেখুন তো—প্রথম তাকের শেষ বইটাতে বোধ হয় পাবেন।

দেবু ঃ পড়ি ঃ

লিন যে যু (১৭৭৫-১৮৫০) বিখ্যাত চীনা পণ্ডিত এবং মাঞ্চু সম্রাটের একজন প্রধান রাজপুরুষ। লিনের অভিপ্রায় ছিল সনাতন চীনা চিন্তাধারা এবং প্রতিষ্ঠানগুলির পুনরুজ্জীবন. এ আন্দোলনের নাম 'আত্মশক্তি বর্ধন' আন্দোলন। বাবা ছিলেন দরিদ্র শিক্ষক। কিন্তু তিনি বহু কষ্টে লিনকে সনাতন চিন্তাধারা এবং কনফুসীয় চিরায়ত সাহিত্যে শিক্ষা দিয়েছিলেন। ১৮১১ সালের পর থেকেই তিনি মাঞ্চু সম্রাটের অধীনে কাজ শুরু করেন। তাঁর পদোন্নতি হয় দ্রুত। লিন বিচারক-এর পদেও কিছুদিন কাজ করেন। জনসাধারণ তাঁর বিদ্যা এবং বিচার বুদ্ধির জন্য তখন তাঁর নাম দেন 'নির্মল আকাশ লিন'।

এই নির্মল আকাশের তীক্ষ্ণতা প্রকাশ পায় আফিঙ সংকটের সময় অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীর ত্রিশ দশকে।

ব্রিটিশ এবং চীনা চোরাকারবারীদের আফিঙের ব্যবসায়ে মাঞ্চু সম্রাট তাও কুয়াং শঙ্কিত হয়ে ওঠেন। শুধুমাত্র নৈতিক কারণেই তিনি শঙ্কিত হন নি। চোরাপথে আফিঙ চালান করলেও চীনের নিজস্ব রূপা বেরিয়ে যেত। ফলে আর্থিক ক্ষতি হোত সাম্রাজ্যের।

অথচ ১৬১৫ সালের পর থেকে আফিঙের চোরা আমদানীর ফলে চীনের শাসক-শ্রেণীর মানসিক প্রতিরোধ তখন বিধ্বস্ত। তাঁদের দাবী ঃ আফিঙ ব্যবসায়ের উপর নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়া হোক।

বদ্যি ঃ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় খবরের কাগজে আমরা পড়তাম শত্রুদেশে বোমা বর্ষণ করে তার প্রতিরোধ করার ক্ষমতা কমিয়ে দেয়া হয়। স্থলবাহিনী আক্রমন করে তার পর এক্ষেত্রে দেখুন আফিঙ সেই একই কাজ করেছে।

বদ্যি ঃ এরকম সরলীকরণে একটু ভুলের সম্ভাবনা থাকে তার চাইতে বরং বলা উচিত প্রত্যক্ষ এবং গৌণ কারণ ছিল আফিঙ, কিন্তু মুখ্য কারণ ছিল চীনের সম্পদ শিকার। সেই সময়কার অবস্থা পর্যালোচনা করলে ব্যাপারটা বোঝা বোধ হয় আর একটু সহজ হবে।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর মাধ্যমে ইংরাজরা তখনো সাম্রাজ্য বিস্তারে ব্যস্ত। কিন্তু নতুন হবু শাসকদের দেশীয়দের বিরুদ্ধে অনবরত যুদ্ধ করতে হচ্ছে। কয়েকটা ঘটনা উল্লেখ করলে ওদের অবস্থা বোঝা যাবে।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ইংরাজরা আসাম দখল করে। সেখানে তারা সুরু করে ভারতীয় চায়ের চাষ। এর আগে তারা চীনা চায়ের চাষ করার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু সে চেষ্টা সফল হয়নি। পরে তারা অসমীয়া জঙ্গলে স্থানীয় চা আবিষ্কার করে এবং সেই চায়ের চাষ প্রচলন করে। এখন আমরা যে ভারতীয় চা খাই সে চায়ের গাছ অনেক অংশ ওই আদিম অসমীয়া চায়ের বংশধর।

দেবু ঃ তাহলে তো ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সুবিধাই হয়েছিল। তবুও কেন চীনের সঙ্গে যুদ্ধ হবে ?

বদ্যি ঃ এর আগেই উল্লেখ করা হয়েছিল এ জাতীয় যুদ্ধের প্রত্যক্ষ এবং গৌণ কারণ হতে পারে আফিঙ, চা, কিংবা রেশম তবে মুখ্য কারণ সম্পদ শিকার। সে কারণ সেদিনও ছিল আজও আছে।

দেবু ঃ আপনার ভাষায় সম্পদ শিকারের অর্থ কি সম্পদ লুণ্ঠন ?

বদ্যি ঃ একটু পার্থক্য রয়েছে। লুণ্ঠনের সময় লুণ্ঠনকারী লুণ্ঠিতের অধিকার মেনে নিয়ে বলপ্রয়োগে সে অধিকার লঙ্ঘন করে কিন্তু শিকারী কখনো আক্রান্ত পশুর নিজ দেহের উপর কোনো অধিকার স্বীকার করে না। যাইহোক, আমরা আলোচনা করছিলাম সে সময়কার অবস্থা ঃ

(১) প্রথম ইঙ্গ-ব্রহ্ম যুদ্ধ (১৮২৪-২৬)
(২) দ্বিতীয় ইঙ্গ-ব্রহ্ম যুদ্ধ (১৮৫২)
(৩) ১৮৩০ দশকে মধ্য এশিয়াতে রুশ প্রভাব বৃদ্ধি এবং ইঙ্গ-রুশ দ্বন্দ্ব বৃদ্ধি।
(৪) প্রথম আফগান যুদ্ধ (১৮৩৮-৪২)
(৫) করাচী অধিকার (১৮৩৯)
(৬) মিয়ানীর যুদ্ধ এবং সিন্ধু দেশ দখল (১৮৪৩)
(৭) প্রথম শিখ যুদ্ধ (১৮৪৫-৪৬)
(৮) দ্বিতীয় শিখ যুদ্ধ (১৮৪৯)

তালিকার কিন্তু শেষ নেই। উনবিংশ শতাব্দীতে প্রথম ধনতান্ত্রিক সংকটের মুখোমুখি শ্বেতাঙ্গ সম্পদ শিকারীদের হত্যা, লুণ্ঠন, এবং মানবতাবিরোধী অভিযানের পূর্ণ তালিকা করা সম্ভব নয় যেমন সম্ভব নয় আজকের দিনে সাম্রাজ্য বিস্তারের চেষ্টায় অপরাধের পূর্ণ তালিকা করা। তবে উপরের তালিকার সঙ্গে আর দুটো নম্বর যোগ না করলে আমাদের আলোচনা অসম্পূর্ণ থাকবে ঃ

(১) প্রথম আফিঙ যুদ্ধ (১৮৩৯-১৮৪২)

(২) দ্বিতীয় আফিঙ যুদ্ধ (১৮৫৬-৬০)

দেবু ঃ প্রথম আফিঙ যুদ্ধ নিয়ে এর আগে আমরা আলোচনা করেছি।

বাদ্য ঃ তবে ইংরাজদের ঔদ্ধত্যের আর একটা উদাহরণ তখন দেয়া হয় নি। লিন যে যু বৃটিশ আফিঙ বাজেয়াপ্ত করার কিছুদিন পর কয়েকটি মাতাল বৃটিশ নাবিক একজন চীনা গ্রামবাসীকে হত্যা করে। বৃটিশ সরকার তখন হত্যাকারীদের চীনা সরকারের হাতে সমর্পণ করতে অস্বীকার করে। তাদের যুক্তি চীনা আইনে তাদের বিশ্বাস নেই। ইংরাজরা যুদ্ধে জয়লাভের পর দুটি সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হয় ঃ ২৯ আগষ্ট ১৮৪২-এ নানকিং-এ স্বাক্ষরিত চুক্তি এবং ৮ই অকটোবর ১৮৪৩-এ বোগ (Bogue)-এ স্বাক্ষরিত বৃটিশদের পরিপূরক চুক্তি। এই চুক্তিগুলি স্বাক্ষরিত হবার পর পরই অন্যান্য সম্পদ শিকারী পাশ্চাত্য দেশগুলি একই অধিকার দাবী করে। পিকিং সরকার সে অধিকারগুলি দিতে বাধ্য হয়। এই সুবিধাগুলির ভিতর ছিল ব্যবসায় এবং বসবাসের জন্য পাঁচটি বন্দর সমর্পণ এবং বৃটিশ নাগরিকদের বৃটিশ বিচারালয়ে বিচারের অধিকার।

দ্বিতীয় আফিং যুদ্ধ হয় ১৮৫৬ সালে। পাশ্চাত্য সম্পদ শিকারীদের সে যুদ্ধ সুরু করার ওজর ছিল আরও অদ্ভুত। চীনের বন্দরে একটি বৃটিশ জাহাজ নোঙর করেছিল। জাহাজটি আন্তর্জাতিক রীতি এবং শিষ্টাচার লঙ্ঘন করে চীনা বন্দরে থাকা সত্ত্বেও বৃটিশ জাতীয় পতাকা ওড়ায়। কয়েকজন চীনা রাজপুরুষ ব্যাপারটা দেখে ওই জাহাজে উঠে পতাকাটি নামিয়ে দেয়। এই অপরাধে বৃটিশরা চীনাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষনা করে। জাহাজটির নাম ছিল অ্যারো (Arrow)। এইজন্য ইতিহাসে এ যুদ্ধকে অ্যারো যুদ্ধ নামেও উল্লেখ করা হয়।

একই সময় ফরাসীরা হুজুগ ওঠায় ঃ চীনের অভ্যন্তরে একজন ক্রীশ্চান ধর্মযাজককে হত্যা করা হয়েছে। তারাও বৃটিশের সঙ্গে একযোগ চীনের সঙ্গে যুদ্ধ সুরু করে।

ইঙ্গ-ফরাসী জোট আক্রমণ সুরু করে ১৮৫৭ সালে এবং অচিরে চীনকে তিয়েন সিনের সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করতে বাধ্য করে। চুক্তির সর্ত ঃ

(১) বিদেশী দূতদের চীনে বসবাসের অধিকার।

(২) আরও কয়েকটি বন্দরে পাশ্চাত্য সম্পদ শিকারীদের তথাকথিত বাণিজ্য এবং বসবাসের অধিকার।

(৩) চীনের অভ্যন্তরে বিদেশীর ভ্রমণের অধিকার।

(৪) সে বছরের শেষে পুনর্বার আলোচনার পর ঘোষনা করা হয় ঃ চীনে আফিঙ আমদানী আইনসিদ্ধ।

দেবু ঃ আফিঙের সঙ্গে বৃটিশ জাতীয় পতাকার কি অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক না কার্য-কারণ সম্পর্ক ?

বাদ্য ঃ আমি আফিঙ সম্পর্কীয় ঐতিহাসিক ঘটনাগুলি বলতে পারি মাত্র। তবে আপনাকে আমি পাল্টা একটি প্রশ্ন করছি ঃ

পাকিস্তান থেকে ভারতে এবং ভারত হয়ে আমেরিকায় বহু সহস্র কোটি টাকার হিরোইন চালান হয়।

পাকিস্তান আমেরিকা থেকে বৃহত্তম সাহায্য প্রাপ্ত দেশগুলির একটি। এবছর সাহায্যের পরিমাণ চারশ কুড়ি কোটি ডলার। এদুটি তথ্যের সম্পর্ক কি কার্যকারণ না অঙ্গাঙ্গী ?

দেবু ঃ প্রশ্ন যুদ্ধের চাইতে বরং আফিঙের ইতিহাসটা আলোচনা করা যাক।

বদ্যি ঃ চীনারা কিন্তু এ চুক্তি অনু-সমর্থন (ratify) করতে অস্বীকার করে। ফলে যুদ্ধ আবার সুরু হয়। ইংরেজ ফরাসী যুক্ত বাহিনী রাজধানী পিকিং দখল করে এবং বিখ্যাত গ্রীষ্ম প্রাসাদ পুড়িয়ে দেয়। এই সঙ্গে চীন তথা সারা বিশ্বের বহু শ্রেষ্ঠ শিল্প সম্পদ ধ্বংস হয়।

চীনে আফিঙ রপ্তানী এবং অন্যান্য লুণ্ঠন কার্য এর পর থেকে শশিকলার মত বাড়তে থাকে।

দেবু ঃ আপনি বারবার সাবধান করছেন ঃ মাদক আজও রাসায়নিক অস্ত্ররূপে ব্যবহৃত হচ্ছে। আমি ভাবছিলাম তখনকার কোম্পানী শাসিত ভারত সাম্রাজ্য তথা ভিকটোরিয়া শাসিত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অবস্থা কি ছিল ? কেন তারা এরকম বর্বর আচরণ করেছিল ?

বদ্যি ঃ মাঝখানের নীল খাতাটাতে এ সম্পর্কে আমার কিছু কিছু টোক্ আছে ?

দেবু ঃ পড়ি ঃ

এ সময় বৃটেনে শ্রমশিল্পভিত্তিক শিল্পপতির আবির্ভাব।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী প্রধানত এদেশের সম্পদ আহরণ করত। কিন্তু ১৮০০ সালের পর থেকে শিল্পপতিরা কাপড়ের রপ্তানী বাজারের খোঁজে বার হয়। তাদের কাছে সহজ লভ্য ভারত-সাম্রাজ্যের আকর্ষণ ছিল তীব্র। তার ফলে বাণিজ্য ভিত্তিক ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সঙ্গে শিল্পভিত্তিক পুঁজিপতিদের সুরু হয় দ্বন্দ্ব। ফলে ১৮৩৪ সালে রদ করা হয় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পূর্ব দেশের সঙ্গে একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকার। অর্থাৎ কোম্পানীর সনদ বাতিল হয়।

এর ফল ঃ যে কোনো ব্রিটিশ নাগরিক ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর মাধ্যমে না গিয়েও ভারতে বাণিজ্যের অধিকার লাভ করে।

এশিয়ায় সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য ছোট বড় যুদ্ধ দৈনন্দিন লেগেই থাকত। ভারত সাম্রাজ্যের আয় থেকে সে খরচ চালানো সম্ভব ছিল না। সুতরাং অভাব এদের থাকত।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ধনতান্ত্রিক সংকট সুরু হয়। অর্থাৎ সুরু হয় আর্থিক মন্দা।

এখানে বৃটিশের অধীন ভারত সাম্রাজ্যের বাজেটের অবস্থার একটা নমুনা দেয়া যেতে পারে।

১৮৫৭-৫৯ সালে সিপাই যুদ্ধ দমনে ইংরাজদের খরচ হয়েছিল চার কোটি পাউন্ড।

এই টাকাটা শোধ করার দায়িত্ব ছিল তদানীন্তন ভারত সরকারের। ইংরেজের অধীন ভারত সরকার করবৃদ্ধি করে এই ঋণ শোধ করে। তখনকার দিনে চার কোটি পাউন্ড ছিল ভারত সরকারের এক বছরের রাজস্বের সমান। এ আয়ের প্রধান উৎস ছিল জমির খাজনা। কিন্তু ভারতের কৃষি তখন প্রধানত বৃষ্টিনির্ভর। ফলে কৃষির উৎপাদন এবং কৃষি নির্ভর কর দুইই ছিল অনিশ্চিত।

এই কর ছিল বৃটিশ ভারতের মোট রাজস্বের প্রায় অর্ধেক। এ টাকাতে শুধুমাত্র সৈন্য বাহিনীর খরচ মেটানোই সম্ভব ছিল। বৃটিশ ভারতের তদানীন্তন আয়ের দ্বিতীয় বৃহত্তম উৎস ছিল চীনে আফিঙের চোরাচালান এবং তৃতীয় বৃহত্তম উৎস ছিল লবণ কর। তখন লবণের উপর ভারত সরকারের ছিল একচেটিয়া অধিকার।

বিদ্যঃ এইবার বোধ হয় আমরা আফিঙকে সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য ব্যবহৃত প্রথম রাসায়নিক অস্ত্র বলার কারণগুলি নথিভুক্ত করতে পারি।

(১) আফিঙের নেশা ধরা যেমন সহজ, ছাড়া তেমনি শক্ত। আফিঙের নেশা কেউ সুরু করলে তাকে আমৃত্যু আফিঙ তথা আফিঙ সরবরাহকারীর দাস হয়ে থাকতে হবে।

(২) আফিঙের প্রভাবে মানুষের নৈতিক অধোগতি হয়। আফিঙের নেশায় লোকে চুরি, জোচ্চুরি, বেইমানি, দেশদ্রোহিতা ইত্যাদি সবই করতে পারে। অন্যদিকে জীবন যুদ্ধে অপারগ হওয়াতে আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে সংগ্রামের ক্ষমতাও তার থাকে না।

(৩) ইতিহাসে দেখা যায় এশিয়া তথা পৃথিবীর দুটি বৃহত্তম জনবহুল দেশে বৃটিশ, ইউরোপীয় এবং আমেরিকান সাম্রাজ্য বিস্তারে আফিঙ একটি মৌল ভূমিকা পালন করেছে।

(৪) আধুনিক যুগেও আফিঙ থেকে প্রাপ্ত হিরোইন আমেরিকান সাম্রাজ্য বিস্তারের সংগ্রামে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে।

(৫) ১৭২৯ সালে চীনা সরকার মাদকের উপর নিষেধাজ্ঞাজারী করার পর ইংরাজ সম্পদ-শিকারীরা দুরকম নির্ভরশীলতার সুযোগ গ্রহণ করে।

(ক) মাদকের উপর দৈহিক এবং মানসিক নির্ভরতা।

(খ) বে-আইনী মাদক ব্যবসায় থেকে প্রাপ্ত অস্বাভাবিক লাভের উপর আর্থিক ও মানসিক নির্ভরতা।

এর ফলে ভারত এবং চীন এই উভয় দেশেই স্বার্থপর, দেশদ্রোহী এবং নীতি জ্ঞানহীন মুৎসুদ্দি ধনিকশ্রেণী গড়ে ওঠে।

(৬) রাসায়নিক অস্ত্রের ক্রিয়া অন্যান্য যুদ্ধাস্ত্রের চাইতে অনেক বেশী সভ্যদৃষ্টি সহ। সশস্ত্র যুদ্ধে ঃ

'বর্মে বর্মে কোলাকুলি হয়
খড়্গে খড়্গে ভীম পরিচয়
ভ্রূকুটির সনে গর্জন মেশে,
রক্ত রক্ত সনে।'

অথচ রাসায়নিক অস্ত্রে নিঃশব্দে নরহত্যা সম্ভব।

(৭) অন্য রাসায়নিক অস্ত্র মানুষকে দিতে হয় গোপনে কিংবা ভুলিয়ে কিংবা সবলে কিন্তু অগ্নিমুখী পতঙ্গের মত নেশাগ্রস্তরা মাদকের দিকে স্বেচ্ছায় ছুটে যায়।

(৮) ১৭২৯ সালে চীনে মাদকবিরোধী আইন প্রবর্তনের পর সম্পদ শিকারীরা তাদের আজ্ঞাবাহী দুটি শ্রেণী সৃষ্টি করেঃ মাদকের উপর দৈহিক এবং মানসিক নির্ভরশীল শ্রেণী এবং মাদকের বেআইনী ব্যবসায়ের উপর আর্থিক নির্ভরশীল শ্রেণী। আজও এ দুটি শ্রেণী বিভিন্ন দেশে সৃষ্টি হয়ে চলেছে। আমাদের দেশ তার ব্যতিক্রম নয়।

দেবুঃ আপনি কি বলতে চান ১৭২৯ সাল থেকেই ইউরোপের এবং ব্রিটেনের নীতিনির্ধারকরা বিশ্বসাম্রাজ্য গঠনের স্বপ্ন দেখেছিল?

বদ্যিঃ অনেক ঐতিহাসিকই মনে করেন ইউরোপের বিশ্বসাম্রাজ্য সৃষ্টির প্রচেষ্টা সুরু হয়েছে ১২ই অকটোবর ১৪৯২ সালে। অর্থাৎ কলাম্বাসের বাহামা দ্বীপে অবতরণের দিনে।

আমাদের আলোচ্য বিষয়বস্তুর বাগ্‌বিধিতে বলা যায়ঃ তামাকের ধোঁয়ার ভিতর দিয়েই এরা বিশ্ব সাম্রাজ্য সৃষ্টির স্বপ্ন দেখেছে।

দেবুঃ আপনি ব্রিটিশ, ইউরোপীয় এবং আমেরিকান এ তিনটি শব্দ প্রায় সমাস-বদ্ধ পদের মত ব্যবহার করেছেন। অথচ ১৮৩০ দশকে আমেরিকানদের এশিয়াখণ্ডে কি ভূমিকা থাকতে পারে? পৃথিবীর নেতৃত্ব তখন ইংরাজ এবং ফরাসীর হাতে। আজকের আমেরিকানদের পাপের জন্য অতীতের আমেরিকানদের উপর দোষারোপ করা কি যুক্তিসঙ্গত?

বদ্যিঃ দেখুন-ওই লাল ছোট বইটাতে আমার কাগজ গোঁজা আছে। পেয়েছেন? এবার লাল পেন্সিল দিয়ে দাগ দেয়া অংশগুলো পড়ুন।

দেবুঃ পড়িঃ

ভারতীয় আফিঙই ছিল চীনে চোরাচালানের বৃহত্তম অংশ এবং চোরাচালানকারীদের ভিতরে বৃটিশের ভূমিকা ছিল মুখ্য ও সর্বাপেক্ষা ঘৃণ্য কিন্তু ক্যান্টনে উপস্থিত সমস্ত বিদেশীরাই এই জঘন্য চোরাকারবারে লিপ্ত ছিল। এদের ভিতরে পর্তুগীজ ছিল; ফরাসী ছিল, ছিল আমেরিকান। তবে এরা ভারতীয় আফিঙ বহন না করে প্রধানত বহন করত পারস্য এবং তুরস্কের আফিঙ। ফলে, ইংরেজদের সঙ্গে এদের প্রতিযোগিতা এবং দ্বন্দ্ব লেগেই থাকত।

বদ্যিঃ আর একটু এগোন—আরো লাল দাগ পাবেন।

দেবুঃ আমেরিকা থেকে চীনে সরাসরি প্রথম জাহাজ যায় ১৭৮৫ সালে। জাহাজটির নাম ছিল চীন সাম্রাজ্ঞী (Empress of China)। তিনশ টনের এই জাহাজে ছিল লোমশ পশু চর্ম, পশম, খাদ্য এবং জিনসেং (Ginseng এক রকম বন্য শিকড়। চীনাদের ধারণা ছিল এ শিকড়ে অমরত্ব লাভ হয়)। ইউরোপীয়দের

মত আমেরিকান বণিকরাও চীনে যেত রেশম এবং চায়ের সন্ধানে। তারা চীনে রপ্তানী করত ঃ পশম, জিনসেঙ, চন্দনকাঠ, আফিঙ এবং রূপা। ১৭৮৪ সাল থেকে ১৮১১ সাল পর্যন্ত চীনা বাণিজ্যে বৃটিশের সব চাইতে গুরুত্ব পূর্ণ প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল আমেরিকা।

১৮৩৯ সালে লিন যখন বিদেশীদের আফিং বাজেয়াপ্ত করেন তখন আত্মরক্ষার জন্য আমেরিকানরা তাদের সরকারের কাছে নৌবাহিনী প্রার্থনা করে। আমেরিকানরা বৃটিশের আফিঙের চোরাকারবার সমর্থন করেনি কিন্তু বৃটিশদের বিরুদ্ধে চীনাদের দস্যুতার (আফিঙ বাজেয়াপ্ত করা) সপক্ষে কোনো যুক্তিই তারা মানে নি। আমেরিকান বণিক সম্পদ শিকারীরা চেয়েছিল বৃটিশ ফরাসী এবং ওলন্দাজদের সঙ্গে আমেরিকানরাও যোগ দিক। আফিঙ যুদ্ধের সময় আমেরিকানরা চীনাদের কাছে অর্পণ করার জন্য নিজেদের আফিঙ বৃটিশদের কাছে জমা দিয়েছিল। বৃটিশরা যখন হংকং এবং ম্যাকাওয়ে পশ্চাদপসরণ করে তখন কিছুদিনের জন্য বৃটিশ জাহাজকে চীনা নদীতে প্রবেশ করতে দেওয়া হত না। সে সময় বৃটিশ মাল পাচার করে আমেরিকানরা প্রচুর লাভ করে।

আফিঙের চোরাচালানের সপক্ষে ইংরাজদের যুক্তি ছিল ঃ যে কোনো মাল আমদানী নিষিদ্ধ করা, নিয়ন্ত্রণ করা, কিংবা আইনসিদ্ধ করার পূর্ণ অধিকার চীনের রয়েছে কিন্তু সে আইন প্রয়োগের দায়িত্ব কিংবা পালনের দায়িত্ব ইংরাজের নয়।

একই যুক্তি ছিল আমেরিকানদের অর্থাৎ তোমরা আইন করো আমরা ভাঙব। যদি পারো তাহলে বাধা দাও।

বদ্যি ঃ এবার তুলনা করতে হয়।

দেবু ঃ কার সঙ্গে ?

বদ্যি ঃ ইশপের যে নেকড়েটা ভেড়ার ছানাটাকে খেয়েছিল তার সঙ্গে ঃ

দেবু ঃ কিন্তু আজকের চিত্র সম্পূর্ণ অন্যরকম। নেশার সমস্যায় সব চাইতে বেশী বিব্রত আমেরিকানরা। তারপর বোধহয় ইউরোপ এবং নেশার সমস্যা সব চাইতে কম চীনে।

বদ্যি ঃ আজকের দিনে আমেরিকায় মাদকের বিস্তৃত ব্যবহারকে কিংবা মাদক আমদানী এবং বিতরণ ব্যবস্থাপনার পিছনে যে অপরাধী চক্র আছে তাকে কেউই ছোট করে দেখছে না। কিন্তু মাদক ব্যবহারের নিন্দাতে সুষ্ঠু রাজনীতি যতটাই থাকুক না কেন সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে যে অন্তত পাঁচ কোটি আমেরিকান কোনো না কোনো সময়ে গাঁজা ব্যবহার করেছে এবং তার ভিতরে অন্তত দু কোটি লোক নিয়মিত গঞ্জিকা সেবন করে। পঞ্চাশ থেকে ষাট লক্ষ কোকেনে আসক্ত। পাঁচ লক্ষ লোক আসক্ত হিরোইনে এবং সমগ্র জাতীয় কর্মীদের ভিতরে অন্ততঃ শতকরা ৫ থেকে ১৩ জন নিয়মিত মাদক সেবী (স্টেটসম্যান ২৭শে আগষ্ট ১৯৮৬)। এর ভিতরে মদ্যপ, তামাকসেবী এবং মনের উপর ক্রিয়াশীল অন্যান্য মাদকসেবীদের ধরা হয়নি।

আমার কিন্তু মনে হয়, ও সমস্ত দেশের বর্তমান নেতারা নেশাকে কোনো উল্লেখযোগ্য সমস্যা বলে মনে করেন না। সুতরাং বিব্রত বোধ করার কোনো প্রশ্ন ওঠে না।

দেবু ঃ কিন্তু আন্তর্জাতিক মাদক বিরোধী আইন রয়েছে। রয়েছে ইউরোপ, আমেরিকা ইত্যাদি নানা দেশের মাদক নিয়ন্ত্রণ আইন। তা সত্ত্বেও আপনি মনে করেন মাদককে ওরা কোনো সমস্যা বলে মনে করে না, সুতরাং বিব্রত বোধ করার কোনো প্রশ্ন ওখানে নেই ?

বিদ্যা ঃ এই পরিমাণ মাদক আমদানী এবং বন্টনের জন্য প্রয়োজন বিরাট জনবল এবং শাসকদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা।

দেবু ঃ আপনি কি মনে করেন এ সহযোগিতা আইন সম্মত ?

বিদ্যা ঃ সম্মতি নিশ্চয়ই আছে তবে সেটা লিখিতও হতে পারে অলিখিতও হতে পারে কিন্তু কার্যত স্বীকৃত এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

দেবু ঃ নিজের দেশের লোককে মাদকে আসক্ত ক'রে শাসকশ্রেণীর কি সত্যই কোনো লাভ হওয়া সম্ভব ?

বিদ্যা ঃ শাসকশ্রেণী যদি মনে করে, দেশের বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে জনসাধারণের স্বচ্ছদৃষ্টি তাদের অনুকূল নয়, তা হোলে সে দৃষ্টিকে বিকৃত করার জন্য আদিম মাদক থেকে শুরু করে প্রযুক্তিবিদ্যাভিত্তিক আধুনিক প্রচারযন্ত্র সবই ব্যবহার করতে পারে।

বিদ্যা ঃ ইউরোপ আমেরিকার অর্থনীতির সঙ্গে আমার পরিচয় নেই। তবে মনে হয় আমাদের দেশের মতো ও সমস্ত দেশেও মাদক ব্যবসায়ীরা সম্মানিত শিল্পপতি।

দেবু ঃ কাদের কথা বলছেন আপনি ?

বিদ্যা ঃ কেন ? চা, কফি, তামাক, মদ, ক্যাফিন ঘটিত বিভিন্ন পানীয় (কোলা ড্রিংক) ইত্যাদি নিয়ে যাঁরা ব্যবসা করেন, আমি বলছি তাঁদের কথা।

তাছাড়া আফিঙ, মরফিন, হিরোইন, কোকেন ইত্যাদি বেআইনী ব্যবসায়ে বহু সহস্র কোটি ডলারের লেনদেন হয়। এতবড় ব্যবসায় বহুজাতীয় কিংবা আন্তর্জাতিক কিংবা দুরকম সমর্থন ছাড়া চলতে পারে না। সাধারণ বুদ্ধি থেকেই একথা বলা যায়। তবে তাদের পদ্ধতি নিয়ে আমি কোনো গবেষণা করিনি। সুতরাং সে সম্পর্কে মন্তব্য করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

দেবু ঃ আমি শুনেছি কঠোর মাদক বিরোধী আইন আমাদের দেশেও আছে।

বিদ্যা ঃ আছে নিশ্চয়ই। ওই ফাইলটাতে সবগুলি আইনের নকল রয়েছে দেখতে পারেন, কিন্তু পুঁথিগতবিদ্যা এবং পরহস্তগত ধনের মতই পুঁথিগত আইনও মূল্যহীন।

দেবু ঃ কেন ? কার্যক্ষেত্রে সে আইন প্রয়োগ করা হয় না ?

বিদ্যা ঃ হয় না—বললেও মিথ্যাভাষণ করা হবে। তবে ফাইলের আইনের ধারাগুলি পড়লে আপনি নিজেই বুঝতে পারবেন কার্যক্ষেত্রে এই পুঁথিগত আইনের মূল্য কতটা।

সেইজন্যই আমি ভয় পাই।

দেবু ঃ কিসের ভয় ?

বদ্যি ঃ অন্যান্য নেশা এদেশে চিরকালই ছিল কিন্তু গত তিনচার বছরে হিরোইনের নেশা সারা দেশে আগুনের মত ছড়িয়ে পড়ছে। যে লক্ষ লক্ষ তরুণ তরুণী এ নেশায় আক্রান্ত তাদের পক্ষে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যাওয়া রীতিমত সমস্যা। সংগ্রামী জীবনে প্রবেশ করা প্রায় অসম্ভব।

দেবু ঃ এ পাপ কি কোনো দেশ থেকে দূর করা সম্ভব হয়েছে ?

বদ্যি ঃ চীন, উত্তর কোরিয়া, ভিয়েতনাম ইত্যাদি দেশ থেকে আফিঙ হিরোইন ইত্যাদি মাদক কার্যত দূর হয়েছে বলে শোনা যায়। কিন্তু প্রতিটি দেশেই মাদক নির্বাসিত হয়েছে রক্তক্ষয়ী বিপ্লবের পর। তাছাড়া সে সমস্ত দেশে শুধুমাত্র মাদকই দূর হয়েছে তা নয়, একই সঙ্গে দূর হয়েছে পুরাতন সমাজ ব্যবস্থাও।

দেবু ঃ আমাদের দেশে এ নেশার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আপনার কি মনে হয় ?

বদ্যি ঃ সুরুতে আমরা মাদক প্রসারের তিনটে কারণ নিয়ে আলোচনা করেছি ঃ পরিবেশ, উৎসাহদাতা এবং প্রাপ্তি।

দেবু ঃ হ্যাঁ—আমার মনে আছে।

বদ্যি ঃ এদেশের আধুনিক পরিবেশের সঙ্গে ঊনবিংশ শতাব্দীর চীনের তুলনা করুন।

এদেশেও রয়েছে অলস বিত্তভোগী শ্রেণী, অসামাজিক উপায়ে প্রাপ্ত ধনের অধিকারী। অবসর বিনোদনের জন্য তারা নেশা করতে পারে, গ্রহণ করতে পারে জীবন বিরোধী পথ।

অন্যদিকে রয়েছে বেকার, দরিদ্র, উদ্দেশ্যহীন মানুষ। অসহনীয় জীবন যন্ত্রণা থেকে সাময়িক অব্যাহতির জন্য তারা মাদক গ্রহণ করে। প্রথম গোষ্ঠী হতে পারে দ্বিতীয় গোষ্ঠীর উৎসাহদাতা, প্রেরণা।

কিন্তু ইহ বাহ্য—

দেবু ঃ তাহলে ? তারপর ?

বদ্যি ঃ তার পর আসছে প্রাপ্তির প্রশ্ন ঃ

শুনতে পাই আমাদের দেশে হিরোইন সরবরাহের উৎস প্রধানত তিনটে।

প্রথম উৎস স্থানীয়। হিরোইন তৈরীর প্রযুক্তিবিদ্যা অত্যন্ত সহজ। পৃথিবীর বৃহত্তম আফিঙ উৎপাদক দেশগুলির ভিতরে আমাদের দেশ উল্লেখযোগ্য। সুতরাং কাঁচামালের অভাব নেই। উৎসাহী মানব বিরোধীরা হিরোইন উৎপাদনের সঙ্গে জড়িত।

দ্বিতীয় উৎস পাকিস্তান। শুনতে পাই এটাই এদেশের বৃহত্তম উৎস। তৃতীয় উৎস ঃ আসাম ব্রহ্ম সীমান্ত।

শেষের দুটি উৎসের সঙ্গে কুখ্যাত বৈদেশিক গোয়েন্দা সংস্থার যোগাযোগের সংবাদ অনেকেই জানেন। সে দেশের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক পরম বন্ধুর সম্পর্ক নয়।

আমার মনে প্রশ্ন ঃ অষ্টাদশ উনবিংশ শতাব্দীতে সম্পদ শিকারীদের চীন ভারতে আফিঙ ব্যবসায়ের উদ্দেশ্য ছিল সম্পদ শিকার। কিন্তু দেশের সম্পদের সামান্য কিংবা বৃহৎ কোনো অংশেই তারা খুশী হয় নি তারা চেয়েছিল দেশের সম্পদের পূর্ণ মালিকানা অর্থাৎ এক কথায় চীন ভারতে সাম্রাজ্য বিস্তার। আজকের হিরোইন কি এরকম কোনো আক্রমণের পূর্বাভাষ ?

ইতিহাস পাঠে আমরা জানতে পারি এ আশংকা অমূলক নয়।

দেবু ঃ আপনার আশংকা কি সামরিক অভিযানের ? আপনার কি মনে হয় মাদকের অভিযান সামরিক অভিযানের পূর্বাভাস ?

বাদ্য ঃ এ সম্পর্কে কিছু বলার মত শিক্ষা আমার নেই। তাছাড়া অষ্টাদশ, উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত সামরিক অভিযান এবং জমি দখলই ছিল সাম্রাজ্য বিস্তারের একমাত্র রূপ। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধপরবর্তী নয়া সাম্রাজ্যবাদের বহুরূপ। এ সম্পর্কে মন্তব্য করা কি আমার পক্ষে সম্ভব ?

বলিভিয়ার দিকে তাকিয়ে দেখুন ঃ

দুর্ধর্ষ সাম্যবাদী গেরিলা নেতা চে গুয়েভেরা গিয়েছিলেন বলিভিয়াকে নয়া উপনিবেশবাদের হাত থেকে উদ্ধার করতে। তিনি নিহত হলেন সেখানে। বলিভিয়া আজও কার্যত আমেরিকান উপনিবেশ। সে দেশের অর্থনীতি এখন সম্পূর্ণ আমেরিকান কব্জায়। কিন্তু বলিভিয়ার আয়ের প্রধান উৎস কোকেন উৎপাদন এবং আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানী। এ লাভের সিংহ ভাগ যেমন পায় আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্র নেশাগ্রস্তদের বেশীর ভাগও তেমনি আমেরিকান নাগরিক। আবার কোকেন নিয়ে সব. চাইতে করুণ আর্তনাদও শোনা যায় যুক্তরাষ্ট্র থেকে। সে দেশে কোকেন আসক্তের সংখ্যা আজ পঞ্চাশ লক্ষের বেশী। রাষ্ট্রপতি রেগন চাইছেন. তাঁর প্রতিটি কর্মচারীর এবং তাঁর নিজের প্রস্রাব দৈনিক পরীক্ষা করে দেখা হোক তাঁরা মাদকসেবী কিনা। এই জটিল পরিস্থিতি কোন দিকে মোড় নিতে পারে সে সম্পর্কে ভবিষৎবাণী করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমি জানি ঃ

(১) মাদকে অর্থাগমের পরিমাণ বৃহত্তম শিল্পপতিদের আয়ের চাইতে বেশী। ফলে এদের আঘাতে বৃহৎ ব্যবসায়ীরা বিপন্ন।

(২) এ বিপদ সবার। ধনী, দরিদ্র, বাল, বৃদ্ধ, যুবা, স্ত্রী পুরুষ জাতি ধর্ম নির্বিশেষে যে কোনো মানুষ আজ এই বিপদের মুখোমুখি।

(৩) মানুষের হিংস্রতার সংক্ষিপ্তসার যেমন পারমাণবিক অস্ত্র, লোভের সংক্ষিপ্তসার তেমনি মাদক। দুইয়েরই ফলশ্রুতি মানুষের মৃত্যু, সভ্যতার মৃত্যু—মৃত্যু চেতনার, মৃত্যু জীবনের।

পরিশিষ্ট

(মাদক আইন আংশিক উদ্ধৃত করা হয়েছে)

ভারতীয় গেজেট

দ্বিতীয় খণ্ড—পরিচ্ছেদ—১, অধিকার বলে প্রকাশিত
সংখ্যা—৭৫৭—নয়াদিল্লী—সোমবার সেপ্টেম্বর ১৯৮৪, ভাদ্র ২৫, ১৯০৭
পৃথক সংখ্যা রূপে রাখার জন্য পৃথক পৃষ্ঠা সংখ্যা দেয়া হয়েছে।

প্রাথমিক

(১) এই আইনকে মাদক অথবা মনের উপর ক্রিয়াশীল পদার্থ সম্পর্কীয় ১৯৮৫ সালের আইন আখ্যা দেওয়া যেতে পারে।

(২) ভারতের সর্বত্রই এই আইন প্রযোজ্য।

(৩) প্রসঙ্গত অন্য কোনো প্রয়োজন উপস্থিত না হলে এই আইনে ঃ

(ক) মাদকাসক্ত (Addict) শব্দের অর্থ এমন ব্যক্তি যে মাদক অথবা মনের উপর ক্রিয়াশীল (psychotropic) পদার্থে আসক্ত।

(খ) ক্যানাবিস (Cannabis-hemp) শব্দের অর্থ ঃ

(ক) চরস অর্থাৎ পৃথকীকৃত জতুর (resin) পরিশোধিত কিংবা অপরিশোধিত যে কোনো রূপ। তাছাড়া এই সংজ্ঞায় অন্তর্ভুক্ত ঃ হাসিস তৈল কিংবা তরল হাসিস নামে পরিচিত ক্যানাবিস গাছ থেকে জাত এবং ঘনীভূত পদার্থ।

(খ) গাঁজা অথবা যে কোনো নামে আখ্যাত কিংবা পরিচিত ক্যানাবিস গাছের পুষ্পিত কিংবা ফলবান অগ্রভাগ। অগ্রভাগের সঙ্গে যুক্ত না থাকলে বীজ কিংবা পাতা এ সংজ্ঞা থেকে বাদ যাবে।

(গ) উপরিউক্ত ক্যানাবিসের যে কোন রূপের মিশ্রণ। সে মিশ্রণে কোনো নিরপেক্ষ পদার্থ থাকতে পারে—না ও থাকতে পারে।

(ঘ) ক্যানাবিস গাছ শব্দের অর্থ ক্যানাবিস বর্গের (Genus) যে কোনো গাছ।

(ঙ) 'কোকা থেকে আহৃত' (Coca derivative) কথার অর্থ ঃ

(ক) অপরিশোধিত কোকেন অর্থাৎ প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে কোকেন প্রস্তুত করা যেতে পারে, কোকা গাছ থেকে আহৃত এরকম যে কোনো বস্তু।

(খ) একগোনিন (Ecgonine) কিংবা একগোনিনের এরকম কোনো বিকার যা থেকে একগোনিন পুনরাহরণ করা যেতে পারে।

(গ) কোকেন অর্থাৎ বেনজয়েল একগোনিনের মিথেল ইস্টার (Methyl ester of Benjoylecgonine) কিম্বা তার যে কোনো লবণ (Salt—আম্লিক মিশ্র)।

(ঘ) শতকরা ·১ ভাগ কিংবা তার বেশী কোকেন রয়েছে এরকম কোনো বস্তু।

(ঙ) কোকা পাতা কথার অর্থ।

(ক) কোকা গাছের পাতা। ব্যতিক্রম ঃ যে কোকা পাতা থেকে একগোনিন কোকেন কিংবা অন্য যে কোনো একগোনিন উপক্ষার নিষ্কাশন করে নেয়া হয়েছে।

(খ) কোনো নিরপেক্ষ পদার্থ সহিত কিংবা রহিত উপরি উক্ত পদার্থের মিশ্রণ। কিন্তু যে পদার্থে কোকেনের ভাগ শতকরা ·১ ভাগের অনধিক সে পদার্থ এর অন্তর্ভুক্ত নয়।

(গ) কোকা গাছ শব্দের অর্থ এরিথ্রকেসিলেন (Erythroxylen) বর্গের (Genus) যে কোনো প্রজাতির (Species)) গাছ। মাদক কিংবা মনের উপর ক্রিয়াশীল পদার্থ প্রসঙ্গে 'উৎপাদন' শব্দের ভিতর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

(১) উৎপাদন ব্যতীত এই সমস্ত মাদক কিংবা মনের উপর ক্রিয়াশীল পদার্থ পাওয়া যায়, এইরকম যাবতীয় পদ্ধতি।

এই সমস্ত মাদক কিংবা পদার্থ পরিশোধন।

এই সমস্ত মাদক কিংবা পদার্থের রূপান্তর।

এরকম মাদক কিংবা পদার্থ রয়েছে এই জাতীয় কিছু কিংবা এগুলির সঙ্গে মিশিয়ে কোনো জিনিষ তৈরী।

(xi) উৎপাদিত মাদক (Manufactured Drug) কথার অর্থ ঃ—

(ক) কোকা থেকে উৎপাদিত যাবতীয় পদার্থ, চিকিৎসার্থ ব্যবহার্য ক্যানাবিস, আফিঙ থেকে আহরিত পদার্থ এবং ঘনীকৃত পপীর খড় (Poppy straw Concentrate)

(খ) কেন্দ্রীয় সরকারের গেজেটে প্রকাশিত অন্য যে কোনো পদার্থ।

(xii) ঔষধার্থে ব্যবহার্য কানাবিস অর্থাৎ চিকিৎসার্থ ব্যবহার্য শন (hemp) কথার অর্থ ঃ ক্যানাবিসের নির্যাস (extract) কিংবা আরক (tincture)

(xiii) আফিঙ শব্দের অর্থ ঃ (ক) আফিঙ পপির জমানো রস।

(xvi) (খ) নিরপেক্ষ কোনো পদার্থ সহিত কিংবা রহিত আফিঙ পপির জমানো রসের যে কোনো মিশ্রণ (mixture) কিন্তু শতকরা ·২ ভাগের বেশী মরফিন আছে এরকম কিছু ওর অন্তর্ভুক্ত নয়।

আফিঙ থেকে আহরিত পদার্থের অর্থ ঃ চিকিৎসার্থ ব্যবহার্য আফিঙ অর্থাৎ ভারতীয় ফার্মাকোপিয়া কিংবা কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে বিজ্ঞাপিত অন্য যে কোনো ফার্মাকোপিয়ার (Pharmacopea) নির্দেশ অনুসারে চিকিৎসার উপযোগী করার জন্য নির্দেশিত পদ্ধতি অনুসারে পরিবর্তিত আফিঙ। সে আফিং চূর্ণ, দানাদার কিংবা অন্যরূপ কিংবা নিরপেক্ষ পদার্থের সঙ্গে মিশ্রিত হতে পারে।

(খ) তৈরী আফিঙ, অর্থাৎ ধূমপানের উপযোগী আফিঙের নির্যাস তৈরী করার

জন্য যে কোনো ক্রিয়াসমষ্টির দ্বারা আফিঙ থেকে আহরিত পদার্থ এবং খাদ (Dross—ময়লা) কিংবা ধূমপানের পর আফিঙের অবশিষ্ট অংশ।

(গ) ফেনানথ্রিন উপক্ষার সমূহ (Phenanthrene alkaloids) অর্থাৎ মরফিন, কোডীন, থিবেইন (Thebaine)।

(ঘ) ডাই-এ্যাসেটিল মরফিন (Diacetyl morphine) অর্থাৎ ডায়া মরফিন (Dia morphine) কিংবা হিরোইন নামে পরিচিত উপক্ষার এবং তার লবণ।

(ঙ) শতকরা ·২ ভাগ মরফিন কিংবা যে কোনো পরিমাণ ডাই-এ্যাসেটিল মরফিন রয়েছে এরকম কোনো উপযোগ।

(xviii) 'আফিঙ পপি' কথার অর্থ ঃ—

(ক) প্যাপেভার সোমনিফেরাম এল (Papaver Somniferum L) প্রজাতির গাছ।

(খ) প্যাপেভারের অন্য যে কোনো প্রজাতির গাছ ঃ যা থেকে আফিঙ কিংবা ফেনানথ্রিন উপক্ষার নিষ্কাশিত হতে পারে কিংবা যে গাছকে এই আইনের উদ্দেশ্যে সরকারী গেজেটে কেন্দ্রীয় সরকার আফিঙ পপি বলে ঘোষণা করেন।

'পপির খড়' কথার অর্থ ঃ আফিঙ পপির ফসল তোলার পর (বীজ বাদে) তার সমস্ত অংশ ঃ স্বাভাবিক অবস্থা, কাটা অবস্থা, পেষাই করা, চূর্ণ করা, রস নিষ্কাশন করা অবস্থা কিংবা না করা অবস্থা নির্বিশেষে।

(xix) 'ঘনীকৃত পপি খড়' কথার অর্থ ঃ উপক্ষারগুলি ঘন করবার জন্য প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করার পর আফিঙ পপি থেকে উদ্ধৃত পদার্থ।

(xx) মাদক কিংবা মনের উপর ক্রিয়া করে এরকম পদার্থ প্রসঙ্গে উপযোগ (Preparation) শব্দের অর্থ ঃ মাত্রা (dosage) হিসাবে ঐ ধরণের এক বা একাধিক ঐ মাদক কিংবা পদার্থ অথবা এক বা একাধিক মাদক কিংবা পদার্থের কোনো দ্রবণ (solution) কিংবা মিশ্রণ (mixture)।

(xxi) ব্যবস্থানুরূপ (prescribed) শব্দের অর্থ এই আইনের নিয়মানুসারে ব্যবস্থাপ্রাপ্ত।

(xxii) উৎপাদন (Production) শব্দের অর্থ আফিঙ, পপি খড়, কোকা পাতা কিংবা ক্যানাবিস এগুলি যে গাছ থেকে পাওয়া যায় সে গাছ থেকে পৃথকীকরণ।

মনের উপর ক্রিয়াশীল পদার্থ (psychotropic substance) কথার অর্থ তফশিলে বর্ণিত মনের উপর ক্রিয়াশীল পদার্থের তালিকানুযায়ী স্বাভাবিক কিংবা সংশ্লেষিত কিংবা যে কোনো স্বভাবিক পদার্থ যে কোনো লবণ, কিংবা এই জাতীয় পদার্থের উপযোগ।

পৃষ্ঠা—৭, অধ্যায়—৩

নিষেধাজ্ঞা, নিয়ন্ত্রণ এবং বিধান।

কয়েকটি ক্রিয়া সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা ঃ—যে কোনো ব্যক্তির নিম্নলিখিত ক্রিয়া নিষিদ্ধ ঃ—

(ক) কোকা গাছ চাষ, কিংবা কোকা গাছের কোনো অংশ সংগ্রহ কিংবা,

(খ) আফিঙ পপি কিংবা কোনো ক্যানাবিস গাছ চাষ,

(গ) মাদক কিংবা মনের উপর ক্রিয়াশীল পদার্থ উৎপাদন, বানানো, নিজ অধিকারে রাখা, ক্রয়, বিক্রয়, পরিবহণ, গুদামজাত করা, ব্যবহার, ভোগ, আন্তঃরাজ্য আমদানী, আন্তঃরাজ্য রপ্তানী, ভারতে আমদানী, ভারত থেকে রপ্তানী, স্থানান্তরিত করা।

ব্যতিক্রম ঃ এই আইনে স্বীকৃত ধারানুযায়ী বৈজ্ঞানিক উদ্দেশ্যে কিংবা চিকিৎসার উদ্দেশ্যে যদি ব্যবহার করা হয়।

চতুর্থ অধ্যায়

অপরাধ এবং শাস্তি

(১৫)-যদি কেউ এই আইনের কোনো ধারা কিংবা কোনো নিয়ম কিংবা কোনো লাইসেন্স-এর কোনো ধারা অমান্য করে পপি খড় উৎপাদন করে, নিজ অধিকারে রাখে, পরিবহন করে, অন্তঃরাজ্য আমদানী করে, আন্তঃরাজ্য রপ্তানী করে, ব্যবহার করে কিংবা পপি খড় গুদামজাত করে তাহলে তার শাস্তি হবে সশ্রম কারাদণ্ড, কারাদণ্ডের কাল দশ বছরের কম হবে না, কিন্তু কুড়ি বছর পর্যন্ত হতে পারে, এবং অর্থদণ্ড। অর্থদণ্ডের পরিমাণ এক লক্ষ টাকার কম হবে না কিন্তু দু লক্ষ টাকা পর্যন্ত হতে পারে।

শর্ত থাকবে ঃ বিচারপতি তাঁর রায়ে নথিভুক্ত কারণ দেখিয়ে দু লক্ষ টাকার অধিক অর্থদণ্ড ধার্য করতে পারেন।

(১৬) কোকা পাতা এবং কোকা গাছ সম্পর্কীয় আইন অমান্যের শাস্তি	১৫ ধারার অনুরূপ।
(১৭) প্রস্তুত আফিঙ (prepared opium) সম্পর্কীয় আইন অমান্যের শাস্তি।	১৫ ধারার অনুরূপ।
(১৮) আফিঙ পপি কিংবা আফিঙ সম্পর্কীয় আইন অমান্যের অভিযোগের শাস্তি।	১৫ ধারার অনুরূপ
(১৯) চাষী আফিঙ আত্মসাৎ করলে তার শাস্তি।	১৫ ধারার অনুরূপ

(২০) ক্যানাবিস গাছ এবং ক্যানাবিস সম্পর্কীয় আইন ভঙ্গের শাস্তি।

এই আইনের কিংবা কোনো নিয়মের, কিংবা কোনো নির্দেশের কিংবা এই আইনানুসারে প্রদত্ত লাইসেন্সের শর্তের বিরোধিতা কোরে যে কোনো লোক যদি—
(ক) ক্যানাবিস গাছ চাষ করে কিংবা
(খ) ক্যানাবিস চাষ, উৎপাদন, নিজ অধিকারে রক্ষণ, বিক্রয়, ক্রয়, পরিবহন, কিংবা ব্যবহার করে, তাহলে তার শাস্তি হবে।

আইন ভঙ্গ যদি গাঁজা বিষয়ে হয় কিংবা ক্যানাবিস গাছ চাষ সম্পর্কে হয় তাহলে পাঁচ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড এবং অর্থদন্ড ঃ সে অর্থদণ্ড পঞ্চাশ হাজার টাকা পর্যন্ত হতে পারে।

যদি গাঁজা ছাড়া ক্যানাবিসের অন্যকোনো রূপ সম্পর্কীয় অপরাধ হয় তাহলে শাস্তি ১৫ ধারার অনুরূপ।

(২১) বানানো (manufactured) মাদক কিংবা উপযোগ (preparation) সম্পর্কীয় আইনভঙ্গ করার শাস্তি।

১৫ ধারার অনুরূপ

(২২) মনের উপর ক্রিয়াশীল পদার্থ (psychotropic substance) সম্পর্কীয় আইন ভঙ্গের শাস্তি।

১৫ ধারার অনুরূপ

(২৩) মনের উপর ক্রিয়াশীল পদার্থগুলি ভারতে বেআইনী আমদানী কিংবা ভারত থেকে রপ্তানী কিংবা স্থানান্তরিত করার শাস্তি।

১৫ ধারার অনুরূপ

(২৪) ১২নং ধারা অমান্য করে মাদক এবং মনের উপর ক্রিয়াশীল পদার্থের বৈদেশিক বাণিজ্য করার শাস্তি।

আগে থাকতে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত না হয়ে কিংবা ১২ ধারা অনুযায়ী অন্যভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত (কোনো শর্ত থাকলে সেই সর্ত অনুসারে) না হয়ে যদি কেউ এমন কোনো ব্যবসায় নিয়ন্ত্রণ করে যে ব্যবসায়ে মাদক কিংবা মনের উপর ক্রিয়াশীল কোনো পদার্থ ভারতের বহির্দেশ থেকে সংগ্রহ করে ভারতের বহির্দেশে কোনো ব্যক্তিকে সরবরাহ করা হয় তাহলে শাস্তি—
১৫ ধারার অনুরূপ।

(২৫)	অপরাধমূলক কর্মের জন্য বাসস্থান ইত্যাদি ব্যবহার করতে দেয়ার শাস্তি—	১৫ ধারার অনুরূপ।
(২৬)	নিজ ব্যবহারের জন্য মনের উপর ক্রিয়াশীল কোনো পদার্থ কিংবা কোনো মাদক স্বল্প পরিমাণে নিজ অধিকারে রাখার শাস্তি।	এই আইন কিংবা এই আইন মাফিক কোনো নিয়ম কিংবা কোনো আদেশ কিংবা এই অনুসারে প্রদত্ত কোনো অনুমতি অমান্য করে স্বল্প পরিমাণে কোনো মাদক কিংবা মনের উপর ক্রিয়াশীল

কোনো পদার্থ স্বল্প পরিমাণে যদি কেউ নিজ অধিকারে রাখেন এবং যদি প্রমাণিত হয় যে এ মাদক তাঁর নিজের ব্যবহারের জন্য ছিল এবং বিক্রয় কিংবা বণ্টনের উদ্দেশ্যে ছিল না কিংবা যদি কেউ মাদক কিংবা মনের উপর ক্রিয়াশীল কোনো বস্তু নিজে গ্রহণ করে তাহলে এই অধ্যায়ে যাই লেখা থাকুক না কেন—তার শাস্তি হবে—

(ক) যে ক্ষেত্রে অধিকৃত কিংবা দেহাভ্যন্তরে গৃহীত মাদক কোকেন, মরফিন, ডাইএ্যাসেটিল মরফিন কিংবা অন্য যে কোনো মাদক কিংবা কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নির্দিষ্ট এবং সরকারী গেজেটে বিজ্ঞাপিত মনের উপর ক্রিয়াশীল পদার্থ সেক্ষেত্রে শাস্তি এক বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড কিংবা অর্থদণ্ড কিংবা দুইই।

(খ) যে ক্ষেত্রে অধিকৃত কিংবা দেহাভ্যন্তরে গৃহীত মাদক উপধারানুসারী নয় সেক্ষেত্রে শাস্তি ঃ দু মাস পর্যন্ত কারাদণ্ড কিংবা অর্থদণ্ড কিম্বা দুইই। ব্যাখ্যা ঃ স্বল্প পরিমাণের অর্থ—সরকারী গেজেটে বিজ্ঞাপিত কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দিষ্ট পরিমাণ।

আগে একবার শাস্তি হবার পর আবার অপরাধের শাস্তি (৩১) যে ব্যক্তি ইতিপূর্বে ১৫ থেকে ২৫ ধারায় (উল্লিখিত ধারাগুলি সমেত) কোনো অপরাধ করা কিংবা অপরাধ করার চেষ্টা কিংবা অপরাধ করায় সাহায্য কিংবা অপরাধ অনুষ্ঠানের ষড়যন্ত্রের জন্য দণ্ডিত হয়েছে সে ব্যক্তি যদি অপরাধ সংঘটন, কিংবা অপরাধ করার চেষ্টা কিংবা অপরাধ করায় সাহায্য কিংবা অপরাধ করার ষড়যন্ত্রের জন্য দণ্ডিত হয় তাহলে তার অপরাধের শাস্তি হবে নিম্নলিখিত ধারাগুলি অনুসারে ঃ

ক) ধারা ১৫ থেকে ধারা ১৯, ২০ ধারার উপধারা এবং ধারা ২১ থেকে ২৫ (উল্লিখিত ধারাগুলি সমেত)—দ্বিতীয় এবং পরবর্তী প্রত্যেক অপরাধের জন্য তার শাস্তি ঃ

সশ্রম কারাদণ্ড অন্ততঃ পনের বছর কিন্তু বেড়ে ত্রিশ বছর পর্যন্ত হতে পারে। তাছাড়া তাদের অর্থদণ্ড হতে পারে ঃ দণ্ডের পরিমাণ অন্ততঃ দেড় লক্ষ টাকা কিন্তু বেড়ে তিন লক্ষ পর্যন্ত হতে পারে।

২০ ধারার উপধারা অনুযায়ী দ্বিতীয় অপরাধ এবং পরবর্তী প্রতিটি অপরাধের ১৫ ধারার অনুরূপ শাস্তি।

ব্যবস্থা থাকল ঃ বিচারপতি রায়ে নথিভূক্ত কারণে বিধান দিতে পারেন

১(ক) উপধারা অনুযায়ী মামলায় তিন লক্ষ টাকার অধিক অর্থদণ্ড এবং

২(খ) উপধারা অনুযায়ী মামলায় এক লক্ষ টাকার অধিক অর্থদণ্ড।

যে ক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তি ভারতের বাইরে ফৌজদারী বিচার অধিকারী কোনো বিচারালয়ে ১৫ ধারা থেকে ২৫ ধারার (উল্লিখিত ধারা দুটি সমেত) কিংবা ২৮ ধারা এবং ২৯ ধারার অনুরূপ কোনো ধারায় দণ্ড প্রাপ্ত হয়েছেন উপধারা (১) সাপেক্ষ তার বিচারের সময় মাননা করা হবে যে সে ভারতে কোনো আনালতে দণ্ড প্রাপ্ত হয়েছে।

কোনো আধিকারিকের (অফিসার), এই আইনের নির্দেশ পালন না করা কিংবা এই আইনভঙ্গে নীরব সর্মন করা

যে আধিকারিকের উপর এই আইন অনুযায়ী কোনো কর্তব্য আরোপ করা হয়েছে তিনি যদি তাঁর আধিকারিকের কর্তব্যকর্ম বন্ধ করেন কিংবা তাঁর কর্তব্য করতে অস্বীকার করেন কিংবা তাঁর নিজ আধিকারিকের কর্ম থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করেন এবং এ ব্যাপারে তাঁর উচ্চতর আধিকারিকের স্পষ্ট লিখিত অনুমতি না থাকে

কিংবা এইরকম কাজ করার আইন সম্মত কোনো ওজুহাত না থাকে তাহলে তার শাস্তি হতে পারে এক বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড, কিংবা অর্থদণ্ড কিংবা উভয় দণ্ড।

২) যে আধিকারিকের উপর এই আইনঅনুসারী কিংবা এই আইনের অধীন কোনো কর্তব্য আরোপ করা হয়েছে এবং যিনি এই আইনের কোনো ব্যবস্থা কিংবা কোনো বিধি কিংবা কোনো নির্দেশ ভঙ্গ করায় স্বেচ্ছাকৃত সাহায্য করেছেন কিংবা আইনভঙ্গ উপেক্ষা করেছেন তাঁর শাস্তি হতে পারে পাঁচ বছর পর্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ড।

৩) কেন্দ্রীয় সরকারের কিংবা ক্ষেত্র অনুসারে রাজ্য সরকারের পূর্ব অনুমোদন এবং লিখিত অভিযোগ ব্যতীত কোনো বিচারালয় উপধারা (১) এবং উপধারা (২) অনুসারে কোনো অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ করবেন না।

THE SCHEDULE

List of Psychotropic substances

Sl. No.	International non-proprietary names	Other non-proprietary names	Chemical name
1.		DET	: N, N-Diethyltryptamine
2.		DMHY	: 3-(1, 2.-Dimethylheptyl)-1-hydroxy-7, 8, 9, 10-tetrahydro-6,—6, 9-trimethyl 6H dibenzo [b, d,] pyran
3		DMT	: N, N-Dimethyltryptamine
4.	(+)-Lysergide :	LSD, LSD-25	: (+)-N, N-Diethyltysergamide lysergic acid diethylamide)
5.	(+)-Lysergsde :	MESCALINE	: 3,4,5-Trimethoxyphenothylamine
6.		PARAHEXYL	: 3-Hexyl-l-hydroxy-7,8,9; 10-tetrahydro-6, 6, 9-trimethyl-6H-dibenzo [b, d]pyran
7.	Etigyclidlne :	PGE :	: N-Ethyl-l-phenylcyclohexylamine
8.	Roligyclidine :	PHP, PGPY	: 1-(1-Phenylcyclohexyl) pyrrolidine
9.		PSILOCINE	: 3-(2-Dimethylaminoethyl)-4-hydroxyindole
10.	Psilogybine :	PSILOTSI	3-(2-dimethylaminoethyl)-indol-4yl dihydrogen phosphate
11.		STP, DOM	: 2-Amino-1. (2,5-dimethoxy-4-methyl) phenylpropane
12.	Tenogyclidine :	TCP	: 1-[1-(2-Thienyl) cyclohexyl] piperidine

13.		THC	: Tetrahydrocannabinols, the following isomers: Δ 6a (10a), Δ 6a(7) Δ 7. Δ 8, Δ 9, Δ 10, Δ 9(11) and their stereochemical variants
14.		DOB	: 2. 5-dimethoxy-4-bromamphetamine
15.		MDA	: 3, 4-methylenedioxyamphetamine
16.	Amphetamine ;		(±).2-Amino-1-phenylpropane
17.	Dexamphetamine		(+)2-Amino-1-phenylpropane
18.	Mecloqualone :		3-(0-Chlorophenyl)-2-methyl-4(3H), quinazolinone
19.	Methamphetamine :		(±)-2-Methylamino-1-phenyl,
20.	Methaqualone :		propine 2-Methyl-3-0-tolyl-4 (3H)-quin azolinone
21.	Methylphenidate :		2-Phenyl-2(2-piperidyl) acetic acid, methyl ester
22.	Phengyclidine :	PGP	: 1-(1-Phenylcyclohexyl) piperidine
23.	Phenmetrazine :		3-Methyl-2-phenylmorpholine
24.	Amobarbital :		5-Ethyl-5-(3 methylbutyl) barbituric acid
25.	Gyclobarbital :		5-(1-Gyclohexen-1-yl)-5-ethyl-barbituric acid
27.	Pentazocine :		1,2,3,4,5, 6-Hexahydro-6,11-dimethyl-3-(3-methyl-2-butenyl) = 2, 6 = methanol-3-benzazom 8-ol
28.	Pentobarbital :		5-Ethyl-5- (1-methylbuty) barbituric acid
29.	Secobarbital :		5-Allyl-5-(1-methylbutyl) barbituric acid
30.	Alprazolam :		8-Ghlorol-methyl-6-phenyl-4H.8. triazolo [4, 3-a] [1, 4 benzodiazepine

31.	Amfepramone :	2-(Diethylamino) propiophenone
32.	Barbital . . :	5, 5-Diethylbarbituric acid
33.	Benzphetamine :	N-Benzyl-N, α-dimethylphenethylamino
34.	Bromazepam :	7-Bromo-1, 3-dihydro-5-(2-pyridyl)-2H-1, 4-benzdiazepin-2-one
35.	Camazepam :	7-Chloro-1, 3-dihydro-3-hydroxyl-1-mothyl-5-phenyl-2H-1, 4-benzodiazepin-2-one dimethylcarbauate (ester)
36.	Chlordiazepoxide :	7-Chloro-2-(methylamino)-5-phenyl 3H-1, 4-benzodiazepine-4-oxide
37.	Clobazam : :	7-Chloro-1-methyl-5-phenyl-lH-l, 5-benzodiazepine-2, 4(3H, 5H)-drone
38.	Clonazepam :	5-(0-Chlorophenyl)-1, 3-dihydro-7-nitro-2H-1, 4-benzodiazepin-2-one
39.	Glorazepate :	7-Ghloro-2, 3-dihydro-2-oxo-5-phenyl-1H, 4-benzodiazepine-3-carboxyhe acid
40.	Glotiazepam . :	5-(0-Ghlorophenyl)-7-ethyl-1, 3-dihydro-1-methyl-2H-thieno [2, 3-e] 1, 4-diazepin-2-one
41.	Cloxazolam :	10-Ghloro-1 lb-(0-chlorophenyl)-2, 3.-7, llb-tetrahydrooxazolo-[3, 2-d] [1, 4] benzodiazepin-6 (5H)-one
42.	Delorazepam :	7-Ghloro-5-(0-chlorophenyl)-1, 3-dihydro-2H-1, 4-benzodiazepin-2-one
43.	Diazepam :	7-Ghloro-1, 3-dihydro-1-methyl-5-phenyl-2H-1, 4-benzodiazepin-2-one
44.	Estazolam :	8-Ghloro-6-phenyl-4H-s-triazolo [4, 3-a] [1, 4] benzodiazepine
45.	Ethchlorvynol :	Ethyl-2-chlorovinylethynylearbinol
46.	Ethinamate :	1-Ethynylcyclohexanolcarbamate
47.	Ethylloflazepate:	Ethyl 7-chloro-5-(0-flaropoenylh-2, 3

Sl. No.	International non-proprietary names	Other non-tary names	Chemical name
			3-dihydro-2-oxo-1 H-1, 4-denzociaze-pine-3-carboxylate
48.	Fludiazepam	:	7-Chloro-5-(0-fluoto-phenyl)-1 3-dihydro-1-methyl-2H-1, 4-benzodia-zepin-2-one
49.	Flunitrazepam	:	5-(0-Fluorophenyl)-1, 3-dihydro-1-metryl-7-nitro -2H-1, 4-benzodiazepin-2-one
50.	Flurazepam	:	7-Chloro-1-[2-(diethyla-mino) ethyll-5-(0-fluoro-phenyl)-1, 3-dihydro-2H-1, 4,-benzodiazepin-2-one
51.	Halazepam	:	7-Chloro-1, 3-dihydro-5-phenyl-1-(2,2,2-trifluoroe-thyl)-2H-1, 4-benzodiozepin -2-one
52.	Haloxazolam	:	10-Bromo-11b-(fluorophe-nyl)-2, 3, 7,
53.	Ketazolam	:	11-Chloro-8, 12b. lihydro-2, 8-dimethyl-12b phenyl-4H-[1, 3]-oxazion-[3, 2-d] [1, 4] benzodiazepine-4, 7 (6H)-dione
54.	Lefetamine	: SPA	: (—)-1-Dimethylamino-1, 2-diphenyle-thane
55.	Loprazolam	:	6-(O-Chlorophenyl)-2, 4-dihy-dro-2-[(4-mothyl-1-piperazi-nyl) methylene]-8-nitro-1H-

		immidazo [1, 2-a] [1, 4] benzodiazepin-1-one
56.	Lorazepam	7-Chloro-5-(0-Chlorophenyl) 1, 3-dihydro-droxy-2H-1, 4-benzo-diazepin-2-one
57.	Lormetazepam :	7-Chloro-5-(0-chlorophenyl)-1 3, dihydro-3-hydroxy-methyl 2H-1, 4-benzodiazepin-2-one
58.	Mazindol :	5-(p-Chlorophenyl)-2, 5-dihydro 3H. imidazo [2, 1-x] isoindol-5-ol
59.	Medazepam :	7-Chloro-2, 3-dihydro-1-methyl 5-pheny-l-1H-1, 4-benzodiazepine
60.	Meprobamate :	2-Methyl-2-propyl-1, 3-propanediol di-carbamate
61.	Methyl Henobarbital	5-Ethyl-1-methyl-5-phenylbarbituric acid
62.	Methyprylon :	3, 3-Diethyl-5-methyl-2, 4-piperidine-dione
63.	Nimetazepam :	1, 3-Dihydro-1-methyl-7-nitro-5-phenyl-2H-1, 4-benzodiazepin-2-one
64.	Nitrazepam :	1, 3-Dihydro-7-nitro-5-phonyl-2H-1, 4-benzodiazepin-2-one
65.	Nordazepam :	7-Chloro-1, 3-dihydro-5-phenyl-1(2H)-1, 4-benzodiazepin-2-one
66.	Oxazepam :	7-Chloro-1, 3-dihydro-3-hydroxy-5-phenyl-2H-1, 4-benzodiazepin-2-one.
67.	Oxazolam :	10-Chloro-2, 3, 7, 11b-tetrahydro-2-methyl-11b-phenyl-oxazolo [3, 2-d] [1, 4] benzodiazepin-6 (5H)-one

68.	Phendimetrazine	:	(+)-3, 4-Dimethyl-2-phenyl-morpholine
69.	Phenobarbital	:	5-Ethyl-5-phenylbarbituric acid.
70.	Phentermine	:	a, a-Dimethylphenethylamine.
71.	Pinazepam	:	7-Chloro-1, 3-dihydro-5-phenyl-1-(2-propynyl) 2H-1, 4-benzodiazopin-2-one
72.	Pipradrol	:	1, 1-Diphenyl-1-(2-piperidyl)-methanol.
73.	Prazepam	:	7-Chloro-1-(Cyclopropylmethyl)-1, 3-dihydro-5-phenyl-2H, 1, 4-benzodiazepin-2-one
74.	Temazepam	:	7-Chloro-1, 3-dihydro-3-hydroxy-1, methyl-5-phenyl-2H-1, 4-benzodiazopin-2-one
75.	Tetrazepam	:	7-Chloro-5 (cycloexen-1-yl)-1, 3-dihydro-1-methyl-2H-1, 4-benzodiazepin-2-one
76.	Triazolam	:	8-Chloro-6-(0-chlorophenyl)-1-methyl-4H-s-triazolo (4: 3-a) (1,4) benzodiazepine.

77. Salts and Preparations of above.

1. Narcoticdrugs

1: Coca Leaf

2. Cannabis (Hemp)

3. (a) Acetorphine
   (b) Diacetylmorphine (Heroin)
   (c) Dihydrodesoxymorphine (Desomorphine)
   (d) Ftorphine
   (e) Ketobemidone

and their salts, preprrations, admixtures, extracts and other substances containing any of these druge.

SCHEDULE I

11. Psychotropic Substances

Sl. No.	International non-proprietary names	Other non-proprietary names	Chemical name
1.		DET :	N, N-Diethyltryptamine
2.		DMPH :	3-(1, 2-Diemethylheptyl)-1-hyeroxy-7, 8, 9, 10-tetrahydro-6, 9-6,-trimethyl-6H-dibenzo 6,-d pyran
3.		DMT :	N, N-Dimethyltryptamine
4.	(+) Lysergide	LSD LSD-25	(+)-N, N-diethyllysergamide (d-lysergic acid dethyllysergamide)
5.		Mescaline :	3, 4, 5-Trimethoxy-phenethylamine
6.		Parahexyl :	3-Hexyl-1-hydroxy-7, 8. 9, 10-tetrahydro-6. 6, 9-trimethyl-6H-dibenzo [b, d] pyran.
7.	Eticyclidine	PCE :	N-Ethyl-1-phenyl-cyclohexylamine
8.	Rolicyclidine	PHP PCPY	1-(1-phenylcyclohexyl) pyrrolidine
9.		psilocine, psilotsin :	3-(2-Dimethylamino-ethyl) 4-hydroxyindole
10.	Psilocybine	:	3-(2-Dimethylamino-ethyl-4-hydro-exylindole)-4-yl dihydrogen phosphate
11.		STP DOM :	2-Amino-1-(2, 5-dimethoxy-4-methyl) phenylpropane
12.	Tenocyclidine	TCP :	1-[I-(2-Thienyl) cyclohexyl] piperidine.
13.		THC ;	Tetrahydrocannabinols,

			the following isomersΔ : Δ6a (10a), Δ 6a (7), Δ 7, Δ 8, Δ 9, Δ 10, Δ 9(11) and their stereochemical variants
14.	DOB	:	2, 5-dimethoxy-4-bromo-amphetamine
15.	MDA	:	3, 4-Methylenedioxy-Amphetamine.
16.	Mecloqualone	:	3-(0-Chlorophenyl)-2-methyl-4-(3H) quinazolinone,
17.	Methaqualone	:	2-Methyl-3-0-tolyl-4 (3H)-quinazolinone
18.	Albrazolam	:	8-Chloro-1-methyl-6-phenyl-4H-S-triazolo [4, 3-a] (1, 4) benzodiazepine
19.	Amfepramone	:	2-(Diethylamino) propiophenone
20.	Benzphetamine	:	N-Benzyl-Na a-dimethylphenethylamine
21.	Bromazepam	:	7-Bromo-1, 3-dihydro-5-(2-pyridyl)-2H-1, 4-benzodiazepin-2-one
22.	Camazepam	:	7-Chloro-1, 3-dihydro-3-hydroxy-1-methyl 5-phenyl-2H-1, 4-benzo diazopin-2-one dimethylcarbamate (ester)
53.	Clobazam	:	7-Chloro-1-methyl -5-phenyl-1H-1, 5-benzodiazepin-2, 4(3H, 5H dione).
24.	Clonazepam	:	5-(0-Chlorophenyl)-1, 3-dihydro-7-nitro-2H-1, 4-benzodiazepin-2 one.

25.	Clorazepate	:	7 Chloro-2, 3-dihydro-2 -oxo-5 penyl-1H, 4-benzo-diazepin-3-carboxylic acid
26.	Clotiazepam	:	5-(O-Chlorophenyl)-7 ethyl-1, 3-dihydro-1 methyl-2H-theno [2, 3-e] 1, 4-diazepin *2* one.
27.	Cloxazolam	:	10 Chloro-11b-(0-chloro-pheny) ?, 3, 7, 11b te-trahydrooxazolo [3, 2-d] [1, 4] benzo-diazepin-6 (5H) one,
28.	Delorazepam	:	7 Chloro-5-(0-chloro-phe-nyl) 1, 3-dihydro 2H-1-4-benzodazepin-2-one.
29.	Estazolam	:	8-Chloro-6-phenyl-4-Hs-triazolo [4, 3-a] [1, 5] benzodiazepine.
30.	Ethinamate	:	1-Ethynylcyclo-hexanol carbamale
31.	Ethylloflazepate	:	Ethy 7-Chloro-5-(0-fluoro-phenyl) 2, 3-dihydro-2-oxo-1H-1, 4 benzociazepine 3-carboxylate.
32.	Fludiazepam	:	7 Chloro-5 (0-fluoro phenyl-1,-dihydro-1-methyl-2H-1, 4-benzo dis-zepin-2 one
30.	Flunitrazepam	:	5-(0-fluorophenyl-1-3-dihydro-1-methyl-7-nitro 2H-1 4-benzodiazepin-2-one.
34.	Halazepam	:	7-Chloro-1, 3-dihydro-5-phenyl-1-1[2, 2, 2-(trihuo-

			xoethyl) 2H-1, 4-senzodia-zepin-2-one.
35.	Haloxazolam	:	10-Bromo-11b-(0-fluoro phenyl)-2, 3, 7, 11b,-tetra-hydrooxazolo [3. 2-d] [1. 4] benzodiazepin 6-6 (5H) one
36.	Ketazolam	:	11-Chloro-8 12b, dihydro-2, 8-dimethyl-12b, phonyle 4H-[1, 3]-oxazino-[3. 2d]-[1. 4] benzodiazepin-4, 7 (6H) dione
37.	Lefetamine SPA	:	(—)-1-Dimethylamino-1, 2-diphenylethane
38.	Loprazolam	:	6-(0-Chlorophenyl)-2, 4-dihydro-2-[(4-methyl-1 piperazynyl) methylene]-8-nitro-1H-imidaze [1. 2a] [1, 4] benzodiazepin-l-one
39.	Lormetazepam	;	7-Chloro-5-(0-Chloro phenyl)-1,-dihydro-3-3-hydroxy-1-methyl-2H-1. 4-benzodiazepin-2-one
40.	Mazindol	:	5-(p Chlorophenyl)-2. 5-dihydro-3H-imidazo [2. 1-0] isoindol-5-0
41.	Medazepam	:	7-Chloro-2-3-dihydro-1 -methyl 5 pheny 1H-1. 4-benzo-diazepin
42.	Methyprylon	:	3. 3-Diethyl-5 methyl-2, 4-piperidine-dione.
43.	Nimetazepam	:	1. 3-Dihydro-1-methyl-7-nitro-5-phenyl-2H-1, 4-benzodiazepin-2-one.

44.	Oxazolam	:	10-Chloro-2, 3, 7. 7. 11b-tetrahydro-2 methyl-11b phenyloxazolo [3. 2-d] [14] benzodiazepin-6-(5H) one.
45.	Phendimetrazine	:	(+) 3. 4 45 Dimethyl-2 phenylmorpholine
46.	Phentermine	:	££ Dimethylphen-ethylamine.
47.	Pinazepam	:	7-Chloro-1.-3, dihyqro-5 phenyl-1-(2-propynyl)-2H 1-4-benzodiazopin-2-one
48.	Pipradrol	:	1. 1-Diphenyl-1-(2-piperidyl)-methanol
49.	Praepzam	:	7-Chloro-1 (cyclo propyl-methyl-1)-1s 3,-dihydro 5-pnenyl-3H-1, benhodiazepin-2-one
50.	Temazepam	:	7-Chloro-1,-3-dihydro-3 hydroxy-1-methyl-5 phenyl-2H-1, 4-bengodipin-2-one.
51.	Tetrazepam	:	7-Chloro-1 (cyclo-heven-yl) 1, 3-dihydro 1 methyl 2H 1, 4-benzodiazepin-2-one
52.	Triazolam	:	8-Chloro-6-(0-chloropheny) methyl-4Hs-triacolo-(4, 3-a) (1-4) benzodiazepine.
1.	Amobarbital	:	5-Ethyl-5-(3-methylbuty) barbituric acid
2.	Cyclobarbiral	:	5-(1-Cyclohexen-1-yi)-5 ethyl barbituric acid
3.	Glutethimide	:	2-Ethyl-2-phenylglutarimide

4. Pentazocine	:	1, 2, 3, 4, 5, 6-Hexahydro 6, 11-dimethyl-3-(3 methhyl-2-butenyl)-2,-6 methano-3-benzoin 8-ol
5. Pentobarbital	:	5-Ethyl-5-(1-methylbutyl) barbituric acid
6. Secobarbital	:	5-Allyl-5-(1-methylbutyl) barbituric acid

7. Salts and preparations of above

সুস্থতর এবং উন্নততর চেতনার সংগ্রাম কি জীব সৃষ্টির শুরু থেকে ? নাকি আমরা সূত্রপাত ধরবো চেতনারই যে আদিম চিহ্ন জড়েও রয়েছে সেখান থেকে। এই চেতনার বিকৃতি আদিম কাল থেকে চলে আসছে।- অসহনীয় এই জীবন সংগ্রাম থেকে সাময়িক অব্যাহতিই ছিল তার কারণ। ব্যক্তি-স্বার্থ-ভিত্তিক, শ্রেনী-স্বার্থ-ভিত্তিক সমাজ যত অগ্রসর হয়েছে মানুষের এই আদিম দুর্বলতাকে ততই বেশী বেশী করে ব্যবহার করেছে সমাজের মালিকশ্রেনী। এই চেতনা বিকৃতির রূপ বহু।- নেশা যেমন তার আদিমতম রূপ, প্রযুক্তি বিদ্যা-ভিত্তিক প্রচার যন্ত্র তেমনি তার আধুনিকতম রূপ।- সুতরাং সার্বিক সংগ্রাম শুধু নেশার বিরুদ্ধে নয়, এ সংগ্রাম সর্বপ্রকার চেতনা-বিকৃতির বিরুদ্ধে।- এ-সংগ্রাম শুধু মাত্র সুস্থ চেতনা রক্ষার সংগ্রামই নয়, ক্রমবর্ধমান বৃহত্তর এবং গভীরতর চেতনার সপক্ষে এ-সংগ্রাম।-